HOMŒOPATHIC BAIDYASOPAN.

হোমিওপ্যাথিক বৈদ্যসোপান।

2nd Edition.

দ্বিতীয় সংস্করণ।

BY

DR. UPENDRA NATH BOSE,

DEDICATED TO

A. R. MACDONALD, M.D.

Late Dean for Students

The Chicago Homœopathic Medical College.

ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসু,

প্রণীত।

REVISED BY

DR. DURGO CHARAN SINGHA, L.M.S.

প্রকাশক

শ্রীশম্ভুনাথ বসু

১২।৬এ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PUBLISHED BY

SHAMBHU NATH BOSE.

মূল্য প্রতিখানি বাঁধাই সমেত—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

ভূমিকা

এই পুস্তকখানি লিখিবার উদ্দেশ্য কি

১। অনভিজ্ঞ (আনাড়ী) চিকিৎসকের অন্ধকারে হাতড়ান নিবারণ করা।

২। একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া যাহাতে চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মে।

৩। একখানি পুস্তক অবলম্বন করিয়া সমস্ত রোগের চিকিৎসা করিতে পারা।

৪। নাড়ী পরীক্ষায় বিশেষরূপে জ্ঞান হওয়া।

৫। ইংরাজী চিকিৎসার আবশ্যকমত মৃতদেহ ও জীবিত দেহতত্ত্বে জ্ঞান হওয়া।

৬। রোগ নির্ণয় করিয়া প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা হওয়া।

৭। ঔষধের ডাইলিউশন স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে পারা।

৮। অল্প ব্যয়ে ও অল্প দিনে সুচিকিৎসক হওয়া।

উক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধন হইলে, আমি পরিশ্রম সফল বোধ করিব। কোন একটী আসল রোগ অপর একটী রোগ আনিলে, তাহাকে সেই আসল রোগের উপসর্গ বা লক্ষণ (Symptom) বলে। অতিসার আসল রোগ হইলে, জ্বর, শিরঃপীড়া, বিকার, দড়কা প্রভৃতিকে আনিতে পারে। জ্বর আসল রোগ হইলে, অতিসার, বিকার, দড়কা, পক্ষাঘাত প্রভৃতিকে আনিতে পারে। কিন্তু জ্বর সচরাচর সকল রোগেরই উপসর্গ হইয়া থাকে। এজন্য জ্বর চিকিৎসা আগে এবং উপসর্গ রোগের চিকিৎসা পরে দিলাম। উপসর্গ রোগের আক্রান্ত যন্ত্রের গঠন (Anatomy) জীবিত অবস্থায় তাহার কার্য্য (Physiology) এবং নিদানাদির (Pathology) ব্যাখ্যা মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝিয়া পাঠ করিলে, চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মাইবে।

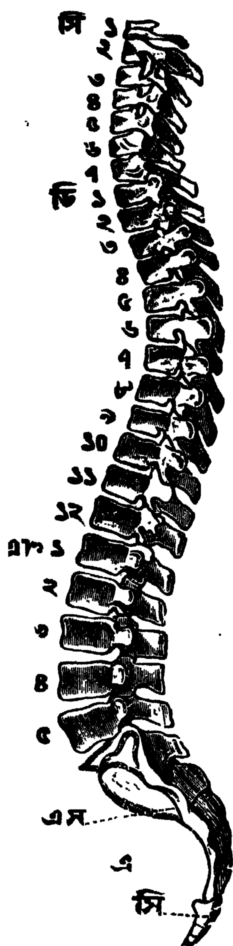
যে সকল পুস্তকের সাহায্য লইতে হইয়াছে, সেই সকল পুস্তকের প্রণেতাগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

কলিকাতা, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু।

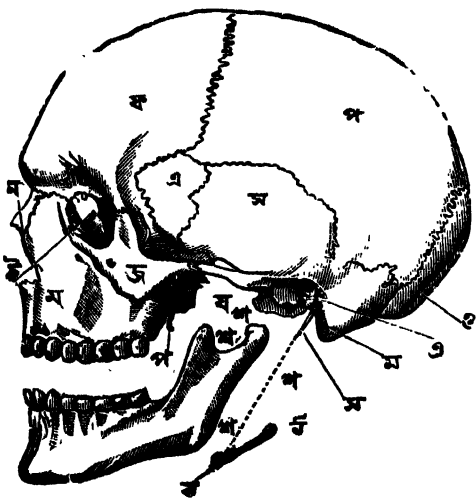
১লা মে, ১৯২৮।

সূচী পত্র

শিরদাঁড়া



মস্তক বা মুণ্ড।



মস্তক ও পিঠের শিরদাঁড়ার ব্যাখ্যা জ্বর-চিকিৎসার পরেই দেখিতে পাইবেন।

দুই পার্শ্বে ফুসফুস (LUNGS) ও মধ্যে হৃৎপিণ্ড (HEART)।

১৪।১৬ = দক্ষিণ ফুসফুস (Right Lung)

১৩।১৫ = বাম ফুসফুস (Left Lung)।

১১ = বায়ুনলী (Trachea)।

হোমিওপ্যাথিক

বৈদ্যসোপান।

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া।

(ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী)।

বিশ্বস্ত ঔষধালয় হইতে আমেরিকা নিবাসী বরিক্ ও ট্যাফেলের ঔষধ ক্রয় করিবে। কেননা ঔষধের কৃত্রিমতা বুঝা অসম্ভব।

১। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তিন প্রকারে ব্যবহার হয়—(১) আরক (Tincture) (২) চূর্ণ বা পুরিয়া (Trituation or Powder), (৩) বটীকা (Pillules), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটীকাকে গ্লোবিউল (Globule) বলে।

সুগার-অব-মিল্ক (দুগ্ধ শর্করা), বটীকা বা ক্ষুদ্র বটীকা যে কোন ঔষধে ভিজাইয়া ব্যবহার হয়। কেননা উহারা ঔষধ নহে। কোন ঔষধে ভিজাইলে রোগনাশক শক্তি হয়।

শোধিত সুরা বা রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট (Rectified Spirit = ৬০ ওভার প্রুফ্ স্পিরিট) = ১৬ ভাগ পরিশ্রুত জল (Distilled Water ও ৮৪ ভাগ সুরাসার (Absolute Alcohol) একত্রে মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। (১৬ + ৮৪ = ১০০)। অকৃত্রিম রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট, ডি, ওয়াল্‌ডির বাড়ীতে পাওয়া যায়। সুরাসার বা এ্যাবসোলিউট এ্যালকোহল শ্রীকৃষ্ণ দত্তের দোকানে পাওয়া যায় (১নং ওল্ড কোর্ট হাউস্ লেন)।

পরীক্ষিত সুরা বা প্রুফ্ স্পিরিট (Proof Spirit) = ৫ ভাগ শোধিত সুরা ও ৩ ভাগ পরিশ্রুত জল একত্রে মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। (৫ + ৩ = ৮)।

২০ ওভার প্রুফ্ স্পিরিট (20 O. P. Spirit) = ৬ ভাগ শোধিত সুরা ও ২ ভাগ পরিশ্রুত জল (৬ + ২ = ৮)।

৪০ ওভার প্রুফ্ স্পিরিট (40 O. P. Spirit)—৭ ভাগ শোধিত সুরা ও ১ ভাগ পরিশ্রুত জল (৭+১=৮)।

তরল সুরা (Diluted Alcohol) সম পরিমাণ শোধিত সুরা ও পরিশ্রুত জল মিশাইয়া প্রস্তুত হয় (৪ + ৪ = ৮)।

(ক) ডাইলিউশনকে বাঙ্গালায় ক্রম বলে (Dilution)।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রম দুই প্রকার। (১) দশমিক ক্রম (Decimal Dilution) (২) শততমিক ক্রম (Centicenal Dilution)। ১ ফোঁটা ঔষধে ৯ ফোঁটা স্পিরিট সহযোগে, দশমিক ক্রম ও ৯৯ ফোঁটা স্পিরিট সহযোগে শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। আদত আরককে মাদার টিংচার বলে। ইহার চিহ্ন θ যথা একন θ অর্থাৎ একোনাইট মাদার। দশমিক ক্রম—আদত আরক (Mother Tincture) ১ ফোঁটা ও ৯ ফোঁটা স্পিরিট মিশাইয়া শিশিটী ছিপি আঁটিয়া ৬০ বার ঝাঁকাইলে, প্রথম ক্রম বা ফাষ্ট ডাইলিউসন প্রস্তুত হইল। প্রথম ক্রমের ১ ফোঁটা আর ৯ ফোঁটা স্পিরিট মিশাইয়া ৬০ বার নাড়িলে দ্বিতীয় ক্রম। দ্বিতীয় ক্রমের এক ফোঁটা আর ৯ ফোঁটা স্পিরিট মিশাইয়া ৬০ বার নাড়িলে তৃতীয় ক্রম প্রস্তুত হয়। এইপ্রকার চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ইত্যাদি ক্রম প্রস্তুত হয়। এই প্রকার ক্রমকে দশমিক ক্রম বা ডেসিমেল ডাইলিউশন বলে (Decimal Dilution)। ইহার চিহ্ন ×, যথা—একন ১× অর্থাৎ একোনাইট প্রথম বা ফাষ্ট এক্স।

শততমিক ক্রম। আদত আরক ১ ফোঁটা, ৯৯ ফোঁটা স্পিরিট মিশাইয়া ছিপি আটিয়া শিশিটী ৬০ বার নাড়িলে প্রথম ক্রম; প্রথম ক্রমের ১ ফোঁটা ৯৯ ফোটা স্পিরিট মিশাইয়া ৬০ বার নাড়িলে দ্বিতীয় ক্রম; এইরূপ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ইত্যাদি ক্রম প্রস্তুত হয়। এ রকম ক্রমকে শততমিক ক্রম বা সেনটিসিমেল ডাইলিউশন বলে (Centicimal Dilution)। ইহার চিহ্ন কিছুই থাকে না। যথা—একন ১ অর্থাৎ একোনাইট প্রথম বা ফাষ্ট

এইরূপ ঔষধের চূর্ণ ১ গ্রেণে সুগার-অব-মিল্ক ৯ গ্রেণ (৪॥ রতি) মিশাইয়া খলের মধ্যে উত্তমরূপ মাড়িয়া লইলে প্রথম দশমিক ক্রম এবং ৯৯ গ্রেণ সুগার-অব মিল্ক মিশাইয়া প্রথম শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। উপরোক্তরূপে প্রথম হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় ইত্যাদি ক্রম প্রস্তুত হয়।

কেহ কেহ দশমিক ক্রম আর কেহ কেহ শততমিক ক্রম ব্যবহার করেন। শততমিক অপেক্ষা দশমিক ক্রমে ঔষধ পরিমাণে বেশী থাকে।

(খ) কোন স্পিরিটে ঔষধের ডাইলিউশন প্রস্তুত হয়।

সমস্ত ঔষধের পঞ্চম ডাইলিউসন হইতে সমুদায় ডাইলিউসন রেক্টী-ফায়েড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হয়। ১ ড্রাম শিশিতে পঞ্চম ডাইলিউসনের আরক ৬ ফোঁটা দিয়া, বাকী রেক্টিফায়েড স্পিরিটে শিশিটী পূরণ করিয়া, ছিপি আঁটিয়া, ৬০ বার ঝাঁকাইলেই, এক ড্রাম ষষ্ঠ দশমিক ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হইল। ঐরূপ সকল ক্রমই একেবারে ১ ড্রাম ঔষধ তৈয়ার হইতে পারে। প্রথম হইতে চতুর্থ ডাইলিউশন পর্য্যন্ত ২০ প্রুফ্, ৪০ প্রুফ্ ইত্যাদি স্পিরিট লাগে। আদত আরক যে স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়াছে, প্রথম ডাইলিউসনও সেই স্পিরিটে প্রস্তুত হয়।

আদত আরক তরল সুরায় হইয়া থাকিলে, প্রথম ক্রম তরল সুরায়, দ্বিতীয় ক্রম পরীক্ষিত সুরায়, তৃতীয় ক্রম ২০ ওভার প্রুফ্ স্পিরিটে, তারপর সমুদায় ক্রম শোধিত সুরায় (রেক্টীফায়েড্ স্পিরিট) প্রস্তুত হয়। আদত আরক পরীক্ষিত সুরায় হইলে, প্রথম ক্রম পরীক্ষিত সুরায়, দ্বিতীয় ক্রম ২০ প্রুফ্ স্পিরিটে, তারপর সমুদায় ক্রম শোধিত সুরায় (Rectified Spirit) প্রস্তুত হয়। আদত আরক ২০ প্রুফ্ স্পিরিটে হইলে, প্রথম ক্রম ২০ প্রুফ্ স্পিরিটে, তারপর সমুদায় ক্রম শোধিত সুরায় (Rectified Spirit) হইবে।

আদত আরক ৪০ প্রুফ্ স্পিরিটে হইলে, প্রথম ক্রম ৪০ প্রুফ্ স্পিরিটে তারপর সমুদায় ক্রম শোধিত (সুরায় Rectified Spirit) হইবে।

আদত আরক শোধিত সুরায় হইলে, সমুদায় ক্রম শোধিত সুরায় হইবে।

আদত আরক সুরাসারে হইলে, প্রথম ক্রম সুরাসারে হইবে, তারপর সমুদায় ক্রম শোধিত সুরায় হইবে। যে সকল ঔষধ জলে বা সুরায় দ্রব হয় না, সেই সকল ঔষধই চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় ক্রম পর্যন্ত চূর্ণ থাকিবে, তারপর তৃতীয় ক্রমের এক গ্রেণ, ৯ ফোঁটা পরিশ্রুত জলে দ্রব করিলে ৪ × হইবে। চতুর্থ ক্রমের ১ ফোঁটা ও ৯ ফোঁটা তরল সুরা সহযোগে ৫ ×, পঞ্চম ক্রমের ১ ফোঁটা, ৯ ফোঁটা শোধিত সুরা সহযোগে ৬x এবং তৎপরবর্ত্তী সমুদায় ক্রম শোধিত সুরায় প্রস্তুত হইবে। শততমিক ক্রম ১ গ্রেণে ৯৯ ফোটা ও ১ ফোটায় ৯৯ ফোটা হিসাবে প্রস্তুত হয়।

(গ) যে যে আদত আরক যে যে স্পিরিটে বা এলকোহলে প্রস্তুত হয় তাহা চিকিৎসাকালে ঔষধের পার্শ্বে বা পুস্তকের শেষে ঔষধের তালিকায় দেখিতে পাইবে। যে যে ক্রম ব্যবহার হয়, তাহার পূর্ব্বকার ক্রম ক্রয় করিয়া রাখিবে।

ব্যবহৃত ঔষধ ফুরাইলেই পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে অর্থাৎ ৫৪ ফোটা স্পিরিট ও ৬ ফোটা পূর্ব্বকার ক্রমের ঔষধ, একটী শিশিতে মিশাইয়া ছিপি আটিয়া ৬০ বার ঝাকাইয়া লইলেই হইবে।

একোনাইট ৫x, ৬ ফোটা আর স্পিরিট ৫৪ ফোটা একত্রে মিশাইয়া শিশিটী ৬০ বার ঝাঁকাইয়া লইলে; একোনাইট ৬x, ১ড্রাম তৈয়ার হইল। ঐরূপ—মাদার হইতে প্রথম, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ, একাদশ (১১x) হইতে দ্বাদশ (১২x), উনত্রিশ (২৯x) হইতে ত্রিশ (৩০x) ইত্যাদি ক্রম প্রস্তুত হয়।

(ঘ) আদত ঔষধ হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত—নিম্ন ক্রম (Lower dil.), ষষ্ঠ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত—মধ্য ক্রম (Medium dil), ত্রিশের উপর উচ্চ ক্রম (Higher dil) বলে। যথা (২০০, ৫০০, ১০০০ ক্রম)।

কেহ কেহ আদত ঔষধ হইতে তৃতীয় পর্য্যন্ত—নিম্ন ক্রম, তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত—মধ্য ক্রম, ইহার উপর ত্রিশ পর্য্যন্ত উচ্চ ক্রম, আর ত্রিশের উপর উচ্চতম ক্রম (Highest dil) বলেন।

(ঙ) নূতন রোগকে একিউট বা উগ্র এবং পুরাতন রোগকে ক্রনিক বা নিস্তেজ রোগ বলে। নূতন রোগের অষ্টাহ কাটিলে (আট দিবস রোগের পর) পুরাতন রোগ বা রোগের পুরাতন অবস্থা বলে।

নূতন রোগে বা রোগের নূতন অবস্থায়; পুরাতন রোগে, রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগ নূতন আকার ধারণ করিলে; আর যে সকল রোগ শীঘ্র শীঘ্র সাংঘাতিক হইয়া উঠে বা বিপদজনক রোগে, নিম্ন ক্রম ব্যবহার হয়।

পুরাতন রোগে বা রোগের পুরাতন অবস্থায়; নূতন রোগের পরিণাম স্বরূপ অপর রোগে, হিষ্টিরিয়া ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগে; আর নিম্ন ক্রমের ঔষধ অধিক সেবন করিয়াও রোগ না সারিলে, উচ্চ ক্রম ব্যবহার হয়।

নূতন ও পুরাতন উভয় রোগেই মধ্য ক্রম ব্যবহার হয়।

পুনঃ প্রয়োগ।—নূতন রোগে—আবশ্যকমত ২।৩।৪ ঘণ্টান্তর আর পুরাতন রোগে দিনে ২।৩ বার, (প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়) ঔষধ সেব্য।

আশু সাংঘাতিক বা প্রাণনাশক রোগে,—যেমন কলেরা, খেঁচুনি ইত্যাদি আবশ্যকমত ৫।১০।১৫।৩০ মিনিট অন্তর ঔষধ ব্যবস্থেয়।

(চ) রোগের লক্ষণ কি? রোগে যে সকল উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে বা

উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে রোগের লক্ষণ বলে (Symptoms) যথা—জ্বরে—শিরঃপীড়া, গাত্রদাহ, বমনেচ্ছা বা বমন, পিপাসা, কাসি ইত্যাদি। অতি-সারে—পেট কামড়ানী, জ্বর, বমনেচ্ছা বা বমন ইত্যাদি।

ঔষধের লক্ষণ কি ? সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে যে যে উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহাকে ঔষধের লক্ষণ বলে। যথা—অধিক মাত্রায় ইপিকাক সেবন করিলে, বমনেচ্ছা বা বমন, হাঁপ কাশি, অতিসার ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এগুলি ইপিকাকের লক্ষণ। আর্সেনিকে—দাহ, উদর বেদনা, পিপাসা, জলপানে বমন বা বমনোদ্বেগ, ভেদ, অবসন্নতা ইত্যাদি, এগুলি আর্সেনিকের লক্ষণ। একোনাইটে—জ্বর, পিপাসা, সর্দ্দি, অস্থিরতা নাড়ী ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ইত্যাদি, এগুলি একোনাইটের লক্ষণ। নির্ব্বাচিত ঔষধের লক্ষণের সহিত রোগের যতই মিল বা ঐক্য থাকে, ততই রোগ নিশ্চয়রূপে আরোগ্য হয়।

কোন ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, রোগে সেই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, সেই ঔষধ কম মাত্রায় সেবনে, সেই সকল লক্ষণ নিবারণ হয়, (বিষস্য বিষমৌষধং), যথা—ইপিকাক ৩।৪ ড্রাম সেবনে বমন হয়, উহা অপেক্ষা কম মাত্রায় বমন না হইয়া কেবল বমনেচ্ছা বা বমনোদ্বেগ হয়, আর মাত্রা বা পরিমাণ খুব কম হইলে (কণা মাত্র) বমন বা বমনেচ্ছা নিবারণ হয়। মাত্রা কত কম হইলে বমন ও কত কম হইলে বমনো-দ্বেগ নিবারণ হইবে, তাহা বহুদর্শীতার উপর নির্ভর করে। এজন্য নির্ব্বাচিত ঔষধ হঠাৎ পরিত্যাগ না করিয়া উহার ডাইলিউশন বা ক্রম পরিবর্ত্তন করিয়া দেখা উচিত। ডাইলিউশন বা ক্রম ঠিক করা বহুদর্শিতার কায।

ঔষধের ২।১টী অন্ততঃ প্রধান প্রধান লক্ষণ রোগে বর্ত্তমান থাকিলে সেই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। চিকিৎসায় ঔষধের যে যে লক্ষণের নীচে একটী লম্বা রেখা থাকিবে, সেই সেই লক্ষণ প্রধান লক্ষণ জানিবে।

কোন ঔষধ হঠাৎ না বদলাইয়া, তাহার ডাইলিউশন বদলাইয়া দেখা উচিত। কোন ঔষধে রোগের কিঞ্চিৎ মাত্রও উপশম বা উপকার হইলে সেই ঔষধেই সমস্ত রোগ আরোগ্য হইবে, সে ঔষধ বদলাইবে না। রোগ যতই উপশম হইতে থাকিবে, ঔষধও ততই বিলম্বে বিলম্বে ব্যবহার করিয়া ক্রমে বন্ধ করিবে।

অনেকদিন ঔষধ সেবন করাইতে হইলে, সপ্তাহে ২।১ দিন ঔষধ বন্ধ রাখা উচিত।

(ছ) নূতন রোগে ২।৩ বার ঔষধ সেবন করিয়া, কোন উপকার না হইলে আর পুরাতন রোগে ২।৩ দিন ঔষধ সেবন করিয়া কোন উপকার না হইলে অন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া ব্যবহার করিবে।

রোগ উপশম হইতে হইতে ঔষধের ক্রিয়া স্থগিত হইলে বা পুনঃ পুনঃ রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ২।১ মাত্রা সাল্‌ফার ব্যবস্থা করিয়া, পরে অন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে। রোগী এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আসিলে, প্রথমে ২।১ মাত্রা নক্সভমিকা সেবন করাইয়া, অন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে। নিম্ন ক্রমে ঔষধ পরিমাণে বেশী থাকে, এজন্য ইহাদের ক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায়, কিন্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, এজন্য নিম্ন ক্রমের ঔষধ ঘন ঘন সেবন করিতে হয়। ইহাতে রোগের উপশম হয়।

ঔষধ যতই উচ্চ ক্রমের হইবে ততই ঔষধের মাত্রা বা পরিমাণ কম হইয়া থাকে, উচ্চক্রমের ঔষধের ক্রিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, কিন্তু বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, এজন্য উচ্চক্রমের ঔষধ বহুক্ষণ অন্তর সেবন করিতে হয়। ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(জ) মাত্রা (পূর মাত্রা পূর্ণবয়স্কের পক্ষে) আরক ১ ফোঁটা, বালকদের পক্ষে অর্দ্ধ ফোঁটা বা ১ ফোঁটা দুই বার। শিশুদের পক্ষে ১ ফোটা চারি বার, কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবস্থা করিবে। জল পরিষ্কার হওয়া চাই, জলের মাত্রা আন্দাজ ১ কাঁচ্চা, অর্দ্ধ কাঁচ্চা সিকি কাঁচ্চা। জলের কিছু কম বেশীতে ক্ষতি হয় না।

চূর্ণ—পূর মাত্রা—১ গ্রেণ (অর্দ্ধ রতি) বটীকা ১টী, ক্ষুদ্র বটীকা ৪টী, বালকদের পক্ষে উহার অর্দ্ধেক, শিশুদের পক্ষে সিকি জলে দিয়া মাত্রা ভাগ করিবে বা শুষ্ক জিহ্বায় দিলেও হয়। হাত না দিয়া কাগজে করিয়া লইয়া মুখে দিবে। বৃদ্ধ ও অতিবৃদ্ধদিগের মাত্রা বালক ও শিশুদিগের মত। ক্রমকে ও মাত্রা বলা যায়, এজন্য বালক, শিশু, দুর্ব্বল ব্যক্তি ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে সচরাচর মধ্য বা উচ্চ ক্রম ব্যবস্থা করা যায়। রোগ ও রোগীর প্রকৃতি অনুসারে মাত্রা কম বেশী করা যায়। ক্রমকে শক্তিও (Potency) বলে। যথা—ষষ্ঠ শক্তির ঔষধ বলিলে ষষ্ঠ ক্রমের ঔষধ বুঝায়।

(ঞ) যাঁহারা আফিং আদি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পক্ষে খুব নিম্ন বা উচ্চ ক্রম ব্যবস্থেয়। সময়ে সময়ে তাঁহাদের ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি

করিতে হয়, এমন কি, এক ফোটার জায়গায় ১ চামচও আবশ্যক হয়। ইহাদের ধাতে নক্সভমিকা ও বেলেডোনা বিশেষ উপযোগী।

(ট) রোগের যে উপসর্গটী বিপদজনক হইবে, তাহার চিকিৎসা আগে করিয়া, তাহাকে দমন করিবে। যদি আসল রোগ উপস্থিত হইলেই উপসর্গ উপস্থিত হয়. তাহা হইলে আসল রোগের প্রতিকার করিলেই, উপসর্গের প্রতীকার হইল।

(ঠ) রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধের মাত্রা বা ক্রম ব্যবহার করিবে, অর্থাৎ রোগী বলবান কি দুর্ব্বল আর রোগ উগ্র কি মৃদু। রোগী যত বলবান বা রোগ যত উগ্র হইবে, তত নিম্ন ক্রম এবং রোগী যত দুর্ব্বল বা রোগ যত মৃদু হইবে ততই উচ্চ ক্রম ব্যবস্থা করিবে। কথায় বলে "যেমন কুকুর তেমন মুগুর" হোমিওপ্যাথিক ঔষধও ঠিক তাই। যেমন রোগ তেমনি ওষুধ, এজন্য ইহাকে সাদৃশ চিকিৎসা বলে (Like cures Like)। রোগের উগ্রতা ও নম্রতা অনুসারে ঔষধের উগ্রতা ও নম্রতা হওয়া চাই। রোগ উগ্র হইলে ঔষধও উগ্র আর রোগ নম্র হইলে ঔষধও নম্র হইবে।

(ড) যে ঔষধ বেশী মাত্রায় সেবন করিলে, যে সকল রোগ উপস্থিত হয়, সেই ঔষধ খুব কম মাত্রায় বা স্পর্শ করিবামাত্র, সেই সকল রোগ আরোগ্য হয়। কুইনাইন বেশী মাত্রায় সেবন করিলে, কম্প দিয়া জ্বর আইসে, শিরঃপীড়া বা মাথার যন্ত্রণা হয়, তারপর খুব ঘাম হইয়া গা ঠাণ্ডা হয় ও রোগী পূর্ব্বমত সুস্থ হয়, এ প্রকার জ্বর, কুইনাইন স্পর্শ করিবামাত্র আরোগ্য হয়। যেখানে কম্প, তাপ, শেষে প্রচুর ঘর্ম্ম, এই তিনটী কুইনাইনের প্রধান লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকে, সেখানে কুইনাইনে জ্বর আরোগ্য হয় না, (লক্ষণানুসারে অপর ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে)। তবে যদি বেশী মাত্রায় কুইনাইন সেবন করিলে জ্বর বন্ধ হয়, সে জ্বর কেবল চাপা থাকে মাত্র।

ঔষধের পরিমাণ যতই কম হয়, ততই তাহার রোগনাশক শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

(ঢ) কর্পূর বা উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করা বা উহার নিকট ঔষধের শিশি রাখা উচিত নহে। শিশি নূতন বা খুব পরিষ্কার ও গন্ধবিহীন হওয়া চাই। কোন ঔষধ বেশী সেবন বশতঃ কোন অসুখ উপস্থিত হইলে, কর্পূর সেবনে তাহা নিবারণ হয়, কেবল হাইড্রাসটীস ও সিমিসিফিউগার গুণ কর্পূর সেবনে বৃদ্ধি হয়।

মাপ।

১ মিনিম	...	২ ফোঁটার সমান।
৬০ মিনিমে	...	১ ড্রাম হয়।
৮ ড্রামে	...	১ আউন্স হয়।
১ আউন্স	...	প্রায় অর্দ্ধ ছটাক বা দুই কাঁচ্চার সমান
২০ আউন্সে	...	১ পাইণ্ট বা দশ ছটাক।
৮ পাইণ্টে	...	১ গ্যালন হয়।
১ গ্রেণ	...	অর্দ্ধ রতির সমান।
১ কুঁচ	...	২ গ্রেণের সমান।
১ ড্রাম	...	পাঁচ আনার সমান।
১৬ আউন্সে	...	১ পাউণ্ড হয়।
১ পাউণ্ড	...	প্রায় অর্দ্ধ সের।
২০ গ্রেণে		১ স্ক্রুপল।

বাহ্য প্রয়োগ

বাহ্য প্রয়োগের জন্য আদত আরক ব্যবহার হয়। ১ ভাগ ঔষধে ৯ ভাগ জল মিশাইয়া লোশন প্রস্তুত হয় (১+৯—১০)। ১ ভাগ ঔষধে ৯ ভাগ ঘৃত, মাখন, নারিকেল তৈল বা সুইট্ অয়েল অথবা রেড়ির তৈল মিশাইয়া লিনিমেণ্ট বা মলম প্রস্তুত হয়।

প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন

একন ৬ (একোনাইট) ... দুই ফোঁটা।
জল ... ... অর্দ্ধ ছটাক (আন্দাজ)

মিশ্রিত করিয়া পূর্ণবয়স্কের পক্ষে দুই মাত্রা।

বালকদের পক্ষে উহা চারি মাত্রা বা চারবার খাইবার ঔষধ, আর শিশুর পক্ষে আট মাত্রা।

মার্ক-সল ৬× (মার্কুরিয়স সলিউবিলিস) ... ২ ফোঁটা।
সুগার-অব-মিল্ক (দুগ্ধ শর্করা) ...৪ গ্রেণ (আন্দাজ)

কাগজের উপর রাখিয়া মিশাইবে।

দুইটী পুরিয়া হইবে। পূর্ণ দুই মাত্রা। বালকদের পক্ষে উহা চারি পুরিয়া ও শিশুর পক্ষে আট পুরিয়া হইবে।

নক্সভমিকা ৬, ১ ফেঁটা, আর ক্ষুদ্র বটীকা (গ্লোবিউলস্) চারিটী, কাগজের টুঁগ্নির (বা ১ ড্রাম শিশির) মধ্যে বটীকা রাখিয়া আবশ্যকমত কয়েক ফোঁটা ঔষধ উহাতে দিয়া ভিজাইয়া লইবে। পূর্ণ এক মাত্রা, বালকদের পক্ষে দুইটী ক্ষুদ্র বটীকা, শিশুর পক্ষে একটী ; বটীকাতে হাত না দিয়া কাগজে করিয়া লইয়া জিবে দিবে। অথবা ঔষধ মিশ্রিত বটিকাগুলি কাঁচা খানেক জলো মিশাইয়া মাত্রা ভাগ করিয়া লইলেও হয়। বটিকা জলে দিলে গলিয়া যায়। আর এক রকম করিয়া ছেলেদিগকে বটীকা খাওয়ান যায়।

একটী খড়্কে কাটী ছেলের লালে বা জলে ভিজাইয়া, বটিকাতে লাগাইলেই বটীকা উহাতে জড়াইয়া যাইবে এবং উহা ছেলের জিবে দিলেই চুসিয়া লইবে।

সকল রোগের প্রয়োজনীয় ঔষধ সকলের তালিকা পুস্তকের শেষে দেওয়া হইল।

পথ্য

(ক) নূতন রোগে।—পরিষ্কার জল, জলমিশ্রিত এক বল্কা দুগ্ধ। এরা-রুট, সাগু বা বার্লির মণ্ড (বার্লিতে জল মিশাইয়া ১ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বেদানা, কেসুর, পানফল, মিছিরি॥ মাংসের কাথ। অতিসার ও উদরাময়ের প্রথমাবস্থায়—জলবার্লি, পরে রোগী দুর্ব্বল হইলে, জলমিশ্রিত এক বল্কা দুগ্ধ বা মাংসের কাথ দিবে। রোগ আরোগ্য হইলে বা জ্বর না থাকিলে মৎস্যের ঝোল, সুজির রুটি, অন্ন ব্যবস্থা করিবে। ঝোলে, লঙ্কার ঝাল, সরিষার বাট্না ও তৈল দিতে নিষেধ করিবে।

(খ) পুরাতন রোগে।—নিয়মিত ও অভ্যস্ত আহার, যাহা সহজে পরিপাক হয়, তাহাই আহার করিতে দিবে। লঙ্কার ঝাল, শাক, অম্ল গরম মসলা ও কর্পূর সেবন নিষেধ। সর্দ্দি বা কাশি না থাকিলে পাতি বা কাগ্জিলেবু খাইতে ক্ষতি নাই। ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের দিকে নজর রাখা বিশেষ আবশ্যক, বিশেষতঃ ভেদবমি, উদরাময়, অপাক, অজীর্ণ আমাশয় প্রভৃতি পেট নাবার রোগীর পথ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা খুব দরকার ; নচেৎ চিকিৎসা করিয়া যশ পাইবে না। কলেরা বা জলবৎ ভেদের প্রথমে রোগীর আহারে ইচ্ছা থাকে না, কেবল পিপাসা থাকে, এ অবস্থায় কেবল পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল ব্যবস্থা করিবে। জলে উপকার বই অপকার হয় না। জলপানে শরীরে রক্ত চলাচল হয় ও প্রস্রাব হয়। জল, বার্লি, সাগু বা এরারুট, রোগ উপশম হইলে, রোগীর বলরক্ষার্থ,

জলবালি বা এরারুটে অল্প পরিমাণে দুগ্ধ মিশাইয়া বা অর্দ্ধেক জলমিশ্রিত এক বল্‌কা দুগ্ধ অথবা মাংসের ক্কাথ ব্যবস্থা করিবে। পেটফাঁপা থাকিলে সাগু বা বালি না দিয়া কেবল অর্দ্ধেক জল মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত বা মাংসের ক্কাথের সহিত চুণের জল ব্যবস্থা করিবে। তিনভাগ জলমিশ্রিত দুগ্ধের সহিত এক ভাগ চুণের জল ব্যবস্থা করিবে। তিন ভাগ জলমিশ্রিত দুগ্ধের সহিত এক ভাগ চুণের জল মিশাইয়া লইবে। খাইবার সময় দুগ্ধে চুণের জল মিশাইবে। দুগ্ধে চুণের জল মিশাইয়া রাখিয়া দিলে দুগ্ধ খারাপ হইয়া যায়। রোগ আরোগ্য হইলে মৎস্যের ঝোল ও অন্ন ব্যবস্থেয়। গাঁদালের ঝোল উদরাময় রোগীর পক্ষে উপকারী।

মাংসের ক্কাথ তৈয়ার করিবার নিয়ম।

পাখি, মুর্গী বা পাঁঠার মাংস চর্ব্বি বাছিয়া থেঁতো করিবে। তারপর একটী হাঁড়িতে ২।১ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিবে। যতটা মাংস, তার চারিগুণ জল চাই। ১ পোয়া মাংসে চারি পোয়া জল দিবে। অল্প অল্প কাষ্ঠের জ্বালে সিদ্ধ করিয়া ১ এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। যতটা মাংস, তার চারিগুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে; আর যতটা মাংস, ততটা জল অর্থাৎ সিকি ভাগ জল থাকিতে নামাইবে। তারপর পরিষ্কার নেকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া একটী শিশিতে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিবে। পূর্ণবয়স্কের পক্ষে এক ছটাক, ছেলেদের অর্দ্ধ ছটাক ও শিশুর পক্ষে ১ কাঁচ্চা মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিবে। ক্কাথটী গরম করিতে হইলে, গরম জলে ক্কাথের শিশিটী বসাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ গরম হইবে।

চামড়ার নচে পিচকার দ্বারা ঔষধ দিবার নিয়ম।

চামড়ার নীচে পিচকারী দ্বারা ঔষধ দেওয়াকে হাইপোডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌সন বলে। সবকিউটেনিয়স্ ইন্‌জেক্‌সন্‌ও বলে এবং ইহার পিচকারীকে হাইপো-ডার্ম্মিক সিরিঞ্জ বলে। পিচকারীর ডগে একটি সরু নল লাগান আছে; এই নলের আগায় কলমের মত কাটা। এই কলমের মত কাটাটুকু চামড়ার ভিতর ঢুকাইয়া দিতে হয়। পিচকারীর গায়ে দাগকাটা আছে। এক দাগে ১মিনিম (দু ফোঁটা) ঔষধ ধরে. যে কয় ফোঁটা ঔষধ দরকার সেই কয় দাগ টানিয়া লইয়া চামড়ার ভিতর কলমে কাটাটুকু আড়ভাবে ঢুকাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিবে। তারপর আস্তে আস্তে টানিয়া লইবে। চামড়াটুকু

ফুলিয়া উঠিলে ভিতরে ঔষধ গিয়াছে জানিবে। সাবধান, যেন পিচকারীর মধ্যে হাওয়া না ঢোকে, এজন্য পিচকারীর মধ্যে ২।১ ফোঁটা বেশী ঔষধ টানিয়া লইবে এবং ঠেলিয়া ২।১ ফোটা ফেলিয়া দিবে, ২।১ ফোটা ফেলিয়া দিয়া বাকীটুকু চামড়ার ভিতর আস্তে আস্তে ঠেলিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে ও আস্তে আস্তে টানিয়া বাহির করিয়া লইবে।

পিঠের শিরদাঁড়ার উপর ঔষধ মালিস করিয়া শরীরের ভিতর ঔষধ প্রবেশ করান যায়।

মলদ্বারে পিচকারী দ্বারাও ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। (এরারুটের মণ্ডের সহিত ঔষধ মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী করিতে হয়), সর্ব্বাপেক্ষা চামড়া বিঁধিয়া ঔষধ দেওয়াই ভাল।

ঔষধ খাওয়ান অপেক্ষা এ রকম উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। আর যে সকল রোগী ঔষধ গিলিতে না পারে বা গিলিতে না চায়, অথবা গিলিলে বমি করিয়া ফেলে, তাহাদের পক্ষে ইহা অতি উত্তম উপায়।

ক্লোরফর্ম্ম শুঁকাইবার নিয়ম

একখান রুমাল বা নেকড়া তুপুরু (তুভাজ) করিয়া ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিবে। সেই ঠোঙার ভিতরে ১ ড্রাম বা ৬০ ফোটা আন্দাজ আদত ক্লোরফর্ম্ম (Pure Chloroform) চারিদিকে ছড়াইয়া ছড়াইয়া ঢালিয়া দিয়া ঠোঙাটি রোগীর নাকের গোড়ায় এমন করিয়া ধরিবে, যেন ঠোঙার নীচে দিয়া নাকের মধ্যে বাতাস যাইতে পারে অর্থাৎ নাকের ছিদ্র হইতে একটু দূরে ধরিবে। ক্ষণেককাল নাকের কাছে ধরিতে হয়, আবার ক্ষণেককাল মধ্যে মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হয়। ক্লোরফর্ম্মের গন্ধ উড়িয়া গেলে আবার পূর্ব্বমত ছড়াইয়া ছড়াইয়া ঠোঙার মধ্যে ঢালিতে হয়। অধিকক্ষণ ক্লোরফর্ম্ম করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে বন্ধ করিবে। ক্লোরফর্ম্ম করিতে করিতে নাড়ী চলিতেছে কিনা, তাহা দেখা চাই। নাড়ী চলার ব্যাঘাত ঘটিলে ক্ষণেক কাল বন্ধ রাখিবে। মুখ দিয়া ফেণা বাহির হইলে তাহা পুঁছাইয়া দিবে এবং মুখ খুলিয়া রাখিবে, যেন শ্বাসনলীর মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত না হয়। সহজ লোককে ক্লোরফর্ম্ম করিয়া অজ্ঞান করিতে হইলে অক্ষিগোলক স্থির হওয়া (নড়া বন্ধ) পর্য্যন্ত উহা শুঁকাইবে। ইহা অপেক্ষা বেশী করিতে

গেলেই বিপদ ঘটে। ক্লোরফর্ম্ম শুঁকান বন্ধ করিলে ক্রমে ক্রমে আপনা আপনি জ্ঞান হয়। অস্ত্রাদি কার্য্য সমাধা করিতে দেরী হইলে অক্ষিগোলক নড়িতে আরম্ভ হইলেই আবার উহা শুঁকাইতে হয়, আবার উহা নড়া বন্ধ হইলেই আবার ক্লোরফর্ম্ম শুঁকান বন্ধ করিতে হয়, আবার অক্ষিগোলক নড়িতে আরম্ভ হইলে আবার শুকাইতে হয়, যে পর্য্যন্ত না কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেই পর্য্যন্ত ঐরূপ করিতে হয়। কার্য্য সিদ্ধ হইলে ক্লোরফর্ম্ম শুকান বন্ধ করিবে এবং রোগী ক্রমে নড়িতে থাকিবে ও জ্ঞান হইবে। চক্ষুর পাতা টানিয়া দেখিলে, অক্ষিগোলক নড়িতেছে কি স্থির হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাইবে ইহাতে আক্ষেপ বা খেচুনি, মৃগীর, খেচুনি, হিষ্টিরিয়ার খেচুনী, ছেলেদের দড়কার খেচুনি ধনুষ্টঙ্কারের খেচুনি প্রভৃতি খেচুনি নিবারণ হয়। ঔষধ সেবনে রোগী গিলিতে অক্ষম হইলে পিচকারী দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে খেচুনি বন্ধ না হইলে যে পর্য্যন্ত খেচুনি বন্ধ না হয়, ক্ষণেক অন্তর ক্লোরফর্ম্ম শুকাইবে। নাক দিয়া বাতাস যাইতে পারে, এ রকম ভাবে শুকাইবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নিয়ম

রোগ উপসর্গ হইলেও যে রকম চিকিৎসা, আর আসল হইলেও সেই রকম চিকিৎসা করিতে হয়। যথা,—দড়্কা রোগ আসল হইলেও বেলেডোনা ও ক্যামমিলাদি ব্যবহার হয়, আর জ্বর বা অতিসারাদির উপসর্গ হইলেও বেলে-ডোনা ও ক্যামমিলাদি ব্যবহার হয়।

হোমিওপ্যাথি মতে ২।৩ দুই তিনটী ঔষধ একত্র মিশাইয়া ব্যবহার হয় না। তবে যখন একটি ঔষধে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া না যায়, তখন দুইটি ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে (একটির পর অপরটি) ব্যবহার হয়।

যে সকল লক্ষণের নীচে একটি করিয়া লম্বা রেখা দেখিতে পাইবে, সেই গুলি ঔষধের প্রধান লক্ষণ। রোগের প্রধান লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে। যদি সমস্ত লক্ষণের সহিত না মেলে, তাহা হইলে রোগ লক্ষণমধ্যে অন্ততঃ দুই একটি প্রধান লক্ষণ থাকা চাই। যদি কোন দুইটি ঔষধেরই প্রধান লক্ষণ রোগে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে সেই দুইটি ঔষধই পর্য্যায়ক্রমে (একটির পর অপরটি) ব্যবহার করিবে।

রোগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কালকে রোগের আক্রমণকাল বা অক্রমণাবস্থা বলে। আর রোগ থাকিয়া মধ্যে মধ্যে প্রবল হয় এই প্রবল অবস্থাকেও আক্রমণাবস্থা (Paroxysm) বলে। যথা—জ্বর, খেচুনি বা বেদনা আসিল, কিয়ৎকাল থাকিয়া ছাড়িয়া গেল, কিম্বা কিয়ৎকাল প্রবল থাকিয়া কিঞ্চিৎ কম পড়িল। রোগ একবারে ছাড়িয়া বা উহার প্রবলতার হ্রাস হইয়া যতক্ষণ থাকে, সেই সময়টুকুকে রোগের বিরামকাল (Remission) বলে। সকল ঔষধই যতই বিরামকালে ব্যবহার হইবে, ততই রোগ সত্বর ও নিশ্চয়রূপে অরোগ্য হইবে। একটি ঔষধ বিরামকালে আর একটি আক্রমণ কালে এ রকম ব্যবস্থা করিবে না; যে ঔষধ বিরামকালে, সেই ঔষধই আক্রমণকালে ব্যবহার করিবে।

কোষ্ঠবদ্ধ
CONSTIPATION.

কোষ্ঠবদ্ধ আসল রোগও হইতে পারে আর অপর রোগের উপসর্গও হইতে পারে। জ্বরাদিরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে লক্ষণানুসারে যে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে তাহাতেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। যথা—জ্বরে **একোনাইট, বেলে-ডোনা, ব্রায়নিয়া** ইত্যাদি যে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইবে তাহাতেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। কোষ্ঠবদ্ধের কারণ দূর হইলেই আপনা আপনিই কোষ্ঠ সাফ হইতে থাকিবে। লিভার বা যকৃতের ক্রিয়া স্থগিত ও অন্ত্র দুর্ব্বল হওয়াতেই কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, এজন্য যকৃত ও অন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হইলেই কোষ্ঠবদ্ধ দূর হইবে। বাহ্যের জন্য ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। জ্বরাদি অনেক রোগের প্রথমে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া, পরে পেট নাবিতে থাকে। জোলাপ দিয়া বাহ্যে করাইবার দরকার নাই, কেননা—জোলাপে অনেক দোষ ঘটে, এমন কি, অনেক সময় বিপদও ঘটে। জোলাপ খোলার পর পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা কোষ্ঠবদ্ধ দোষ ঘটে। আবার জোলাপ না খুলিলে পেট ফাপিয়া সমেদম হয়। জোলাপ রোগকে উত্তেজিত করে অর্থাৎ খেপাইয়া দেয়। জ্বরের প্রকোপ সময় (প্রবল অবস্থায়) জোলাপ খুলিলে জ্বর বাড়িয়া যায়, বিকার আসিয়া জোটে, জ্বরাতিসার হইয়া পড়ে; ছেলেদের দড়কা আসিয়া উপস্থিত হয়।

আবশ্যক হইলে পিচকারী দ্বারা বাহ্যে করাইলে কোন ক্ষতি হয় না। খানিকটা গরম জলে সাবানগুলিয়া তাতে একটু রেড়ির তৈল মিশাইয়া বা

কেবল গ্লিসারিণ দ্বারা পিচকারী করিবে। পূর্ণবয়স্কের পক্ষে রেড়ির তৈল বা গ্লিসারিণ এক আউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক। ছেলেদের পক্ষে ১ কাঁচ্চা। শিশুদের পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি কাঁচ্চা।

কোষ্ঠবদ্ধ যদি আসল রোগ হয় অর্থাৎ অন্য রোগের উপসর্গ না হয় তাহা হইলে কোষ্ঠবদ্ধ রোগের চিকিৎসা করিবে। কোষ্ঠবদ্ধের চিকিৎসা পরে দেখিতে পাইবে।

হৃৎপিণ্ড।

নাড়ী কাহাকে বলে এবং নাড়ী দেখা কি ?

WHAT IS THE PULSE.

বুকের মাঝে বাঁ মাইয়ের নীচে কান দিয়া দেখিলে, এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইবে। সে শব্দ এইরূপ "লব্‌ডপ্‌,—এ কিসের শব্দ ? ইহা হৃৎপিণ্ডের শব্দ। হৃৎপিণ্ড (Heart) রক্ত চালাইবার কল। হৃৎপিণ্ড ঠিক পদ্ম কুঁড়ির ন্যায়। মাথাটা মোটা আর তলাটা সরু। হৃৎপিণ্ডের মাথাটা উপরে আর তলাটা বাঁ মাইয়ের নীচে পর্য্যন্ত থাকে। হৃৎপিণ্ড দুইটি ফুস্‌ফুসের মাঝে বাঁ মাইয়ের দিকে হেলিয়া অবস্থিতি করে। ফুস্‌ফুস্‌ কি ? ফুস্‌ফুস্‌ রক্ত তৈয়ার করা কল (Lungs)। ছাগলের ফুল্‌কা দেখিয়াছ, যাহা ছেলেরা ফু দিয়া স্ফীত করতঃ খেলা করে, ফুস্‌ফুস্‌ সেই ফুল্‌কা বই আর কিছুই নহে। ফুস্‌ফুস্‌ দুটি, হৃৎ-পিণ্ডের দুপাশে পাঁজরার ভিতর পুরিয়া অবস্থিতি করে। ইহাদের ভিতর বাতাস (নিশ্বাস বায়ু) পোরা থাকে বলিয়া পাঁজরার ভিতর পুরিয়া থাকে। মৃত অবস্থায় উহাদের মধ্যে বাতাস না থাকায় উহারা চুপ্‌সিয়া যায়। ফুসফুস্‌কে কাবাসেও বলে। একটি ফুস্‌ফুস্‌ বাঁ পাঁজরার ভিতর অপরটি ডান পাঁজরায় ভিতর থাকে। একটি ফাপা নলী মুখের ভিতর থেকে গলা দিয়া নাবিয়া দুটি যেকড়ি হইয়া দুইটি ফুসফুসে যুক্ত হইয়াছে। ঐ নলীকে বায়ুনলী বলে (Treachea) এই নলী দিয়া নিশ্বাস বায়ু ফুসফুসে যায়।

হৃৎপিণ্ডের মাথা (মোটা দিকটা) থেকে ফাঁপা নলের মত মোটা নাড়ী (গুঁড়ি) বাহির হইয়া বাঁমদিক দিয়া শাখা প্রশাখায় সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়াছে। উক্ত নাড়ী ও উহার শাখা প্রশাখাগুলিকে ধমনী (Artery) বলে। ইহারা ক্রমে কেশের মত সরু হইয়া গিয়াছে। এই সরু সরু ধমনী-গুলিকে কৈশিক ধমনী (Capillary Artery) বলে। কৈশিক ধমনীগুলি হইতে আর এক প্রকার নাড়ী উঠিয়াছে। উহারা ক্রমে মোটা, অবশেষে একটী বৃহৎ নাড়ী (গুঁড়ি) দক্ষিণদিক দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডের মাথা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত নাড়ীগুলিকে শিরা বলে। ধমনীর ভিতর লাল রক্ত ও শিরার ভিতর ময়লা রক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ড দুইটী কোটরে বিভক্ত। উপরের কোটরটীকে অরিকেল (Auricle) ও নীচের কোটরটীকে ভেন্ট্রিকেল (Ventricle) বলে। এই দুইটী কোটরের মাঝে মাংসের দেওয়াল থাকিয়া আবার চারিটী কোটরে বিভক্ত হইয়াছে। প্রতি কোটরের দুদিকে দুটী ছিদ্র আছে; একটী ছিদ্র দিয়া রক্ত ভিতরে প্রবেশ করে, আর অপর ছিদ্রটী দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ড রবরের বলের মত, টিপিয়া সঙ্কুচিত করিলে উহার মধ্যস্থ রক্ত একটী ছিদ্র দিয়া বেগে বাহির হইয়া যায়। আবার ছাড়িয়া দিলে অর্থাৎ ইহা প্রশস্ত হইলে অপর ছিদ্রটী দিয়া রক্ত উহার মধ্যে প্রবেশ করে। এখন কোন জিনিস হৃৎপিণ্ড হইতে বামদিক দিয়া যাত্রা করতঃ সমস্ত শরীর ভ্রমণ করিয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিকে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। যেমন কোন নদী হইতে নৌকাযাত্রা করিলে সমস্ত দেশ ভ্রমণ করতঃ পুনরায় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

রক্ত চলা ফেরার কথা বলিবার আগে ধমনী ও শিরার কথা আর একবার ভাল করিয়া বলি, ধমনী লাল রক্তের বেগবতী নাড়ী, ইহাদের উপর অঙ্গুলী রাখিলে, স্পন্দন বা ধুক্ ধুক্ অনুভব হয়। শিরা ময়লা রক্তের ধীরগামী নাড়ী, ইহাদের উপর অঙ্গুলী রাখিলে স্পন্দন অনুভব হয় না।

বৃহৎ ধমনী (Aorta ধমনী সমূহের গুঁড়ি) হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকেল কোটর হইতে উঠিয়া দুইটী ফেকড়ি হইয়াছে; একটী ফেকড়ি উর্দ্ধে উঠিয়া শাখা প্রশাখায় মস্তকে ও বগল দিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলীর শেষ পর্য্যন্ত গিয়াছে। অপর ফেকড়িটী উদর গহ্বরে নাবিয়া, লিভার, পাকস্থলী, প্লীহা, মূত্র-যন্ত্র প্রভৃতিকে একটী করিয়া শাখা সরবরাহ করিতে করিতে তলপেটে আসি-য়াছে। তলপেটে নাবিয়া দুইটী ফেকড়িতে বিভক্ত হইয়া শাখা প্রশাখায় দুই

পায়ের অঙ্গুলীর শেষ পর্য্যন্ত গিয়াছে। অঙ্গুলীর শেষভাগ হইতে শিরানাম ধারণ করতঃ ফিরিয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া তলপেটে আসিয়াছে, তলপেটে দুই পায়ের দুইটী শিরা মিলিয়া একটী বৃহৎ শিরা হইয়াছে, এই বৃহৎ শিরা মূত্রযন্ত্র, পাকস্থলী, লিভার প্লীহা প্রভৃতি উদর গহ্বরস্থ যন্ত্রাদিকে একটী করিয়া শাখা সরবরাহ করিতে করিতে বক্ষ গহ্বরে গিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অরিকেল কোটরে যুক্ত হইয়াছে। ইহাকে (Superior Venacava) নিম্ন বৃহৎ শিরা বলে। এইরূপ হস্তদ্বয়ের শিরা গলায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে, আর মস্তক হইতে দুইটী শিরা গলার দুপাশ দিয়া নাবিয়া উক্ত হস্তদ্বয়ের শিরায় যুক্ত হইয়াছে, এখন চারিটী শিরা মিলিয়া একটী বৃহৎ শিরা হইয়া গলা হইতে বক্ষে নাবিয়া আসিয়া দক্ষিণ অরিকেল কোটরে যুক্ত হইয়াছে, ইহাকে উর্দ্ধ বৃহৎ শিরা (Superior Venacava) বলে। আর একটী ধমনী দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকেল কোটর হইতে উঠিয়া শাখা প্রশাখায় ফুসফুসে গিয়াছে। তথা হইতেই শিরানাম ধারণ করতঃ এবং ক্রমে একটী শিরা হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বাম অরিকেল কোটরে যুক্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে ফুস্‌ফুসীয় ধমনী ও ফুস্‌ফুসীয় শিরা বলে। এখন শিরা ও ধমনী সমূহের জাল তৈয়ার হইয়া অর্থাৎ জালের মত হইয়া সমস্ত দেহে বিস্তারিত হইল।

প্রত্যেক কৈশিক ধমনীর শেষভাগে শিরা যুক্ত থাকে। এতেই রক্ত চলা-ফেরা করে—ধমনী দিয়া রক্ত চলিয়া যায়, আর শিরা দিয়া রক্ত ফিরিয়া আইসে। শরীরের মধ্যে এমন স্থান নাই যে, সেখানে শিরা ও ধমনী নাই।

হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইতেছে। উহাদের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া (রক্ত চলাফেরা) সমাধা হইতেছে।

বাম ভেণ্ট্রিকেল কোটর যেমন সঙ্কুচিত হইল, অমনি তথা হইতে রক্ত রাশি, বৃহৎ ধমনী (গুড়ি) দিয়া বেগে বাহির হইয়া উহার শাখা প্রশাখা পথ অবলম্বন করতঃ, সমস্ত শরীর ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরিশেষে সমস্ত শরীরে ভ্রমণ বশতঃ ময়লা ও অকর্ম্মণ্য হইয়া শিরাপথে প্রবেশ করিল। এদিকে আহারীয় দ্রব্যের সারাংশ (যাহা হজম হইয়াছে) শোষক শিরা দ্বারা আচুসিত হইয়া শিরার রক্তে মিশ্রিত হইতেছে। উক্ত অকর্ম্মণ্য রক্ত ও আহারীয় দ্রব্যের সারাংশ শিরা পথ বহিয়া গিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অরিকেল কোটরে প্রবেশ

করিল। তথা হইতে দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেল। দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেল কোটর হইতে ফুস্‌ফুসীয় ধমনী দিয়া ফুস্‌ফুসে গিয়া নিশ্বাস বায়ু লাগিয়া পরিষ্কার লাল নূতন রক্ত হইয়া, ফুস্‌ফুসীয় শিরাপথ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া বাম অরিকেল কোটরে প্রবেশ করিল। বাম অরিকেল যেমন সঙ্কুচিত হইল, অমনি বাম ভেন্ট্রিকেল কোটর প্রশস্ত পাইয়া উক্ত রক্তরাশি উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাম ভেন্টিকেল কোটর যেমন সঙ্কুচিত হইল, অমনি রক্তরাশি বৃহৎ ধমনী প্রশস্ত পাইয়া উহার মধ্যে বেগে প্রবেশ করিয়া শাখা প্রশাখা দিয়া সমস্ত শরীরে দৌড়াইতে লাগিল। ডান অরিকেল মধ্যে শিরার রক্ত প্রবেশ করে, আর সঙ্কুচিত হইলে উহা হইতে রক্ত বাহির হইয়া, ডান ভেন্ট্রিকেলে প্রবেশ করে, কিন্তু এমন ভাবে সঙ্কুচিত হয় যে, রক্ত পেচু হটিয়া পুনরায় শিরার মধ্যে না আসিতে পারে। এই প্রকারে রক্ত চলা ফেরা করিতেছে।

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তরাশি কি করিতেছে? একদিক দিয়া উহার একটি কোটরে রক্তরাশি প্রবেশ করিতেছে আর অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া অপর একটী কোটরে প্রবেশ করিতেছে।

নূতন ও পরিষ্কার রক্তরাশি হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনী পথে তাড়িত হইতেছে। সমস্ত ধমনী পথ বেড়াইয়া রক্তরাশি শিরাপথ বাহিয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডে অপরদিক দিয়া প্রবেশ করিতেছে। ইহাকে রক্ত চলা ফেবা বা রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বলে (Circulation of blood). হৃৎপিণ্ডের কোটর মধ্যে এক মুখ দিয়া নূতন রক্তরাশি বেগে প্রবেশ করিবামাত্র অপর মুখটি সঙ্কুচিত হইয়া বন্ধ থাকাতে, উক্ত রক্তরাশি ধাক্কা খাইয়া লাফাইয়া উঠে। ইহাতেই ধুক্ ধুক্ বা লব্‌ডপ্ শব্দ হয়। ধমনী মধ্যে রক্ত প্রবেশ করিবার সময় হৃৎপিণ্ডে এই প্রকার শব্দ হয়। প্রতি ধুক্ ধুক্ শব্দে উক্ত রক্তরাশি বেগে ধমনী মধ্যে তাড়িত হইতেছে। ধমনী রবরের নলের মত স্থিতিস্থাপক, আয়তনে বাড়ান বা কমান যায়। এজন্য রক্তরাশি উহার মধ্যে তাড়িত হইবামাত্র, উহা ও উহার শাখা প্রশাখা স্ফীত হয় বা ফুলিয়া উঠে। কেননা সরু ও মোটা সকল ধমনীর মধ্যেই সর্ব্বদাই রক্ত পরিপূর্ণ থাকে, আবার অনবরতই নূতন রক্তরাশি হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনী মধ্যে তাড়িত হইতেছে। প্রতিবারের তাড়িত নূতন রক্তরাশি স্থান অভাবহেতু (অর্থাৎ পুরান রক্ত দ্বারা পূর্ণ থাকাতে) ধমনীগুলিকে আয়তনে বৃদ্ধি করিয়া দৌড়াইতেছে। ধমনীর আয়তন বৃদ্ধি হওয়াকে নাড়ী বলে, নাড়ীর স্ফীততাও বলে, নাড়ী চলাও বলে আর নাড়ী পড়াও বলে,

নাড়ীর স্পন্দন ও নাড়ীর গতিও বলে, আর ধমনীকে নাড়ী বলে। আর নাড়ী দেখা হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানা মাত্র। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল, কি বলবান; ধমনী মধ্যে রক্ত কম তাড়িত হইতেছে, কি বেশী তড়িত হইতেছে, তাড়াতাড়ি কি ধীরে ধীরে, কি স্বাভাবিক মত তাড়িত হইতেছে। রক্ত ধমনী মধ্যে কম তাড়িত হইলে, নাড়ীর দুর্ব্বলতা অনুভব হয়, আর রক্তে বেশী তাড়িত হইলে, নাড়ী বলবতী অনুভব হয়। নাড়ী দুর্ব্বল বলিলে, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল, আর নাড়ী বলবতী বলিলে হৃৎপিণ্ড বলবান বুঝায়। রক্ত স্বাভাবিক অপেক্ষা তাড়াতাড়ি তাড়িত হইলে নাড়ীতে বেগ বা নাড়ী চঞ্চল হওয়া বলে। আর স্বাভাবিক অপেক্ষা কম তাড়িত হইলে সান্নিপাতিক বিকার বলে।

হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী নাড়ীগুলি (ধমনী) দূরবর্ত্তী নাড়ী অপেক্ষা বেশী স্পন্দিত হয়, আর যতই দূরবর্ত্তী হয়, ততই উহাদের স্পন্দন কম হয়। শিরাগুলি ধমনীগুলির (কৈশিক ধমনী) শেষে থেকে আরম্ভ হইয়াছে। হৃৎপিণ্ড হইতে শিরাগুলি ধমনী অপেক্ষা অনেক দূরে থাকে বলিয়া উহাদের রক্ত বেগে চলে না এবং ধমনীর মত স্পন্দিতও হয় না। উহাদের মধ্যস্থ রক্ত ধীরে ধীরে যায়।

ধমনীর মধ্যে নূতন পরিষ্কার রক্ত অনবরত বেগে ছুটিতেছে, এজন্য কোন একটি ধমনী কাটিয়া গেলে, পরিষ্কার লাল রক্ত বেগে ছুটিতে থাকে। আর শিরা মধ্যে অকর্ম্মণ্য ময়লা রক্ত ধীরে ধীরে বহিয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া যাইতেছে, এজন্য কোন একটী শিরা কাটিয়া গেলে, কাল রক্ত গড়াইয়া বাহির হয়। লিভার রক্ত হইতে পিত্ত তৈয়ার করিতেছে। মূত্রযন্ত্র (Kidney) রক্ত হইতে মূত্র তৈয়ার করিতেছে। গাল ও গলার বীচি রক্ত হইতে লালা তৈয়ার করিতেছে, এই প্রকার শরীরস্থ যন্ত্রগুলি ধমনী হইতে নূতন রক্ত গ্রহণ করিতেছে ও পুরাতন অকর্ম্মণ্য রক্ত শিরা দ্বারা ফেরৎ দিতেছে। এই ফেরৎ রক্ত ও আহারীয় দ্রব্যের সারাংশ যাহা শিরা দ্বারা আচুসিত হইয়া শিরা বহিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অরিকেল কোটরে, তথা হইতে দক্ষিণ ভেণ্টি্রকেল কোটরে এবং তথা হইতে ফুস্‌ফুসীয় ধমনী দিয়া ফুস্‌ফুসে যায়, এখানে নিশ্বাস বায়ু লাগিয়া পরিষ্কার নূতন লাল রক্ত হয় এবং শিরাপথ দিয়া ঘুরিয়া হৃৎপিণ্ডের বাম অরিকেল কোটরে প্রবেশ করে, তথা হইতে বাম ভেণ্টি্রকেল, বাম ভেণ্টি্রকেল কোটর হইতে ধমনীর মধ্য দিয়া তাড়িত হয়।

নিশ্বাস বায়ু কি

নিশ্বাস বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস আছে। অক্সিজেন বায়ু দ্বারা রক্ত পরিষ্কার বা নূতন রক্ত হয়। এই রক্ত দেহের প্রত্যেক অংশকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কোন স্থানে এ রক্ত না থাকিলে সেই স্থান পচিয়া ঘা হয়, হাড়ে রক্ত না গেলে হাড়ও নষ্ট হয় ও খসিয়া পড়ে। বাহুতে দড়ি বন্ধন দ্বারা অধিকক্ষণ রক্ত চলা বন্ধ করিলে, উহার নিম্নাঙ্গ পচিতে আরম্ভ হইবে। বাত-শ্লেষ্মাদি রোগে রোগী অধিকদিন বিছানায় পড়িয়া থাকে, এবং দুর্ব্বলতা হেতু রোগী এক পার্শ্বেই পড়িয়া থাকে, সেই পার্শ্বে রক্ত চলার ব্যাঘাত হয়, এই জন্যই সেই পার্শ্বে ঘা হয়,-এই ঘাকে বেডসোর বা শয্যাক্ষত বলে। ইহা প্রায় পিঠে হয়, রোগীকে মধ্যে মধ্যে পাশ ফেরাইয়া দিলে এ রকম অবস্থা ঘটে না।

হৃৎপিণ্ড বাঁ মাইয়ের দিকে হেলিয়া অবস্থিতি করিতেছে। উহার মাথা হইতে ধমনী উঠিয়াছে এবং শিরা আসিয়া মাথা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

যেমন হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, তেমনি ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, নিশ্বাসবায়ু দ্বারা নূতন রক্ত তৈয়ার হইয়া হৃৎপিণ্ডের বাম কোটরে আইসে, তথা হইতে ধমনীমণ্ডল, ধমনীমণ্ডল হইতে, শিরামণ্ডল. তথা হইতে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ কোটরে ফিরিয়া যায়। এই ফেরৎ রক্ত ফুস্‌ফুসে যাইয়া পরিষ্কার লাল রক্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডের বাম কোটরে ফিরিয়া আইসে।

কেশের (চুলের) মত সরু সরু নাড়ী একদিক ধমনীর সঙ্গে আর অপরদিক শিরার সঙ্গে যোগ করা, এই সরু সরু নাড়ীগুলিকে কৈশিক ধমনী বলে। এই কৈশিক ধমনী সহযোগে রক্ত ধমনী হইতে শিরাতে যায় অর্থাৎ ধমনীর রক্ত কৈশিক ধমনী দিয়া যাইয়া শিরার মধ্যে প্রবেশ করে।

কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস।—অক্সিজেন বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত ও নূতন রক্ত শরীরের মধ্যে যাইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু ক্রমে রক্তের অক্সিজেন কম ও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বৃদ্ধি হওয়াতে উক্ত রক্ত ময়লা ও অকর্ম্মণ্য হইল। গল চাপিয়া বা নাক মুখ বন্ধ করিয়া শরীরের মধ্যে অক্সিজেন বায়ুর যাওয়া ও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বাহির হওয়া বন্ধ করিলে, কেবল কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস জমিয়া মৃত্যু হয়। আমরা নিশ্বাস দ্বারা অক্সিজেন বায়ু, শরীর

মধ্যে গ্রহণ করি ও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বাহির করিয়া দিই। নিশ্বাস দ্বারা ত্যজ্য বায়ু বিষাক্ত বলিয়া গায়ে লাগা ভাল নয় বলে, অগ্নিতে এই বিষাক্ত বায়ু জমে, এজন্য ঘরের মধ্যে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অগ্নি রাখা ভাল নয়। ঘরের মধ্যে নূতন বাতাস ঢুকিতে দেওয়া উচিত। ছোট ঘরের মধ্যে জানালা দরজা বন্ধ করিয়া অধিক লোক থাকিলে তাঁহারা হাঁপাইয়া মরিবে, কেননা উক্ত ঘরের মধ্যে নূতন বাতাস প্রবেশ করিল না; আর নিশ্বাস দ্বারা বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া ঘরের মধ্যে জমিতে লাগিল, উক্ত ব্যক্তিগণ পুনরায় নিশ্বাস দ্বারা বিষাক্ত বায়ু শরীরের মধ্যে গ্রহণ করিতে লাগিল।

রোগীর ঘরে জানালা খুলিয়া বাতাস যাইতে দিবে, তবে যে দিকে রোগী থাকিবে, তাহার বিপরীত দিকের জানালা খুলিবে; যেন সোজাসুজি বাতাস গায়ে না লাগে, ঘরের মধ্যে বাতাস যাওয়া কোন রকমে বন্ধ করিবে না। আর জানালা দরজা বন্ধ করিয়া রোগীর ঘরে আগুন রাখিবে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রক্ত সদাই ধমনীর মধ্যে থাকে, আবার অনবরত নূতন রক্ত উহাতে যোগ হইতেছে। ধমনী পূর্ব্বকার রক্তে পরিপূর্ণ আছে বলিয়া হৃৎপিণ্ড হইতে নূতন তাড়িত রক্ত ধমনীকে আয়তনে বৃদ্ধি করিয়া ছুটিতেছে। কেননা ধমনী রবরের নলের মত স্থিতিস্থাপক।

হৃৎপিণ্ড হইতে তাড়িত নূতন রক্তরাশি দ্বারা ধমনীকে আয়তনে বৃদ্ধি করিয়া চলাকে ধমনী বা নাড়ীর স্ফীততা বলে, নাড়ী চলাও বলে, নাড়ী পড়াও বলে, আর নাড়ীর গতিও বলে, আর নাড়ীর স্পন্দনও বলে। আর নাড়ী দেখা হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানা মাত্র।

যে সব জায়গায় নাড়ীর মাংস চাপা, সেই সব জায়গায় নাড়ী অনুভব হয় না বা অঙ্গুলি দ্বারা জোরে চাপিলে ঈষৎ অনুভব হইবে। যে জায়গায় নাড়ী পড়িতেছে, সেই জায়গায় নাড়ী দেখা যায়, তবে বৃদ্ধ অঙ্গুলীর নীচে হাতের কব্জিতেই নাড়ী দেখা সুবিধা। হৃৎপিণ্ড হইতে তাড়িত রক্ত হাতের কব্জিতে আসিতে এক মুহূর্ত্তও লাগে না।

সহজ লোকের নাড়ী প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার পড়ে। কাহার ৭৫, কাহার ৮০, কাহার ৭২, কাহার ৭০ এবং কাহার ৬০ বার পাড়ে, মোট ৭২ বার পড়ে ধরিয়া রাখ।

সহজ লোকের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার পড়ে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ১৮ বার পড়ে।

সহজ গায়ের তাপ ৯৮৷২ (সাড়ে আটানব্বই) ডিগ্রি, বয়সানুসারে তারতম্য হয় যথা—

১ বৎসর	বয়ঃক্রম	পর্য্যন্ত প্রায়	১৩০ হইতে ১৪০ বার নাড়ী পড়ে।
২ হইতে ৫ বৎসর		„	১১০ „
৬ „ ১৫		„	৯০ হইতে ৯২ বার নাড়ী পড়ে।
১৬ „ ৫০		„	৭৫ „ ৮০ „
বৃদ্ধের	...	...	৭০ বার নাড়ী পড়ে।

স্বাভাবিক নাড়ী পড়া অপেক্ষা ২০ বার কম হইলে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা খারাপ হইতেছে বুঝায়।

সুস্থ নাড়ী ও নিশ্বাস ধীরে ধীরে পড়ে, অসুস্থ অবস্থায় তাড়াতাড়ি পড়ে, নাড়ী পড়া স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী হইলে নাড়ীতে বেগ বা নাড়ী চঞ্চল বলে। উক্ত নাড়ী গরম হইলে জ্বর হইয়াছে জানিবে। জ্বর হইলে গায়ের তাপে বাড়ে, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ে ও গরম হয়।

নাড়ী দেখা বহুদর্শীতার কাজ।

এ জন্য সর্ব্বদা সুস্থ ও অসুস্থ উভয় নাড়ীই দেখিবে। যেমন গায়ে সর্ব্বদা হাত দেওয়া অভ্যাস থাকিলে মূর্খলোকেও গায়ের তাপআটকাল করিতে পারে। তেমনি নড়ীতে সর্ব্বদা অঙ্গুলী রাখা অভ্যাস থাকিলে মুর্খ লোকেও নাড়ীর বেগ আট্‌কাল করিতে পারে। নাড়ীর অবস্থা খারাপ কি ভাল, তাহা অনুভব করা বহুদর্শীতার কাজ; অভ্যাস বশতঃ মোটামুটি নাড়ীজ্ঞান মূর্খলোকেরও হইতে পারে, কিন্তু সুক্ষ্মরূপ নাড়ীজ্ঞান করিতে হইলে আমার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাগুলি পাঠ ও সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ ও অসুস্থ লোকের নাড়ী দেখা চাই।

কোন্ সময়ে নাড়ী দেখা ঠিক হয় না?—অঙ্গুলী দ্বারা নাড়ী জোরে চাপিলে, হাঁটিয়া আসিলে,পরিশ্রমের পর,ডাক্তার রোগীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র বা অন্য কোন কারণে মন উদ্বিগ্ন হইলে বা ভয় পাইলে, আর আহারের ও নিদ্রার সময় বা পরে নাড়ী দেখিবে না, কথাবার্ত্তায় ক্ষণেক বিলম্ব করিয়া রোগীর মন ও রোগী স্থির হইলে পর নাড়ী দেখিবে।

দুইবার নাড়ী পড়ার মধ্যবর্ত্তী সময়কে নাড়ী পড়ার মধ্যবর্ত্তী কাল বলে। ঐ মধ্যবর্ত্তী কাল বরাবর সমান থাকিলে, তাল্ ঠিক নাড়ী বা সু-নাড়ী বলা যায় (Regular pulse)। আর মধ্যবর্ত্তী কাল অসমান অর্থাৎ প্রথম

মধ্যবর্ত্তীকাল লম্বা, দ্বিতীয় খাট, তৃতীয় তার চেয়ে খাট, আর বরাবর সমান যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে ফাঁক পড়ে, এ রকম নাড়ীকে বেতালা নাড়ী বলে (Irregular pulse)। প্রথম ও দ্বিতীয় মধ্যকাল সমান, তৃতীয় ফাঁক, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সমান, চতুর্থ ফাঁক, প্রথম হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত সমান, ষষ্ঠ ফাঁক, অনেকক্ষণ সমান যাইতে যাইতে একবার ফাঁক পড়িলে অথবা মধ্যে মধ্যে ফাঁক পড়ে, এ রকম নাড়ীকেও বেতালা নাড়ী বলে (Intermittent pulse)। নাড়ীর উপর আস্তে আস্তে অঙ্গুলী রাখিবে, কেননা জোরে চাপিলে রক্ত চলার ব্যাঘাত হইবে, নাড়ী দেখা ঠিক হইবে না। আস্তে আস্তে অঙ্গুলী রাখিলে নাড়ী ঠাণ্ডা, কি গরম, ধীর কি দ্রুত, তালা কি বেতালা ইত্যাদি মালুম হইবে। নাড়ী দেখা হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানামাত্র, উহা বলবান কি দুর্ব্বল, তাড়াতাড়ি কি ধীরে ধীরে রক্ত চালাইতেছে বা স্বাভাবিকভাবে চালাইতেছে, রক্ত চালাইবার ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস হইতেছে, কি রক্ত চালান বন্ধ করিবে অর্থাৎ রোগীর মৃত্যু হইবে। হাতের কব্জি পর্য্যন্ত রক্ত আসিয়া না পৌঁছিলে রক্ত চলা ক্রমে বন্ধ হওয়ার একটী চিহ্ন।

হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তরাশি স্বাভাবিক অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র ধমনীর (নাড়ীর) মধ্যে তাড়িত হইলে অর্থাৎ নাড়ী স্বাভাবিক অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র পড়িলে নাড়ী চঞ্চল বা নাড়ীতে বেগ হওয়া বলে। হৃৎপিণ্ড তাড়াতাড়ি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইলে ফুস্‌ফুস্‌ও তাড়াতাড়ি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় বলিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাসও ঘন ঘন হয়। বলবতী নাড়ী মোটা ও দুর্ব্বল নাড়ী সরু। শরীরস্থ যন্ত্রের ক্রিয়ার ক্ষণিক ব্যতিক্রম হইলেও নাড়ী বেতালা হয়।

ভাল নাড়ী।—নাড়ী দুর্ব্বল হইলেও যদি তালে ঠিক থাকে, সে নাড়ী ভাল। রোগী ও নাড়ীর অবস্থা সমান থাকিলে অর্থাৎ রোগীর যেমন বল, নাড়ীর তেমনি বল। রোগী যেমন দুর্ব্বল, নাড়ীও তেমনি দুর্ব্বল, এ নাড়ী ভাল।

মন্দনাড়ী বা মৃত্যুনাড়ী।—রোগীর চেয়ে নাড়ীর বল বেশী, কি রোগীর চেয়ে নাড়ীর বল কম অর্থাৎ রোগী দুর্ব্বল, নাড়ী বলবতী বা মোটা, কি রোগী বলবান, নাড়ী ক্ষীণ বা সরু, এ নাড়ী প্রায় এক সপ্তাহ মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। যথা—ক্ষীণে বলবতা নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।

নাড়ী মোটাভাব চলিতে চলিতে ক্রমে ক্ষীণ স্থতার মত সরু হইয়া মিলিয়া যাইতেছে, ক্ষণেক পরে আবার মোটা হইয়া চলিতে লাগিল, আবার সরু হইয়া

মিলাইতেছে ; এ নাড়ী ৩।৪ ঘণ্টার বেশী থাকে না অর্থাৎ রোগীর মরিতে ৩।৪ ঘণ্টা লাগে, নাড়ী হাতের কব্জি ছাড়িয়া বগলের নিকট গেলে—রক্ত কব্জি পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতেছে না—বুঝায়। ইহাতে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বড়ই মন্দ বুঝায়।

নাড়ী একবার তর্জ্জনী ছাড়িতেছে, আবার পরক্ষণেই আসিতেছে, তর্জ্জনী ছাড়ে না অথচ সরুমোটা হইতেছে, মোটা হইয়া চলিতে চলিতে ক্রমে সরু হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে বা সরু হইয়া চলিতে চলিতে মোটা হইয়া চলিতেছে, অথবা সরু হইয়া চলিতে চলিতে ক্রমে মিলাইয়া গিয়া আবার মোটা ও ক্রমে সরু হইতেছে, এ রকম নাড়ী ২।৩ ঘণ্টা মধ্যে যাইবে।

নাড়ীর উক্ত অবস্থায় বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা ঘাম ও ঘন ঘন নিশ্বাসপ্রশ্বাস আসন্ন মৃত্যুকালের চিহ্ন।

পিত্তনাড়ী উপরদিকে জোরে (মোটাভাবে) ঠোকোর দিতে দিতে চলে ; এ রকম পিত্তাধিকের নাড়ী, এ রকম নাড়ী গরম ও বেগবতী হইলে পৈত্তিক জ্বর বলে। পৈত্তিক জ্বর বৈকালে বা সন্ধ্যায় উদয় হয় বা বাড়ে। লক্ষণ।—গা জ্বালা, হাত পা বা চোক জ্বালা, পিত্তবমন বা বমনেচ্ছা, (Belius fever)। বায়ুর নাড়ী সর্পের গতির মত এঁকে-বেঁকে চলে। এ রকম নাড়ী গরম ও বেগবতী হইলে বাত জ্বর বা বাতিকের জ্বর বলে। লক্ষণ।—সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। কফের নাড়ী মন্দগতিতে চলে (Dull)। আর গরম হইলে সর্দ্দির বা কফজ্বর বলে। লক্ষ ;—সর্দ্দি, কাশি।

মিশ্রিত নাড়ী।—পিত্ত ও শ্লেষ্মায় নাড়ী একত্রে মিশাইয়া চলিলে পিত্তশ্লেষ্মা, উহার সহিত জ্বর থাকিলে পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর বলে (Remittent fever)। এ জ্বরের ১২।১৪ দিন ভোগ। বিকার বা নিউমনিয়াদি উপসর্গ থাকিলে ২১ হইতে ৪১ দিন ভোগ। এইরূপ বাতশ্লেষ্মার জ্বর (Remittent fever)। বাতপৈত্তিক জ্বরের ৮ হইতে ১২ দিন ভোগ। যাহাদের পিত্ত স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী, তাহাদিগকে পিত্তপ্রধান ধাতু বলে। এইরূপ বায়ুপ্রধান ধাতু।—এ ধাতুর লোক সহজেই ভয় পায়, আর মূর্চ্ছা যায়। কফপ্রধান ধাতু—ইহাদের সর্ব্বদাই সর্দ্দি কাশি হয়, এবং রক্তপ্রধান ধাতু—চঞ্চল, ইহারা আস্তে আস্তে চলে না, লাফাইয়া লাফাইয়া চলে।

গায়ের তাপ কি ?

চামড়া দুই থাক। উপরের থাক্‌কে ইপিডার্মিজ ও নীচের থাক্‌কে ডার্ম্মিজ বলে। চর্ম্মোপরি অসংখ্য অসংখ্য ছিদ্র আছে, এই ছিদ্রকে লোমকূপ বলে। প্রতি লোমকূপ হইতে একটী করিয়া সরু নল নাবিয়া ডার্ম্মিজে আসিয়া একটি গাঁইটের মত হইয়াছে। এই গাঁইটের মুখবন্ধ, এই গাঁইটকে ঘর্ম্মনিঃসারক গ্রন্থি (Sweat gland) বলে। যেমন মূত্রগ্রন্থি—রক্ত হইতে মূত্র তৈয়ার করে, তেমনি ঘর্ম্মনিঃসারক গ্রন্থি—রক্ত হইতে ঘর্ম্ম তৈয়ার বা উৎপন্ন করে। দুদিককার কঁ্যাকালে দুটী শিমবীচির মত গুল্লি শিরঃদাঁড়ার গায়ে অবস্থিতি করে, ইহাদিগকেই মূত্রগ্রন্থি (Kidney) বলে। মূত্র তৈয়ার হইয়া নলদ্বারা গড়াইয়া আসিয়া মূত্রস্থলিতে জমা হয়। ঘর্ম্ম ও মূত্র একই জিনিষ। ইহাতে ইউরিক এসিড নামক বিষাক্ত পদার্থ থাকে ; এজন্য মূত্রগ্রন্থির পীড়া বশতঃ অধিকক্ষণ প্রস্রাব তৈয়ার করা বন্ধ থাকিলে, উরিক এসিড রক্তে জমিতে থাকে ও মগজে যাইয়া মগজকে বিকৃত করে, আর মূত্রস্থলীতে অধিকক্ষণ মূত্র জমিয়া থাকিলেও উক্ত বিষাক্ত দ্রব্য পুনঃশোষিত হইয়া ঐরূপে মগজকে বিকৃতি করে। এইপ্রকার মগজের বিকৃতি অবস্থাকে ইউরিমিয়া বিকার বলে। ইহার লক্ষণ—মৃগীর মত খেঁচুনি ও অচৈতন্যবৎ নিদ্রা, কখন কখন ভুল বকাও (Delireum) থাকিতে পারে।

গায়ের তাপ ঘর্ম্মদ্বারা আচুসিত হইয়া উড়িয়া যায় ঘর্ম্ম হইলে গা ঠাণ্ডা হয়। এজন্য জ্বরে এলোপ্যাথিক মতে গায়ের তাপ কমাইবার জন্য ঘর্ম্ম-কারক ও সুমূত্রকারক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। যথা—লাইকার এমনি এসিট্রেটিস্ স্পিরিট ইথর নাইট্রাস ইত্যাদি হোমিওপ্যাথি মতে একোনাইট বেশ ঘর্ম্ম-কারক। এজন্য ঘর্ম্মশূন্য প্রদাহিক জ্বরে, একোনাইট অমোঘ।

হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তরাশি স্বাভাবিক অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র ধমনীর মধ্যে (নাড়ীর মধ্যে) তাড়িত হইলে,নাড়িতে বেগ হয় এবং চর্ম্মদিকে বেশী রক্ত যাইলে গায়ের উত্তাপও বেশী হয়। তবেই চর্ম্মের দিকে বেশী রক্ত যাতায়াত করিলেই গায়ের তাপ বাড়ে, তাপ বাড়িলেই ঘর্ম্ম হইয়া তাপ স্বাভাবিক হয় অর্থাৎ বাড়্‌তি তাপ ঘর্ম্মের সহিত উড়িয়া যায়, কিন্তু অতিরিক্ত তাপ হইলে, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কমিয়া যায়, ইহাকে কালঘাম বলে। তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হইলে কোলাপ্স বা হিমাঙ্গাবস্থা বলে। আর চর্ম্মের

দিকে রক্ত বেশী না যাইয়া যদি শরীরের ভিতরের দিকে বেশী যায়, তাহা হইলেই মূত্র বেশী হয়।

গ্রীষ্মকালে বা পরিশ্রম করিলে চর্ম্মের দিকে রক্ত বেশী যায়, এজন্য শরীর গরম হয়, তাপ স্বাভাবিক হইবার জন্য ঘামও হইতে থাকে। শীতকালে বা বর্ষা কালে রক্ত চর্ম্মের দিকে কম যাতায়াত ও শরীরের ভিতর দিকে বেশী যাতায়াত করে, এজন্য শীত ও বর্ষাকালে ঘর্ম্ম না হইয়া কেবল প্রস্রাবই বেশী হয়। তবেই গরমের সময় চর্ম্মের দিকে নাড়ীগুলি প্রশস্ত ও ঠাণ্ডার সময় অপ্রশস্ত থাকে। নাড়ীগুলি প্রশস্ত থাকিলে চর্ম্মের দিকে রক্ত বেশী ও অপ্রশস্ত থাকিলে কম যাতায়াত করে।

সহজ লোকের গায়ের তাপ ৯৮·২ ডিগ্রী, (সাড়ে আটানব্বই ডিগ্রী), উহা অপেক্ষা কাহার কিঞ্চিৎ কম, কাহারও কিঞ্চিৎ বেশী। স্বভাবতঃ ছেলেদের কিছু বেশী ও বুড়োদের কিছু কম হইয়া থাকে। থার্ম্মোমেটারকে "তাপমানযন্ত্র বা গায়ের তাপ মাপা কল" বলে। ইহা পারদযুক্ত শাদা অংশটুকু বগলে, মুখে বা গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া পাঁচ মিনিটকাল রাখিতে হয়। সবচেয়ে মানুষের বগলে রাখাই সুবিধা। উক্ত যন্ত্রের বোঁটাটী বগলের ভিতর অন্ততঃ তিন মিনিটও রাখা চাই।

উক্ত স্বাভাবিক দাগের উপর পারদ যতই উঠিবে, ততই জ্বরের প্রকোপ জানিবে। তাপ এক ডিগ্রী বেশী উঠিলে নাড়ী প্রতি মিনিটে ১০ বার বেশী পড়ে।

৯৯ হইতে ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিলে সামান্য জ্বর। ১০১ হইতে ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত মাঝামাঝি জ্বর অর্থাৎ ভারীও নয়, আর সামান্যও নয়। ১০৪ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ভারী জ্বর, ১০৫ হইতে ১০৬ পর্য্যন্ত ভয়ানক জ্বর, ১০৭ ডিগ্রী উঠিলে সাংঘাতিক জ্বর। ১০৮ দাগে পারা উঠিলে আসন্ন মৃত্যুকাল উপস্থিত। কেননা, তাপ অতিরিক্ত উঠিলে অতিরিক্ত নামিবে অর্থাৎ স্বাভাবিক অপেক্ষা নীচে নামিবে ও হিমাঙ্গাবস্থায় রোগীর মৃত্যু হইবে।

৯৭ ডিগ্রীর নীচে পারা নাবিলেও ভয়, আর ১০৫ ডিগ্রির উপর উঠিলেও ভয়। কলেরার হিমাঙ্গাবস্থায় ৯৭ হইতে প্রায় ৯০ পর্য্যন্তও নামে।

গায়ের তাপ এক ডিগ্রী কমিলে প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০ বার কম এবং তাপ ১ ডিগ্রী বাড়িলে, প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০ বার বেশী পড়ে। গায়ের তাপ দেখিয়া নাড়ীর অবস্থা ঠিক বুঝা যায় না।

জ্বর কি ?

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়। শরীর অত্যন্ত গরম হওয়ার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা বা ঠাণ্ডা করা, হিম বা ঠাণ্ডা লাগা, জলে ভিজা, ভিজা কাপড় পরিধান করা ; অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, পড়িয়া যাওয়া বা আঘাত লাগা, আহারের অনিয়ম এবং ম্যালেরিয়া বিষ*নিশ্বাস দ্বারা শরীরে প্রবেশ করা প্রভৃতি কারণে শরীরস্থ কল কব্জাদি যন্ত্রগুলি উত্তেজিত হওয়াতে তাহাদের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে ; যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রমই জ্বরাদির রোগের কারণ। যথা—রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে—স্বাভাবিক অপেক্ষা নাড়ী দ্রুত ও উষ্ণ হয়। নাড়ীর দ্রুততা বা বেগ ও উষ্ণতাকেই জ্বর বলে।

নিঃস্রবের ব্যতিক্রম।—গাত্র শুষ্ক, ঘাম প্রায় হয় না বা অল্প হয়। মুখ শুষ্ক, লালা বা থুতু প্রায় থাকে না বা অল্প থাকে, মূত্র লাল ও অল্প হয় (কখন কখন বন্ধ হয়), কোষ্ঠবদ্ধ, কখন মল কঠিন হয় কখন উদরাময়।

শ্লেষ্মা নিঃসরণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রম।—সর্দ্দি, কাশি, ইত্যাদি।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যতিক্রম।—স্বাভাবিক অপেক্ষা নিশ্বাস দ্রুত বা ঘন ঘন হয়।

মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম।—শিরঃপীড়া বা মাথা বেদনা, ভুল বকা ইত্যাদি।

স্নায়ুর ক্রিয়া ব্যতিক্রম।—গায়ে ব্যথা, বা জ্বালা, অস্থিরতা, কম্প, খেচুনি, দড়্‌কা ইত্যাদি।

জ্বর নানাপ্রকার যথা—সর্দ্দি জ্বর, সামান্য এক জ্বর, সান্নিপাতিক বিকার জ্বর, আতিসারিক বিকার জ্বর, সবিরাম জ্বর এবং স্বল্পবিরাম জ্বর। সবিরাম ও স্বল্পবিরাম, এই দুই রকম জ্বরই সর্ব্বপ্রধান, কেননা প্রায় সকল রকম জ্বরের প্রকৃতি এই দুই রকম হইয়া থাকে। এ দু রকম জ্বর আসল রোগও হয়, আবার অন্যান্য রোগের উপসর্গও হয়। যথা—হাম জ্বর, বসন্ত জ্বর, কফ জ্বর, পিত্ত জ্বর, বাত জ্বর, বিসর্প জ্বর, কাশ জ্বর, জ্বরাতিসার ইত্যাদি।

---

* কোন দ্রব্য জলে থাকিয়া পচিলে, সেই জল শুষ্ক হইবার সময় যে বাষ্প উত্থিত হয়, সেই বাষ্পকে ম্যালেরিয়া বিষ বলে।

সবিরাম জ্বর ও স্বল্পবিরাম জ্বর যেমন অন্য রোগের উপসর্গ হয়, অন্য রোগও তেমনই জ্বরের উপসর্গ হইয়া থাকে। যথা—সর্দ্দি, কাশি, দড়্কা, পক্ষাঘাত, নিউমনিয়া, প্লুরিসি, অতিসার, বিকার ইত্যাদি।

সবিরাম জ্বরকে পালাজ্বর বলে, আর বিষমজ্বরও বলে, ম্যালেরিয়া জ্বরও বলে, ইংরাজিতে ইন্টারমিট্যাণ্ট ফিভার বলে। এ জ্বরে জ্বরকালে গাত্রের তাপ বৃদ্ধি হয় ও পিপাসা, শিরঃপীড়াদি যন্ত্রণা হইতে থাকে; আর বিরামকালে সহজ লোকের মত গা ঠাণ্ডা হয়, আর রোগীর কোন কষ্ট থাকে না, কিন্তু জ্বর আবার আইসে ও রোগী কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। এ জ্বর প্রাত্যহ একবার, কখন দুইবার আসে, কাহার কাহার ১।২।৩।৪ দিন অন্তর আসে, কাহার সপ্তাহ, কাহার বাৎসরিক অন্তর আসে। এ জ্বরের তিনটী অবস্থা—(১) শীতাবস্থা, (২) উষ্ণাবস্থা, (৩) ঘর্ম্মাবস্থা।

শীতলাবস্থায় কম্প বা শীত হইয়া জ্বর আসে, কখন কখন শীতের পরিবর্ত্তে মূর্চ্ছা বা খেচুনি হয়, কখন বা হাত পায়ে খিল ধরিতে থাকে, ছেলেদের দড়্কা হয়। কাহার কাহার শীত না হইয়া একবারে গায়ের তাপ বাড়ে।

উষ্ণাবস্থা—গায়ের তাপ বৃদ্ধি হয়, পিপাসায়, শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়; গায়ের তাপ অতিরিক্ত হইলে কখন কখন রোগীর খেচুনি হয় এবং ছেলেদের দড়্কা হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা—খুব ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায় ও রোগী পূর্ব্বমত সুস্থ হয়। কাহার কাহার ঘর্ম্ম না হইয়া ক্রমে ক্রমে গা ঠাণ্ডা হয় (অর্থাৎ অদৃশ্য ঘর্ম্ম হইয়া তাপ উড়িয়া যায়) স্বল্পবিরাম জ্বরকে একজ্বরও বলে, ইংরাজিতে রেমিটেণ্ট ফিবার বলে। এ জ্বরও ম্যালেরিয়া দোষে হয়, সামান্য একজ্বরে ম্যালেরিয়া দোষ থাকে না। কম্প বা শীত হইয়া জ্বর আসে বা শীত না হইয়া ক্রমে ক্রমে গায়ের তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে, কয়েক ঘণ্টা তাপ বৃদ্ধি হয়, তারপর জ্বর কয়েক ঘণ্টার জন্য কিয়ৎপরিমাণে বিরাম হয় অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কম পড়ে কিন্তু আবার পূর্ব্বমত তাপ বাড়িতে থাকে। তবেই এ জ্বর একাবারে ছাড়েনা, কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ কম পড়ে,এ জ্বর সচরাচর প্রাতে কম ও বৈকালে বৃদ্ধি হয়। অনেক সময় এ জ্বরের কম বেশী (বিরামকাল) সাধারণ লোকে মালুম করিতে পারে না।

একজ্বর বলিলে জ্বরের বিরাম নাই অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টাই সমান জ্বর থাকে বুঝায়, কিন্তু জ্বরের বিরামকাল অবশ্যই আছে, সে বিরামে গায়ের তাপ একটু কমে, নাড়ীর বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়, আর কষ্টেরও কিঞ্চিৎ লাঘব হয়; কিন্তু

স্বল্পবিরাম জ্বর সবিরাম জ্বরের মত একেবারে ছাড়ে না। শীত হইয়া গায়ের তাপ বাড়িতে থাকে, কাহার কাহার শীত না হইয়া ক্রমে ক্রমে গা গরম হইয়া উঠে। অল্পমাত্র ঘাম হইয়া তাপ কমিতে পারে কিন্তু জ্বর একবারে ছাড়ে না, ঘাম শুকাইলে আবার তাপ অনুভব হয়; এ জ্বর সামান্য হইলে অষ্টাহ (৮ দিন) মধ্যে সারে' ভারি হইলে ১২।১৪ দিন লাগে, আর ভয়ানক কঠিন হইলে অর্থাৎ নিউমনিয়া, প্লুরিসি বা বিকার উপসর্গ উপস্থিত হইলে—২১।২৮।৪১ দিন লাগে।

জ্বরের সঙ্গে বিকার থাকিলে জ্বরবিকার বা টাইফয়েড ফিবার বলে।

সকল রকম জ্বরের চিকিৎসাই এক। এজন্য ঔষধের লক্ষণের সহিত জ্বরের লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে।

মিলন লক্ষণের মধ্যে ২।১টী প্রধান লক্ষণ থাকা চাই বা কেবল ২।৩টী প্রধান লক্ষণ থাকিলেও সেই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে; প্রধান প্রধান লক্ষণের নীচে একটী লম্বা রেখা দেখিতে পাইবে। যতই ঔষধের লক্ষণের সহিত রোগের লক্ষণের মিল থাকে, ততই রোগ সত্বর ও নিশ্চয়রূপে আরোগ্য হয়। যখন একটী ঔষধে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া না যায় বা দুইটী ঔষধেরই লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন দুইটী ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে (একটীর পর অপরটী) ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পর্য্যায় ঔষধ যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল।

প্রদাহ (INFLAMATION) কি ?

শরীরের কোনস্থান স্ফীত, লাল, উষ্ণ এবং বেদনাযুক্ত হইলে, সেই স্থানের এ রকম অবস্থাকে প্রদাহ বলে।

বেদনা নানাপ্রকার দপ্‌দপ্‌ানি, টন্‌টনানি কন্‌কনানি ঝন্‌ঝনানি, টাটানির মত ব্যথা, ছুঁচ বা ছুরীবিদ্ধবৎ, হুলবেঁধনবৎ, জ্বালা করা, ঝিন্‌ঝিন্‌ করা, চুলকানি, চেপে ধরার মত, কেটে দেওয়ার মত, টেনে ধরার মত, মোচড়ানি ইত্যাদি।

অস্থির পিপাসা এবং ঘর্ম্মহীন লক্ষণে সকল রকম জ্বরের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ হয় এমন কি ভেদ বমন সহ বা ভেদবমনের পরবর্ত্তী জ্বরেও ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

একোনাইট।

ACONITE NAPELDUS.

কাঠবিষ। বৃক্ষের পাতা, ফুল ও মূল হইতে পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক

প্রস্তুত হয়। বর্ণ পাটল। ক্রম—১×, ৩×, ৬×, ১২, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়। ক্রিয়া—বেশী মাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের অবসাদন, নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত, নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ ও দ্রুত (ঘন ঘন) শরীর শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত হয় এবং দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি লুপ্ত কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে। অল্পমাত্রায় বেদনা বা যন্ত্রণা নিবারক প্রদাহনাশক ও ঘর্ম্মকারক।

একোনাইট প্রয়োগের লক্ষণ।—রক্ত প্রধান ধাতু, শয়ন অবস্থায় মুখমণ্ডল আরক্ত (লালচে) এবং উঠিয়া বসিলে মলিন, মাথা ঘোরা ও মূর্চ্ছার ভাব, উঠিতে ভয় হয়। মৃত্যুভয়, অস্থিরতা, অপরাহ্নে, সন্ধ্যার পর ও রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি। চর্ম্ম শুষ্ক বা সামান্য ঘর্ম্মযুক্ত; সর্দ্দি, নাসিকা হইতে পাতলা জলের মত সর্দ্দি পড়ে, গাত্রে শুষ্ক জ্বালাজনক উত্তাপ ও ভয়ানক পিপাসা, ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগের উৎপত্তি। ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম, রাগ বা ভয়ে রোগের বৃদ্ধি, সর্দ্দিজনিত রোগ আর সকল রোগের প্রথম বা প্রদাহ অবস্থায় একোনাইট স্বয়ং বা অন্য ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে (একটীর পর অপরটী) ব্যবহার হয়।

জ্বরে একোনাইট প্রয়োগের লক্ষণ।—নাড়ী সবল ও দ্রুত, গাত্রে ঘর্ম্মহীন জ্বালাকর উত্তাপ, অস্থিরতা, ছট্‌ফটানি ও ভয়ানক ঘনঘন পিপাসা, সর্দ্দি, কাশি, হাঁচি, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত, একবার শীত, একাবার উত্তাপ বা গরম বোধ, অল্প ও রক্তবর্ণ মূত্র, প্রস্রাব করিতে কষ্ট, কোষ্ঠবদ্ধ, সন্ধ্যা বা রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি।

নবজ্বর, সর্দ্দি বা কফজ্বর, বাতজ্বর, শিশুদের বাল্‌সা জ্বর প্রভৃতি জ্বরে একোনাইট স্বয়ং বা লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার হয়।

হামজ্বরে—বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া বা পল্‌সেটিলা সহ। নিউমনিয়াতে—এ্যান্টিমনি টার্ট বা ফস্ফরাস সহ। ঘুংরিজ্বরে—স্পঞ্জিয়া সহ এবং জ্বরজনিত ছেলেদের দড়্‌কায়—বেলেডোনা সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার হয়।

শিশুদের দন্ত উঠিবার সময় জ্বর ও প্রদাহিক জ্বরে একোনাইট ব্যবহার হয়।

প্রদাহে ও শূলবেদনায় একোনাইট প্রয়োগের লক্ষণ।—প্রবল জ্বর পীড়িতস্থানে কন্‌কনানি বা ছিঁড়িয়া ফেলার মত বেদনা, স্পর্শে ও

রাত্রিকালে বৃদ্ধি, পীড়িতস্থান স্ফীত, লাল ও গরম, ক্ষুধাহীন, রক্তবর্ণ মূত্র, ঠাণ্ডা জলে উপশম। রোগের প্রথমাবস্থায় কেবল একোনাইট বা ব্রায়োনিয়া সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে।

একোনাইটের বেদনার স্বভাব।—অতি কঠিন, ছিঁড়িয়া ফেলার মত, অসহ্য বেদনা। বেদনার জন্য বাঁকিয়া পড়িতে হয় ও নিদ্রা হয় না।

বেলেডোনা।

BELLADONA.

বৃক্ষের ডাঁটা, পাতা ও ফুল হইতে তরল সুরায় আদিত আরক প্রস্তুত হয় বর্ণ—লালের আভাযুক্ত ঈষৎ কাল। ক্রম।—১×, ৩×, ৩, ৬×, ৬, ১২, ৩০, ২০০ পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া।—অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। গাল ও গলার বীচির প্রদাহ (ঢোঁক গিলিতে গলার মধ্যে ব্যথা বোধ) বমনেচ্ছা ও বমন, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষুর তারা বড়, দৃষ্টিহীনতা, ভুল বকা, অচৈতন্যবৎ নিদ্রা ইত্যাদি। অল্প মাত্রায়।—বেদনানিবারক, নিদ্রাকারক, আক্ষেপ বা খেঁচুনি নিবারক।

বেলেডোনা প্রয়োগের লক্ষণ।—পিত্তধাতু ; স্নায়বীয় ও রক্ত প্রধান ধাতু ; মোটা শরীর, দাঁত উঠিবার সময় ছেলেদের দড়্কা ; নিদ্রা হইতে লাফাইয়া উঠা, মগজে রক্ত জমা ; নিদ্রাকালীন চমকান, হস্তপদ ঠাণ্ডা; মাথা বেশী গরম ; চোক মুখ লাল্‌চে বা চকচকে ; চক্ষু লাল, ছল্‌ছলে ও আর্দ্র, মাথা চালা, ভুল বকা ; নিদ্রাকালীন ভুল বকা ; পাগলের মত কার্য্য করা ; জল বা চক্‌চকে দ্রব্য দেখিয়া ভয়, মূত্র বন্ধ, কপালে দপ্‌দপে বেদনা ; পেটে বেদনা, বেদনা হঠাৎ আসে—হঠাৎ যায়, বেদনার জন্য বাঁকিয়া পড়িতে হয় ও নিশ্বাস বন্ধ করিতে হয়, রোগী ভয়ে ভয়ে চলে—পাছে বেদনা বাড়ে ; শুইলে মুখ মলিন, উঠিয়া বসিলে লাল, শব্দ ও আলো অসহ্য ; ঢোঁক গিলিতে গলায় ব্যথা বোধ, পেটফাঁপা।

বৃদ্ধি ।—বৈকালে তিনটার পর, রাত্রি দুই প্রহরের পর, ঘুম ভাঙ্গিলে, রৌদ্র লাগিয়া, চক্‌চকে দ্রব্য, (জল, কাচ ইত্যাদি) দেখিয়া, বাতাসে, আলোতে ও শব্দে, নড়িলে চড়িলে, স্পর্শ করিলে এব, জলপানে রোগ বৃদ্ধি হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থেয়।

জ্বরে বেলেডোনা প্রয়োগের লক্ষণ ।—বৈকালে জ্বরের উদয় বা বৃদ্ধি, হাত পা ঠাণ্ডা, মাথার উত্তাপ বেশী, শরীরের ভিতর জ্বালাজনক উত্তাপ বোধ, মাথায় ও আবৃতস্থানে ঘর্ম্ম বা কেবল মাথায় ঘর্ম্ম, ঘর্ম্ম না থাকিতেও পারে, প্রবল মাথাব্যথা, বিশেষতঃ রগ বা কপালে দপ্‌দপানি, বেদনা পিপাসা বা পিপাসার অভাব, নাড়ী মোটা ও দ্রুত, আলোক ও শব্দ অসহ্য, গাত্রবেদনা, ভুল বকা, নিদ্রাকালীন ভুল বকা, চোক মুখ লাল, অনিদ্রা, অস্থিরতা, গলার ভিতর ব্যথাবোধ, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা, শুষ্ক কাসি। একোনাইট ও বেলেডোনা প্রয়োগে সন্দেহ হইলে, ঘর্ম্ম প্রবণতা দেখিলে "বেলেডোনা" ব্যবহার করিবে।

নিম্নলিখিত রোগে বেলেডোনার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহার করিবে।

উদরাময় বা আমরক্ত, বাহ্যের পূর্ব্বে পেট বেদনা, মৃগী, হিষ্টিরিয়া এবং দড়্‌কাদির খেঁচুনি, চক্ষু উঠা বা চক্ষুপ্রদাহ, চক্ষে ছানিপড়া, রাতকানা; দিনকানা, অণ্ডকোষ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, পোনাড়ী, ডিম্বকোষ, শ্বাসযন্ত্র, স্তন, বগল, গলার বীচি ও কর্ণমূল প্রভৃতি স্থানের প্রদাহ। বাত স্ফোটকজ্বর যথা—লাল জ্বর (Scarlet fever) হাম ইত্যাদি। সর্দ্দি, কাসি, হুপিং কাসি, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি কাসির প্রদাহ অবস্থায়, উন্মাদ, প্রলাপ ইত্যাদি। ব্রণ বা ফোড়ার প্রদাহ অবস্থায় ব্যবহার করিলে ব্রণ বা ফোড়া বসিয়া যায়; মস্তিষ্কে প্রবল রক্ত সঞ্চয় জনিত বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিকারজনিত রোগ, শিরঃপীড়া, অৰ্দ্ধ শিরাশূল। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় জনিত মস্তিষ্কবিকার ও প্রলাপ, বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কপাল বেদনায় বেলেডোনা, আর প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথা বেদনায় ব্রাওনিয়া দ্বারা আরোগ্য হয়।

বেলেডোনা ও একোনাইটে প্রভেদ।

বেলেডোনার ক্রিয়া মস্তিষ্কে প্রকাশ পায় এবং তথা হইতে স্নায়ু দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপৃত হয়। একোনাইটের ক্রিয়া শিরদাঁড়ার মজ্জায় প্রকাশ পায়

এবং তথা হইতে শরীরে ব্যাপৃত হয়। একোনাইট জনিত প্রদাহ অপেক্ষা বেলেডোনা জনিত প্রদাহ উগ্রতর। মস্তিষ্কে একোনাইট গৌণ ক্রিয়া ও বেলেডোনা মুখ্য ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং একোনাইট জনিত রক্ত সঞ্চয় (Congestion) অপেক্ষা বেলেডোনা জনিত রক্ত সঞ্চয় অনেক প্রবল। একোনাইটে চক্ষুর মণি সঙ্কুচিত, আর বেলেডোনায় চক্ষুর মণি প্রসারিত। একোনাইটে—মুখ শুইলে লাল, উঠিলে মলিন ও মূর্চ্ছা। বেলেডোনায়—মুখ শুইলে মলিন ও উঠিলে লাল। একোনাইটে—গায়ে কাপড় রাখিতে অনিচ্ছা আর বেলেডোনায় গায়ে কাপড় রাখিতে ইচ্ছা। বেলেডোনায় মাথা-ধরা—একোনাইট অপেক্ষা অধিক প্রবল।

প্রদাহে ও শূলবেদনায় বেলেডোনা প্রয়োগের লক্ষণ।---পীড়িতস্থান স্ফীত ও উজ্জ্বল লাল। দপ্‌দপানি বা হুলবিদ্ধবৎ অথবা অগ্নিদাহবৎ বেদনা, সঞ্চালনে ও রাত্রিকালে বৃদ্ধি। আলোক ও শব্দ অসহ্য। ইহা একোনাইটের সহিত বা পরে ব্যবহৃত হয়।

ব্রাওনিয়া এল্বম্।

BRYONIA ALBUM.

বৃক্ষের মূল হইতে তরল সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ পীত।

মাত্রা—১ × ৩ × ৬ × ৬ ১২ ৩০ ২০০ ক্রম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া।---অতি মাত্রায় মস্তিষ্ক, যকৃৎ বা লিভার, শ্বাসযন্ত্র, পরিপাক যন্ত্র এবং মাংস প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়; এবং জল ও শ্লেষ্মা জমিয়া ফুলিয়া যায়। অল্প মাত্রায়।—বেদনা নিবারক, কফনিঃসারক ও পিত্ত-নিঃসারক।

প্রয়োগ লক্ষণ।---বাত ও পিত্ত ধাতু, আহারের পর পেট ভারী বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ, কঠিন ও বড় বড় গুট্‌লে মল কষ্টে বাহির হয়। মাথা ভারিমত বেদনা, যেন কপাল ফাটিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িবে, মাথা নড়িলে ফাটিয়া যাওয়ার বা খোঁচা বেঁধারমত ব্যথা। নড়া চড়ার ঘাম হয়। মুখ দিয়া জল উঠা, তিক্ত বা অম্ল উদ্গার, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; মুখ ফুলা, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, ন্যাবা, পায়ের তলা ও উপর ফুলা, মলত্যাগে মলদ্বার জ্বালা; মেজাজ খিট্‌খিটে ও মধ্যে মধ্যে রাগিয়া উঠা, নড়া চড়ায় রোগের

বৃদ্ধি ও স্থির থাকিলে উপশম; নড়িলেই বমনোদ্রেক বা বমন, কাশিতে পেটে বেদনা বোধ, কাশিতে হাঁচিতে বা নিশ্বাস ফেলিতে বুকে খোঁচা বেঁধার মত বেদনা, শুষ্ক কাশি, বুক ভারী বোধ; চেপে ধরার মত বেদনা, টেনে ধরার মত বেদনা, টাটানির মত ব্যথা, নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। চাপিলে বা টিপিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। পীড়িত পার্শ্বে চাপিয়া শুইলে উপশম।

শিরঃপীড়া।---প্রাতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে, আবার পরদিন প্রাতে আরম্ভ হয়, এটী ব্রাওনিয়ার লক্ষণ, আর সূর্য্যোদয় হইতে ১০টার মধ্যে কপালে বেদনা আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্ত অবধি থাকিলে বেলেডোনা ব্যবস্থেয়।

বেদনায় ব্রাওনিয়া প্রয়োগের লক্ষণ।---সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা; পীড়িত স্থানে টাটানি, ছুঁচ বেঁধারমত বা কাটিয়া যাওয়ার মত, টেনে ধরার মত; চেপে ধরার মত; খোঁচা বেঁধার মত; নড়িলে চড়িলে, কাশিলে, হাঁচিলে, টিপিলে ও ছুইলে বেদনার বৃদ্ধি।

রোগের বৃদ্ধির বা রোগ উৎপত্তির সময়।---প্রাতে, বৈকালে, রাত্রিকালে।

রোগের স্বভাব।---নড়া চড়ায় বৃদ্ধি ও স্থির থাকিলে উপশম বোধ, আর গরম খাদ্যে, ও আহারের পর বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডা সময়ে উপশম।

ব্রাওয়িার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে নিম্নলিখিত রোগে ব্রাওনিয়া ব্যবহার হয়।---কাশি, নিউমনিয়া, প্লুরিসি, কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়; অজীর্ণ, মুখে জল উঠা, স্তন স্ফীত ও বেদনাযুক্ত (থুন্‌কা), ঋতু-রোধ বশতঃ কাশির সহিত রক্তস্রাব। বাত, লিভারে রক্ত জমিয়া বেদনা, অঙ্গে বেদনাসহ জ্বর, কফজ্বর, পিত্তজ্বর বাতশ্লেষ্মার জ্বর, কাসজ্বর, পিত্ত-শ্লেষ্মাজ্বর, সবিরামজ্বর, স্বল্পবিরাম বা একজ্বর, হামজ্বর, হাম লাটু খাওয়া বা ভাল বাহির না হওয়া, ন্যাবা, শোথ ইত্যাদি।

জ্বরে ব্রাওনিয়া প্রয়োগের লক্ষণ।---কাশিলে বক্ষে বেদনা লাগা, মাথা ভার ও বেদনা, নাড়িলে বৃদ্ধি হয়, গায়ে ব্যথা, নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি হয়; মুখ লাল, শুষ্ককাশি, শ্বাস কষ্ট, (হাঁপবোধ) খাদ্যদ্রব্য, শ্লেষ্মা বা পিত্তবমন, যকৃতে (লিভার) রক্ত জমিয়া ব্যথা। উপর পেটে জ্বলন জলপানে— বমন,

কোষ্ঠবদ্ধ কঠিন গুট্‌লে মল কষ্টে বাহির হয়। মুখ লাল, শরীরের ভিতর জ্বালা বোধ, পার্শ্বে বেদনা, আটা আটা ঘাম, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা।

জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ, সাদা পুরু ময়লাযুক্ত, আস্বাদন—তিক্ত বা মিষ্ট।

রসটক্স।

RHUSTOX.

বৃক্ষের পাতা হইতে ৪০ প্রুফ স্পিরিটে আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ উজ্জ্বল সবুজ। মাত্রা।—১× ৩× ৬× ১২× ৩০× ক্রম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া।—অতিমাত্রায় উত্তেজক ও মাদক, চর্ম্মে নানাপ্রকার জলপূর্ণ ফোস্কার মত ব্রণ উৎপন্ন হয় ও উহা হইতে রস পড়িতে থাকে। গাঁইটে বেদনা হয়। অল্প মাত্রায় প্রদাহ নাশক।

রসটক্স প্রয়োগের লক্ষণ।—বাতগ্রস্ত ধাতু; পড়িয়া বা আঘাত লাগিয়া অঙ্গ মচ্‌কান, ভিজে বা ড্যাম্প স্থানে বাস হেতু পীড়া; বৃষ্টিতে ভিজিয়া, জলে থাকিয়া বা অধিক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকিয়া পীড়া। আঘাত লাগিয়া, পড়িয়া গিয়া বা অধিক পরিশ্রম বশতঃ রোগে আর্ণিকার পরেই রসটক্স ব্যবস্থেয়।

রোগ বৃদ্ধি বা উৎপত্তির সময়। সন্ধ্যায়, এবং রাত্রে বা রাত্রি বারটার পর রোগ বৃদ্ধি হইলে রসটক্স ব্যবস্থেয়।

রোগের স্বভাব।—বিশ্রামে বৃদ্ধি ও নড়া চড়ায় উপশম, এবং ঠাণ্ডা বা গরম হেতু পীডা।

বেদনায় রসটক্স প্রয়োগের লক্ষণ।—কন্‌কনানি বেদনা, নড়িলে চড়িলে বা চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ, আর স্থির হইয়া থাকিলে যন্ত্রণা হইতে থাকে। প্রথমে নড়িতে চড়িতে কষ্ট কিন্তু কিয়ৎকাল নড়িতে থাকিলে উপশম বোধ হয়।

নিম্নলিখিত পীড়ায় রসটক্স প্রয়োগ হয়।—বাত, পক্ষাঘাত, সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্ব, জ্বর-বিকার, পানবসন্ত, অতিসার, আমরক্ত, রাত্রিকালীন অজ্ঞাতসারে মলস্রাব। ভিজিয়া বা আর্দ্রস্থানে বাস হেতু পীডা। কাশি, চর্ম্মে জলপূর্ণ ফোস্কার মত ব্রণ, জাল-যন্ত্রণাযুক্ত ফোস্কা, দাদ।

জ্বরে রসটক্স প্রয়োগের লক্ষণ।—বেলা ৫টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে জ্বর আসে বা বৃদ্ধি হয়; বৃষ্টিতে ভিজিয়া বা আর্দ্রস্থানে বাস হেতু জ্বর। (সবিরাম বা স্বল্পবিরাম) পা কামড়ায়, হাত পায়ে ব্যথা, টিপিলে উপশম বোধ, চোক জ্বালা, অঙ্গে বেদনা উপশম জন্য রোগী সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, অস্থিরতা, নিয়ত এপাশ ওপাশ করা, পিপাসা, শুষ্ক কাশি, জ্বর আসার পূর্ব্বে হাইতোলা, ঘুম আসা, হাত পা ছোঁড়া, মাথাধরা, রাত্রিতে অস্থিরতা, দিবসে তন্দ্রাভাব (ঘুম আসা), পেট ফাঁপা, মধ্যে মধ্যে অতিসার, মুখ বেড়িয়া জ্বরঠুটা, চক্ষু লাল, ভুলবকা, অচৈতন্যবৎ নিদ্রা; শুষ্ককাশি থাকিলে ব্রাওনিয়া সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। জিহ্বা সাদা ময়লা এবং আগা লাল ও শুষ্ক। আজকাল আতিসারিক বিকারে বা বিকার জ্বরে অতিসার থাকিলে ব্যাপ্‌টিসিয়া ব্যবহার হয়

ব্রাইওনিয়া ও রসটক্সের প্রভেদ।—ব্রাইওনিয়াতে স্থির থাকিলে বা বিশ্রামে রোগের উপশম ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। রসটক্সে নড়াচড়ায় বা পীড়িত স্থানের চালনায় উপশম বোধ ও স্থির থাকিলে বা বিশ্রামে বৃদ্ধি।

ভেরেট্রম ভিরিডি।

VERATRUM VEREDE.

বৃক্ষের মূল হইতে ২০ ওভার প্রুফ্ স্পিরিটে আদত আরক প্রস্তুত হয়।

মাত্রা।—১×, ৩×, ৩ ক্রম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া।—একোনাইটের ন্যায় স্নায়বীয় ও ধামনিক অবসাদক। অতিমাত্রায় ভেদ, বমন ও বমনোদ্বেগ, নাড়ীক্ষীণ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শরীর ঝিন্‌ঝিন্ করে ও ঘাম হয়।

ভেরেট্রম ভিরিডি কোন্ রোগে প্রয়োগ হয়। প্রদাহজনিত রোগ, একজ্বর প্রদাহিক জ্বর, কফ জ্বর, বাত জ্বর, কাশি, প্লুরিসি, উন্মাদ, হৃৎশূল, খেঁচুনি, হাম, বসন্ত ইত্যাদি।

একজ্বর।—ভেরেট্রম ভিরিডি প্রয়োগে একোনাইটের ন্যায় ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়ে নিউমোনিয়া রোগে ইহা ফস্ফরাস সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার হয়।

জ্বরে ভিরেট্রাম ভিরিডি প্রয়োগের লক্ষণ।—বমন ও বমনোদ্বেগ সহ প্রবল জ্বর, সর্দ্দি, কাশি, কোষ্ঠবদ্ধ, ঘর্ম্মহীন জ্বালাজনক উত্তাপ,

অস্থিরতা, মাথা বেদনা ও ঘোরা, অচৈতন্য, নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ, আহারীয় দ্রব্য, শ্লেষ্মা বা পিত্তবমন, দুর্ব্বলতা, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ মধ্যে লাল রেখা।

একোনাইট দ্বারা শরীরের সকল স্থানের প্রদাহ এবং ভেরেট্রাম ভিরিড়ির দ্বারা কেবল মগজের প্রদাহ আরোগ্য হয়।

মস্তিষ্ক রোগে।—(মগজে রক্ত জমা ও প্রদাহ, খেঁচুনি) ইহার ক্রিয়া বেলেডোনার সদৃশ।

প্রবল জ্বরে।—ভেদ, বমন বা বমনোদ্বেগ সহ প্রবল জ্বরে খেঁচুনি থাকিলে ভেরেট্রম ভিরিডি বেলেডোনার পরিবর্ত্তে ব্যবস্থা করিবে।

ভেরেট্রম ভিরিডির ক্রিয়া অনেকাংশে ভেরেট্রম এল্‌বমের সদৃশ।

ভেরেট্রম এল্‌বম।

VERATRUM ALBUM.

বৃক্ষের মূল হইতে ২০ ওভার প্রুফ স্পিরিটে আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ পাটল। ক্রম।—১ × ৩ × ৬ × ১২ ৩০ ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া—বেদনা নিবারক। অতি মাত্রায়—কলেরার মত ভেদ, বমন, চোক বসা, শরীর অবসন্নাদি ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এজন্য হোমিওপ্যাথিক মতে কলেরা ও জলবৎ ভেদে এই ঔষধ ব্যবহার হয়। প্রধান লক্ষণ—বমন অপেক্ষা ভেদ বেশী বা কেবল ভেদ, তাহাতে চোক বসিয়া যায়।

প্রয়োগ লক্ষণ।—হঠাৎ ভেদ, বমন, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, যখন শীঘ্র শীঘ্র জীবনীশক্তি হ্রাস হইতেছে। উন্মত্ততা, হাত পায়ে খিলধরা, চোক বসা।

ভেরেট্রম এল্বম্ কোন্ রোগে ব্যবহার হয়—কলেরা, জলবৎ উদরাময়, কলেরীন বা সরল কলেরা, কুইনাইন দ্বারা আটকান জ্বর, উন্মাদ, শূলবেদনা, বাত, দাঁতি লাগা, খেঁচুনি কোষ্ঠবদ্ধ, পক্ষাঘাত, হুপিং, কাশি, ধনুষ্টঙ্কার। কলেরার প্রাদুর্ভাব সময় সবিরাম বা পালাজ্বর।

জ্বরে ভেরট্রাম এল্‌বম প্রয়োগের লক্ষণ কি ?

কম্প বা শীতের সহিত গা ঠাণ্ডা, ভিতরে তাপ, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, পিপাসা, নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত। অধিক পরিমাণে জলবৎ ভেদ, শয়ন অবস্থায় মুখ লাল উঠিলে মলিন, পায়ের তলা ঠাণ্ডা, দুর্গন্ধ ঘাম কাপড়ে লাগিলে হরিদ্রাবর্ণ

দাগ হয়। বিরামকালে বা বিজ্বর অবস্থায় নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ক্ষীণ, অবসন্নতা, শীঘ্র শীঘ্র শক্তি হয়, হাত পা ঠাণ্ডা, অধিক পরিমাণে জলবৎ ভেদ। ও বমন, হাত পায়ে ও পেটে খিলধরা, মৃগীর মত খেঁচুনি, পিপাসা, বুক ধড়্ ধড়্ করা ইত্যাদি। জিহ্বা—সাদা বা ঈষৎ হল্‌দে ও ঠাণ্ডা।

জেলসেমিয়ম।

GELSEMIUM.

বৃক্ষের মূল হইতে পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ হল্‌দে। ক্রম।—১×, ৩×, ৬×, ১২ ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া।—অধিক মাত্রায় গতিশক্তি ও মানসিক শক্তি হ্রাস হয়, শ্লেষ্মা নিঃসারক ঝিল্লি উত্তেজিত ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটাতে সর্দ্দি ও জ্বর উপস্থিত হয়।

প্রয়োগ লক্ষণ।—ছেলে ও যুবাদের রোগ, বায়ু প্রধান ধাতু। একা থাকিতে ইচ্ছা। রোগী চোক বুঝিয়া পড়িয়া থাকিলে (চক্ষে আলোক লাগার ভয়ে চোক না খুলিলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করিবে)।

রাত্রিকালে, ঠাণ্ডা বাতাসে বা ভয়ে রোগের উৎপত্তি বা বৃদ্ধি।

কোন্ রোগে জেলস্ প্রয়োগ হয়?

সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, সর্দ্দির জ্বর, বিকার জ্বর, হাম জ্বর, বসন্ত জ্বর, হাঁপজ্বর, মৃগির মত খেঁচুনি, মূত্রবন্ধ, শূলবেদনা উদরাময় ইত্যাদি।

জ্বরে নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে জেল্‌সিমিয়ম প্রয়োগ হয়।

বেলা দশটায়, অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় জ্বরের উদয় বা বৃদ্ধি। শীত, হাত পা ও কোমরে বেদনা বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, জ্বরকালে রোগী চুপ করিয়া বা স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে। জ্বর আসিলেই বা জ্বর বাড়িলেই ঘুমাইয়া পড়ে। একা থাকিতে ইচ্ছা। জ্বালাকর উত্তাপ ও অস্থিরতা, পিপাসা বা পিপাসা প্রায় থাকে না। হাত পা ঠাণ্ডা, পায়ের তলা ঠাণ্ডা, মূত্রবন্ধ বা মূত্রধারণে ক্ষমতা রহিত। চমকান যেন পড়িয়া যাইবে। পড়িয়া যাইবার ভয়ে সাম্‌নে যা পায় জড়াইয়া ধরে। নাড়ী দ্রুত ও অনিয়মিত, কোষ্ঠবদ্ধ, জিহ্বা সাদা ও হল্‌দে-মিশ্রিত বা প্রায় পরিষ্কার, আস্বাদন তিক্ত

একোনাইটের পরেই জেলসিমিয়ম বিরামকালে কুইনাইনের মত ব্যবহার্য্য।

জ্বরে জেলসেমিয়ম ও ইগ্নেসিয়ার প্রভেদ।

জেলসিমিয়মে প্রত্যহ এক সময়ে জ্বর আসে, পূর্ব্ব লক্ষণ প্রায় লক্ষিত হয় না, তৃষ্ণা থাকে না, জ্বর একবারে ছাড়ে না, জিহ্বা সাদা ও হলদে মিশ্রিত। আর ইগ্নেসিয়ায় অগ্রগামী বা পশ্চাদ্‌গামী জ্বর, পূর্ব্ব লক্ষণ—গা হাত পা ভাঙ্গা, হাইতোলা, জ্বর একবারে ছাড়িয়া যায়। জিহ্বা পরিষ্কার ও আস্বাদন লবণাক্ত।

ইগ্নেসিয়া।

EGNATIA AMARA.

২০ প্রুফ্ স্পিরিটে আদত আরক প্রস্তুত হয়। ১×৩×৬ ক্রম ব্যবহার হয়।

ব্যাপ্‌টিসিয়া।

BAPTISIA.

পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ কাল। ক্রম—১× ৩× ব্যবহার হয়।

অতিমাত্রায়।—রক্তকে দূষিত করিয়া জ্বরবিকার, উদরাময়, আমরক্ত এবং দুর্ব্বলতা আনে।

প্রয়োগ লক্ষণ।—উদরাময়, রোগী বিছানায় ক্রমাগত গড়াইয়া বেড়ায়, যেন শয্যা কণ্টক হইয়াছে। নিশ্বাস, ঘাম ও মলে দুর্গন্ধ। অতিশয় দুর্ব্বলতা।

সান্নিপাতিক, আত্তিসারিক বা আন্ত্রিক বিকারজ্বরে ব্যাপ্‌টিসিয়া রক্তের বিষ নষ্ট করিয়া রোগ আরোগ্য করে।

জ্বরে নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রয়োগ হয়।

বেলা ১১ টায় বা অপরাহ্নে জ্বরের উদয় বা বৃদ্ধি হয়। সর্ব্বদা শীত, গায়ে ব্যথা, চট্‌চটে বা আটা আটা ঘাম, গলায় ও মুখে ঘা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ভুলবকা শয্যাকণ্টক, সর্ব্বদা স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা, বমন বা বমনেচ্ছা, অতিসার, অস্থিরতা বা অচৈতন্য, জিহ্বা শুষ্ক।

ইপিকাক।

EPECACUANHA.

বৃক্ষের মুল হইতে ২০ প্রুফ স্পিরিটে আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ ঘোর পাটল। মাত্রা।—১x ৩x ৬x ৩০x ক্রম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া।—অল্প মাত্রায় বমনেচ্ছা ও বমন নিবারক; কফ নিঃসারক ও ঘর্ম্মকারক। অধিক মাত্রায়।—বমন, উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম মাত্রায় বমনেচ্ছা বা বমনোদ্বেগ, কাশি, সর্দ্দি, হাঁপানি, রক্তস্রাব ইত্যাদি উপস্থিত হয়।

প্রয়োগ লক্ষণ।—বমন বা বমনোদ্রেক; সন্ধ্যার পর রোগের বৃদ্ধি হয়।

বমন ও বমনোদ্বেগ সহ নিম্নলিখিত রোগে ইপিকাক প্রয়োগ হয়।

হাঁপানি, হুপিং কাশি, ব্রংকাইটিস্ প্রভৃতি সকল রকম কাশি আর সবিরাম বা পালাজ্বর, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, কাশির সহিত রক্তস্রাব, রক্তবমন অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, রক্ত আমাশয়, উদরাময় কুইনাইন দ্বারা আটকান জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর ইত্যাদি।

জ্বরে ইপিকাক প্রয়োগের লক্ষণ।

শীত বা কম্পকালীন বমন বা বমনোদ্রেক, আভ্যন্তরিক কম্প, বাহ্যিক উত্তাপ, কোমর বেদনা, পৃষ্ঠ শূল, পিপাসা, কপাল বেদনা কাশি, শেষে ঘর্ম্ম।

জ্বর আসার পূর্ব্বে হাইতোলা, গা ভাঙ্গা, সবুজ রঙ্গের আমযুক্ত ভেদ। বমন বা বমনেচ্ছা অথবা মুখে জল উঠা সহ জ্বর আরম্ভ হয়। জ্বরকালীন অধিক গা বমি বমি করা বা বমি, বিরামকালে মুখে জল উঠা, পেট খারাপ হওয়া, উষ্ণাবস্থায় অধিক পিপাসা, জিহ্বা হলদে।

সিনা।

CINA.

বৃক্ষের বীজ হইতে শোধিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ হলুদে, ইহার বীর্য্যকে স্যাণ্টোনাইন বলে।

মাত্রা—১x ৩x ৩০x ২০০ ব্যবহার হয় এবং স্যাণ্টোনাইন, চূর্ণ ১x ক্রম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া।—উত্তেজক ও উষ্ণকারক এবং কৃমিঘ্ন। অন্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া কৃমির লক্ষণ উপস্থিত করে।

প্রয়োগ লক্ষণ—কৃমিযুক্ত ধাতু, ছেলেদের কোলে করিয়া বেড়াইলেও কাঁদিতে থাকে কিছুতেই স্থির হয় না, গায়ে হাত দিতে দেয় না, কিছু দিলে রাগ করিয়া ফেলিয়া দেয়। ভুলবকা, নিদ্রাকালীন দাঁত কিড়্মিড়্ করা ও এপাশ ওপাশ করা, নিদ্রা হইতে চীৎকার করিয়া উঠা, গলা হইতে পেট পর্য্যন্ত কল কল শব্দ হয়—যেন বোতল হইতে জল পড়িতেছে। কৃমি জন্য—মৃগী, দড়্কা, ইত্যাদি খেঁচুনি, হস্তপদ কাঁপা, সমস্ত অঙ্গ কাঁপা, কৃমি জনিত জ্বর কাশি, উদরাময় ইত্যাদি।

অন্ত্রে কৃমি থাকার লক্ষণ কি ?

কখন অতি ক্ষুধা কখন ক্ষুধামান্দ্য। পেটে চিম্‌টি কাটা বোধ, মলদ্বার কুণ্ডয়ন। পেট বড়, নাভিদেশে বেদনা, আহার করিলে উপশম, চক্ষুর নীচে কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধমণ্ডল, নিদ্রাকালে ঘনঘন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠা, খেঁচুনি, বমন ও বমনোদ্রেক, চুণ বা খড়ি গোলার মত গাঢ় মূত্র, অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব বা মলত্যাগ, ছেলেদের চুণ বা খড়ির মত গাঢ় মূত্র দেখিলে, কৃমি থাকায় আর সন্দেহ থাকে না। দিবসে রোগের বৃদ্ধি।

কোন্ রোগে ব্যবহার হয়—কৃমিজনিত সকল রোগেই ব্যবহার হয়। সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বর, খেঁচুনি, উদরাময়, কাশি, রক্ত আমাশয় ইত্যাদি।

জ্বরে নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে সিনা ব্যবহার হয়।

শিশুদের সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্রি জ্বর, শীত বা কম্পজ্বর, মুখমণ্ডলে দাহকর উত্তাপ, মুখ মলিন, প্রত্যহ এক সময়ে জ্বর আসা, হাতে, কপালে ও নাসিকায় ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, ভুক্তদ্রব্য বমন ও তৎপরে কুক্কুরবৎ ক্ষুধা, সকল সময়েই ক্ষুধা, পিপাসা, ছেলেরা কাঁদে, কিছুতেই স্থির হয় না, ইহা একটী সিনার লক্ষণ কিন্তু কোলে করিয়া বেড়াইলে বা নাড়া দিলে স্থির হয় ইহা ক্যামমিলার লক্ষণ। চুণ বা সাদা খড়িগোলার মত গাঢ় মূত্র।

কৃমিযুক্ত ধাতুর পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি উপযোগী।—সিনা, স্যাণ্টোনাইন, একোনাইট, নক্সভমিকা, ইপিকাক, লাইকোপডিয়ম, কিউপ্রম, মার্কুরিয়াস, জেলসেমিয়ম, ক্যামমিলা, সাইকিউটা, বেলেডোনা, এন্টিমণি ক্রুডম্।

ক্যামমিলা ।

CHAMOMILLA.

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইতে ২০ ওভার প্রুফ স্পিরিটে আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ শ্বেতের আভাযুক্ত পীত। মাত্রা—৬× ১২× ক্রম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া—অতি মাত্রায় পরিপাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের উত্তেজনা উপস্থিত করে। তজ্জন্য পেট ফাঁপা, উদরশূল, বমন, অজীর্ণ ও আমযুক্ত তরল ভেদ, সর্দ্দি ইত্যাদি উপস্থিত হয়। অল্প মাত্রায়—পরিপাক যন্ত্র ও শ্বাস যন্ত্রাদির উত্তেজনা শান্তি করিয়া, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ ও উদরশূলাদি নিবারণ করে, ছেলেদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

প্রয়োগ লক্ষণ—শিশু ঘ্যান্‌ঘেনে ও রাগী, শিশু কাঁদে কিন্তু কোলে করিয়া বেড়াইলে স্থির হয় (এ লক্ষণটী সিনার বিপরীত), এক গাল লাল এক গাল মলিন, স্নায়বীয় ধাতু ; বৃদ্ধি-রাত্রিকালে, রাগ হইলে, নিদ্রাবস্থায়।

ক্যামমিলা কোন রোগে প্রয়োগ হয়।—রাগ বা বিরক্তি হেতু রোগ, ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, অজীর্ণ, পেট ফাপা, পেট বেদনা বা কামড়ানি, উদরাময়, অতিসার, বমি, খেঁচুনি, কাশি, মূর্চ্ছা, সর্দ্দি, গর্ভাবস্থায় পেটেবেদনা, দন্তশূল, অন্ত্রশূল, ছেলেদের দাঁত উঠিবার সময় অসুখ যথা—উদরাময়, জ্বর, বমি, কাশি, খেঁচুনি (দড়কা), পেট ফাপা ইত্যাদি।

জ্বরে ক্যামমিলা প্রয়োগের লক্ষণ।---চোক মুখ জ্বালা নিশ্বাস গরম, আবৃতস্থানে ঘর্ম্ম—বিশেষ মাথায় ও মুখে গরম ঘর্ম্ম ; পিপাসা, নিদ্রাবস্থায় চম্‌কান আতঙ্ক, খিটখিট, অজীর্ণ, অপাক, পেট ফাপা, পেট বেদনা, কাশি, সর্দ্দি। আক্রমণ সময় ৪টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ; প্রাতে ১১টা।

দন্ত উঠিবার সময় দন্ত মাড়ির উত্তেজনা বশতঃ রোগে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবহারোপযোগী। ক্যামমিলা, একোনাইট, ইপিকাক, বেলেডোনা, জেলসেমিনম্, সিনা, মার্কুরিয়াস, ক্যালকেরিয়া।

এ্যাণ্টিমণি টার্ট।

(ANTIMONIUM TARTARICUM)

রসাঞ্জন—

দ্বিতীয় ক্রম পর্য্যন্ত চূর্ণ; তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রম শতকরা পাঁচভাগ শোধিত সুরা মিশ্রিত পরিশ্রুত জলে; পঞ্চম ক্রম তরল সুরায়, ষষ্ঠ (৬×) ক্রম হইতে সমুদয় ক্রম শোধিত সুরায় প্রস্তুত হয়। মাত্রা—৩×৬×১২, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া—অধিক মাত্রায় শ্বাস যন্ত্র, রক্তসঞ্চালন যন্ত্র, পাকস্থলী, লিভার ও চর্ম্মোপরি ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং তজ্জন্য সর্দ্দি, বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাশি; শ্বাস কষ্ট, বমনোদ্বেগ, বমন, ভেদ, ঘর্ম্ম, চর্ম্মে বসন্তাদির মত ব্রণ বাহির হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। অল্প মাত্রায়—কফ নিঃসারক; ধামনিক অবসাদক (নাড়ীর বেগ কম হয়); ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, এবং উপরি উক্ত লক্ষণ নিবারণ করিয়া রোগ আরোগ্য করে।

প্রয়োগ লক্ষণ—রোগ আক্রমণ—কালে, ঝিমুনি, অতিশয় নিদ্রালুতা ও মূর্চ্ছা বোধ; অস্থিরতা; ক্যামোমিলার লক্ষণের মত ছেলেকে কোলে রাখিয়া বেড়াইতে বা উহাকে নাড়া দিতে হয় নতুবা কাঁদিতে থাকে। আর শিশুর গায়ে হাত দিতে দেয় না। বক্ষঃস্থলে ঘড়ঘড় শব্দ ও কাশি হয়। যেন বক্ষে শ্লেষ্মায় পূর্ণ আছে; আহার করিলেই বমন বা বমনোদ্বেগ, গলায় সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় শব্দ, বৃদ্ধ ও ছেলেদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

কোন্ রোগে এ্যাণ্টিমণি টার্ট ব্যবহার হয়।—বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাসি; ঘুঁড়ি কাসি, ব্রংকাইটিস্, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্, নিউমনিয়া। যে কোন কাসির সহিত বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ থাকিলে কেবল এই ঔষধ বা অন্য ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে। মুখ নীলবর্ণ হওয়া, হাঁপানি (গলায় শ্লেষ্মা আটকাইয়া শ্বাস কষ্ট), বসন্ত, পানিবসন্ত, জ্বর চর্ম্মে পূযপূর্ণ ব্রণ ব্রংকোনিউমনিয়াতে ফস্ফরাস ২× সহ পর্য্যায়ক্রমে দিবে ইত্যাদি।

জ্বরে এ্যাণ্টিমণি টার্ট প্রয়োগের লক্ষণ—আক্রমণ কালে ঝিমুনি বা অতিশয় নিদ্রালু, গাত্রে আটা আটা ঘাম, শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না। গাত্রদাহ, বমনোদ্বেগ বা আহারীয় দ্রব্য বমন, ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাসি, যেন বক্ষ শ্লেষ্মায় পূর্ণ আছে, রোগী কাসিয়া তুলিতে অক্ষম। উরুতে বেদনা, জ্বরকালে নিদ্রাবেশ।

এ্যাণ্টিমণি ক্রুডম্ (Antimonium Crudum.)

তৃতীয় ক্রম পর্য্যন্ত চূর্ণ, তৎপরবর্ত্তি ক্রম আরক হইয়া থাকে। মাত্রা— ৩, ৮× ৬, ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া—পরিপাক যন্ত্র ও চর্ম্মোপরি ক্রিয়া অধিক প্রকাশ পায়।

প্রয়োগ লক্ষণ—দম্‌কা ভেদ, অপাক, দিবসে নিদ্রালুতা, বমনোদ্বেগ বা বমন, কৃমিযুক্ত ধাতু। এই ঔষধ বৃদ্ধদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কোন্ রোগে এ্যাণ্টিমণি ক্রুড ব্যবহার হয়—অপাক, অতিসার, ক্ষুধামান্দ্য, আঁচিল, চুলকানি, কাউর ঘা ইত্যাদি চর্ম্ম রোগ। পালাজ্বর ইত্যাদি।

জ্বরে এ্যাণ্টিমণি ক্রুডম প্রয়োগের লক্ষণ—জ্বর আক্রমণ কালে প্রবল নিদ্রার ইচ্ছা, দিবসে নিদ্রালুতা ঘর্ম্ম সহ উত্তাপ, (এ্যাণ্টিমণি টার্টের মত)। দ্বিপ্রহরাভিমুখে জ্বরের আক্রমণ ও প্রবল শীত, দম্‌কা ভেদ; প্রাতঃকালে জাগরণের পর ঘর্ম্ম, অপাক, ভেদ, বমনোদ্বেগ বা বমন। পিপাসা বা পিপিসা শূন্য।

জিহ্বা—সাদা ময়লাযুক্ত। পা বরফের মত ঠাণ্ডা।

এপিস।

(APIS WELLIFICA)

মধুমক্ষিকার হুলযুক্ত অংশ পেষণ পূর্ব্বক তরল সুরার আদত আরক প্রস্তুত হয়।

মাত্রা—৩× ৬× ১২, ৩০ ক্রম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া— শ্লেষ্মা বা রস নিঃসারক ঝিল্লি, চর্ম্ম ও মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার ক্রিয়া দর্শে। এজন্য (পিপাসা শূন্য) শোথ ও উদরী রোগে ইহা ব্যবহার হয়।

প্রয়োগ লক্ষণ—হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা, হাত দিলে বা টিপিলে বেদনা বৃদ্ধি হয়। জ্বালা করা, কুট্ কুট্ করা, চক্ষু ফোলা, নিদ্রালুতা, রাত্রিকালে চুলকানি, চর্ম্মে আমবাত বাহির হয়, নারাঙ্গা বা বিসর্প (Eorysipelas; Erythema) রোগের প্রদাহ ও বর্দ্ধন শীল স্ফীততা। বেলেডোনা প্রয়োগের ব্রণ লাল, রসটক্স প্রয়োগের ব্রণ জলপূর্ণ আর এপিস প্রয়োগের ব্রণ বর্দ্ধন শীল।

কোন্ রোগে এপিস ব্যবহার হয়—উদরী, জিহ্বা, বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, পদ প্রভৃতি যে কোন স্থানের শোথ, প্রদাহ—হুল বেধনবৎ জ্বালাকর কুণ্ডয়ন, স্ফীততা ও জ্বালা (আর্সেনিক দেখ) গর্ভাবস্থায় শোথ, ঢোক গিলিতে হুল বেধনাবৎ বেদনা, শুষ্ককাসি ও স্বরভঙ্গ, আমবাত, শোথ রোগে পিপসা থাকিলে এপোসাইনম θ ব্যবস্থা করিবে।

(এপোসাইনম্ Apocynom Cam) পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়। মাত্রা ১ হইতে ৫ ফোঁটা।

জ্বরে—এপিস প্রয়োগের লক্ষণ।—৩টা হইতে ৪টার মধ্যে জ্বর আসে বা বৃদ্ধি হয়। শীতের সময় তৃষ্ণা; যেন হাঁপাইয়া প্রাণ যাইবে, বক্ষে এরূপ চাপ বোধ। শীতের পর নিদ্রা ও আমবাত দেখা দেয়। অতিশয় নিদ্রালুতা, ঘুমন্ত অবস্থায় ভুলবকা, জ্বলন ও হাঁপ বোধের সহিত বক্ষে তাপ বোধ; বুক ও পেট অত্যন্ত গরম, নিদ্রা বা নিদ্রার অভাব, ঘর্ম্ম প্রায় থাকে না, বা চর্ম্ম একবার শুষ্ক একবার ঘর্ম্মযুক্ত। জিহ্বা পরিষ্কার বা পীতবর্ণ, যকৃৎ, প্লীহা ও পৃষ্ঠে বেদনা। ঠোঁট ফোলা ও জ্বালা, পা ফোলা, প্রস্রাব অল্প, আমবাত। মাথা ভার ও বেদনা, একবার শীত, একবার গরম বোধ, পিত্তবমন বা বমনেচ্ছা, পিপাসা, ঘর্ম্ম, যকৃৎ স্থানে বেদনা। কষ্টকর কাসি, জিহ্বা হল্‌দে, আস্বাদন তিক্ত।

কলোসিন্থিস্।

(COLLOCYNTHIS)

বীজ হইতে পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়। মাত্রা—১× ৩× ৬ ক্রম ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া—বেশী মাত্রায় সেবনে ভেদ হয়, কখন কখন বমন বা বমনোদ্বেগ এবং অসহ্য পেট ব্যথা, উদর, চক্ষু, মুখ, মস্তকাদি প্রভৃতি স্থানে প্রদাহ ও শূল-বেদনা উপস্থিত হয়। আর অল্প মাত্রায় উক্ত লক্ষণ সমূহ নিবারণ হয়।

কলোসিন্থিসের ব্যবহার লক্ষণ—অন্ত্র প্রদাহ ও শূলবেদনা, স্নায়ু শূল, শির-শূল, অর্দ্ধ শিরঃশূল, উদরশূল, শূলবেদনার স্বভাব মধ্যে মধ্যে বিরাম থাকিয়া অসহ্য বেদনা জোরে আসে। চাপিলে, কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়, উদর শূল—

বেদনা, কামড়ানি বা কাটিয়া ফেলার মত বেদনা, নাভির নিকটে বেশী, রোগী উপুড় হইয়া পড়ে, চীৎকার করে, বালিশ আঁকড়াইয়া ধরে, বায়ু নিঃসরণ হইলে বা পেট চাপিয়া ধরিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয়। পেট ফাঁপা, হাত ও অঙ্গুলি শক্ত হওয়া, রোগীর পেটে হাত দিতে দেয় না। স্থির থাকিলে, আহার ও জলপানের পর বা রাগ হইলে, রোগের বৃদ্ধি আর বায়ুনিঃসরণ হইলে, উদ্গার উঠিলে, আর চাপিয়া ধরিলে, উপুড় হইয়া পড়িলে রোগের উপশম বোধ হইলে কলোসিন্থিস্ ব্যবস্থেয়।

জ্বর—বাহিরে গরম ও ভিতরে ঠাণ্ডা বোধ, ঘামে মূতের গন্ধ। শরীরের কোন স্থানে শূলবেদনা যাহা চাপিলে উপশম বোধ হয়। রক্তামাশায় রোগে, নাভির চতুর্দ্দিকে অসহ্য বেদনা, বেদনার জন্য রোগী উপুড় হইয়া পড়ে, পেটে বালিস দিয়া চাপিয়া ধরে এরকম বেদনা ও কামড়ানি বা মোচড়ানি থাকিলে কলোসিন্থ দ্বারা উপকার হয়। জ্বর প্রবল হইলে একোনাইটের সহিত পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিবে।

উদরশূল, ঋতুশূল, শিরঃশূল এবং বাতশূলাদির বেদনা চাপিলে উপশম বোধ হইলে ইহা দ্বারা উপশম হয়।

হাইয়োসায়েমস্।

(HYOSIAMUS)

পত্র হইতে তরল সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ ঈষৎ হল্‌দে। ক্রম—θ. ১x, ৩x, ৬x, ৬ ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া—এই ঔষধের ক্রিয়া বেলেডোনার ন্যায় কিন্তু উহা অপেক্ষা মৃদু। প্রয়োগের লক্ষণ—মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিকার বশতঃ মৃদু প্রলাপ বিড় বিড় করিয়া ভুলবকা, বিছানা হাতড়ান, নিকটস্থ ব্যক্তির কাপড় টানা, বিছানা টানা, বা আঁচড়ান, অজ্ঞানতা অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, শূন্যে হাত চালা, বাকরোধ, চক্ষু তারা প্রসরণ, তোতলামি, দৃষ্টিহীনতা।

উন্মাদ রোগে গুম্ হইয়া বসিয়া থাকা অর্থাৎ কথা না কহা।

কোন্ রোগে হাইওসায়েমস্ ব্যবহার হয়—জ্বর বিকারে মৃদু প্রলাপ থাকিলে, উন্মাদ, শুষ্ককাসি, শুইলেই কাসি, কাসির জন্য রাত্রিকালে জাগিয়া বসিয়া

থাকিতে হয়, খেঁচুনি, চম্‌কিয়া উঠন,—নিদ্রাবস্থায় অঙ্গ কাঁপা, নিদ্রাকালীন মূত্রত্যাগ।

মৃদুপ্রলাপ—বিছানা আঁচড়ান বা টানা, বিড় বিড় করিয়া বকা ইত্যাদিকে মৃদু প্রলাপ বলে।

প্রচণ্ড প্রলাপে—কাম্‌ড়াইতে বা মারিতে যাওয়া, গায়ে থুতু দেওয়া, পালাইবার চেষ্টা, ইত্যাদিকে প্রচণ্ড প্রলাপ বলে।

ভয়ানক প্রচণ্ড প্রলাপে—ষ্ট্র্যামোনিয়ম ব্যবহার্য্য—(Stramonium) ষ্ট্র্যামোনিয়ম পত্র হইতে পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ ঘোর সবুজ। ক্রম—θ, ১x, ৩x, ৬x, ৬।

চায়না CHINA (সিঙ্কোনা)।

চায়নার বীর্য্যকে কুইনাইন বলে, চিনিনন সলফিউরিকমও বলে। শোধিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়, বর্ণ লাল।

ক্রম। ১x, ৩x, ৬x, ১২, ৩০, ১০০, ২০০, ব্যবহার হয়।

(চিনিনমসলফিউরিকম)।—ক্রম ১x চূর্ণ। ১, ৬, ৩০। ২০ ওভার প্রুফ স্পিরিটে প্রথম শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়, কিন্তু অগ্রে কিঞ্চিৎ সলফিউরিক এসিড্ দ্বারা দ্রব করিয়া ১ ভাগে ১৫ ভাগ পরিশ্রুত জল মিশাইয়া লইতে হয়। ক্রিয়া—চায়নার মত কিন্তু উহা অপেক্ষা উগ্র।

ক্রিয়া অধিক মাত্রায়।—ক্ষুধামান্দ্য, বমন, বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ, কখন কখন উদরাময়, পিপাসা শিরঃপীড়া, জ্বর ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

অল্প মাত্রায়।—বলকারক, আগ্নেয় ও পর্য্যায় নিবারক।

চায়নার প্রয়োগ লক্ষণ।—জ্বর, কলেরা, উদরাময় বা রক্তস্রাবের পর দুর্ব্বলতা, আহারের পর তন্দ্রালুতা। পেটফাঁপা, ঢেকুর উঠিলেও উপশম হয় না, গাঁইটে ও হাড়ে বেদনা, সঞ্চালনে উপশম। নাক মুখ বা মূত্র যন্ত্রাদি হইতে রক্তস্রাব, জ্বর পিত্তশূল শিরঃশূল প্রভৃতি যে সকল রোগ পালা করিয়া আসে সেই সকল রোগের বিরামকালে ব্যবহার করিলে, পালা বন্ধ হইয়া রোগ আরোগ্য হয়। কম্প বা পালাজ্বরে যদি শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম এই তিন অবস্থা স্পষ্ট ও সমান প্রকাশ পাইয়া জ্বর বিচ্ছেদ হয়, সে জ্বর চায়না ১x এক ফোঁটা বা চিনিনম সলফিউরিকম ১ গ্রেণ মাত্রায় বিরামকালে প্রয়োগ করিলে

পালা বন্ধ হইয়া রোগ আরোগ্য হয়। রোগের পালা বন্ধ করে বলিয়া ইহাকে পর্য্যায় নিবারক বলে।

চায়না কোন্ রোগে ব্যবহার হয়।—সবিরাম জ্বর (ম্যালেরিয়া জ্বর) এ জ্বরে শীত, উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবস্থা এই তিন অবস্থা স্পষ্টরূপ প্রকাশ পাইলে, বিরামকালে তিন মাত্রা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। রক্তস্রাব, উদরাময়, ন্যাবা, প্লীহা, স্বপ্নদোষ, শুক্রমেহ, অধিক রজঃস্রাব, মূর্চ্ছা কম্পজ্বর ইত্যাদি।

রোগের বৃদ্ধি।—রাত্রিকালে আহারের পর, নড়িলে, একদিন অন্তর রোগের বৃদ্ধি বা উৎপত্তি হইলে চায়না ব্যবস্থেয়।

জ্বরে চায়না প্রয়োগের লক্ষণ।—শীত বা কম্প, পিপাসা, হাত পা ঠাণ্ডা মাথাবেদনা প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়ে। শীত বা কম্প থাকুক বা না থাকুক প্রচুর ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িলে বা কমিলে চায়না ব্যবস্থেয়। বেদনা-হীন জলবৎ বা গঁদের ন্যায় আঠা আঠা অথবা পিত্ত মিশ্রিত ভেদ। প্লীহা বা যকৃৎ বিবৃদ্ধ, কুইনাইন দ্বারা আটকান বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি দ্বারা আরোগ্য হয়।

আর্সেনিক, ইপিকাক, কার্ব্বভেজিটেব্‌লিস্, নেট্রম-মিউরেটিকম, নক্সভমিকা, বেলেডোনা, ফিরম্, জেল্‌সেমিনম্, এলষ্টোনিয়া কমস্‌ষ্টিটুকা ফলপ্রদ।

আর্সেনিক্ (সেঁকো বিষ)।

ARSENICUM ALCUM.

চূর্ণ হইতে শোধিত সুরায় আরক হয়।

ক্রম। ৩× ১, ৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০, ১০০০, ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া। অধিক মাত্রায় বমন, উদরে জ্বালা, পিপাসা, অবসন্নতা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, নাড়ী ক্ষীণ ও বেতালা, হাত পা ও মুখ ফোলা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অল্প মাত্রা—রোগে উক্ত লক্ষণ নিবারণ হয়।

প্রয়োগ লক্ষণ।

আর্সেনিকের প্রয়োগ লক্ষণ। শীঘ্র শীঘ্র জীবনী শক্তির হ্রাস, অবসন্নতা, অস্থিরতা, আতঙ্ক, খিটখিটে ও গাত্রদাহ বা গা জ্বালা মৃত্যু ভয়,

অতিশয় পিপাসা, ঘন ঘন অল্প জল পান, পানের পর রোগের বৃদ্ধি, পান করিলেই ভেদ, বমন বা বমনোদ্বেগ হয়, যেখানে অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার হইয়াছে। দুর্গন্ধযুক্ত কাল মল বাহ্যের পর অবসন্নতা, সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন।

ম্যালেরিয়া জ্বরগ্রস্ত, রাত্রিকালে, রাত্রি বারটার পর, ঠাণ্ডা পান ও আহারের পর রোগের বৃদ্ধি হইলে আর্সেনিক উত্তম।

কোন্ রোগে আর্সেনিক প্রয়োগ হয়। কুইনাইন দ্বারা আটকান জ্বর, ম্যালেরিয়া বা পালা জ্বর, কম্পজ্বর, কলেরা, উদরাময়, রক্তামাশয়, সান্নিপাতিক বিকার জ্বর, ঘা, শরীর ক্ষয়কারী জ্বর হাঁপানি কাসি, কোন স্থানে অতিশয় জ্বালাকর বেদনা ইত্যাদি।

কলেরা রোগে। ভেদ অপেক্ষা বমন বা বমনোদ্বেগ বেশী ও পানে বৃদ্ধি। আর অবসন্ন ও নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত প্রায় ও অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে আর্সেনিক ব্যবস্থা করিবে।

জ্বর। অবসন্নতা, গাত্রদাহ বা গা-জ্বালা, শীতল ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্ম না থাকা, অত্যন্ত পিপাসা, অল্প জল পানেই তৃপ্তি হয়, পানের পর বমন বা বমনেচ্ছা ও ভেদাদি রোগের বৃদ্ধি। অতিসার থাকুক বা না থাকুক, ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর, জ্বরের শীত উত্তাপ ও এই তিন অবস্থা স্পষ্ট প্রকাশ না পাইলে বা তিনের কোনটীর অভাব থাকিলে, গাত্রে শুষ্ক উত্তাপ ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম বোধ, শোথ বা হস্তপদাদি ফোলা, মুখ হরিদ্রাবর্ণ, বেলা ১টা হইতে ২টা বা রাত্রি ১২টা হইতে ২টার মধ্যে জ্বর আসে। কুইনাইন সেবন হেতু পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ বা উহা দ্বারা জ্বর আরোগ্য না হইলে। পাকস্থলী, প্লীহা বা যকৃতে বেদনা বা জ্বালা করা। চায়নার মত আর্সেনিক জ্বরের বিরামকালে ব্যবস্থেয়।

চায়না ও আর্সেনিকের প্রভেদ।

আর্সেনিক। দিনে ১টা হইতে ২টা বা রাত্রে ১২টা হইতে ২টার মধ্যে জ্বর কম্প বা শীত অথবা শীত না হইয়া জ্বর আসে, পূর্ব্ব লক্ষণ দুর্ব্বলতা, হাত পা ভাঙ্গা, হাইতোলা, মাথা বেদনা, মাথা ঘোরা, পেটে বেদনা, জলবৎ ভেদ, বুকে ভার বোধ, গা জ্বালা, ভিতরে ঠাণ্ডা বাহিরে তাপ, জ্বালাকর, উত্তাপ অতিশয় অস্থিরতা, ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম, অত্যন্ত পিপাসা, অল্প পানে তৃপ্তি,

চোক মুখ বসা বা ফোলা, জিহ্বা মধ্যে লাল, ঘাম না হইয়া গাত্র দাহ হইয়া জ্বর বিচ্ছেদ। নাড়ী দুর্ব্বল, গা ঝিম্ ঝিম্ করা। আর চায়নায়। জ্বর আসার সময়ের স্থির নাই, সকালে ৫টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অগ্রগামী বা পশ্চাৎগামী জ্বর, পূর্ব্ব লক্ষণ—পিপাসা, হাড়বেদনা, অতিশয় ক্ষুধা, হৃৎকম্প, শিরঃ-পীড়া, জলপানে শীতের বৃদ্ধি ও অন্যান্য রোগের বৃদ্ধি, অধিক ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়া, জিহ্বা হলদে, সাদা, নাড়ী অনিয়মিত শীত, তাপ ও ঘর্ম্ম এই তিন অবস্থা সমান।

সবিরাম জ্বর। যেখানে চায়না ও আর্সেনিকের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, সেখানে য়্যালষ্টেনিয়া কনষ্ট্রীটকা বিশেষ উপযোগী। কুইনাইন ও আর্সেনিক দ্বারা জ্বর আরোগ্য না হইলে, চিনিনম আর্সেনিকম ও ক্যালকেরিয়া আর্সেনিক ৩০ ও উপকারী, ক্যালকেরিয়া আর্স শিশুদের পক্ষে বিশেষতঃ গণ্ডমালা ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ইউক্যালিপটাস।—(Eucalyptus Globules Fevertree) পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক হয় ক্রম ১, ৩× ৬×। যে পল্লিতে এই বৃক্ষ থাকে সেখানে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না, আর যে পুষ্করিণীতে এই বৃক্ষের পাতা পড়ে সেই পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিলেও ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না। সবিরাম জ্বর, (কম্পজ্বর, পালা জ্বর, দৌকালীন জ্বর ইত্যাদি), রেমিটেণ্ট বা সল্পবিরাম জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, বিকার বা সন্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরে ইহা ব্যবহার হয়। বিশেষতঃ যখন কুইনাইন দ্বারা উপকার নাহয়। কোন রোগে ইউক্যালিপ্টাস প্রয়োগ হয় প্রচুর ঘর্ম্মের সহিত ক্ষয়কারী জ্বর। কাসি, হাঁপকাসি, জ্বরসংযুক্ত কাসি, রক্তামাশয়, প্রমেহ, প্রদর, প্রস্রাব বন্ধ রাত্রিকালীন যন্ত্রণাদায়ক বাত প্লেগ জ্বর ইত্যাদি।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফলিয়েটম (Eupatorium Perfol.) বৃক্ষ হইতে পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়। ক্রম—০ ১× ৩× ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া।— পাকস্থলী ও যকৃতের উপর ইহার ক্রিয়া অধিক।

প্রয়োগ লক্ষণ।—পিত্ত ধাতু, ম্যালেরিয়া জ্বরগ্রস্থ, হাড়ে ভগ্নবৎ বেদনা, বেদনার জন্য অস্থিরতা নড়া চড়ায় উপশম, পায়ে শোথ, সর্দ্দি, মাথা উচু করিয়া না রাখিলে শুইতে পারে না। গা খোলায় ও নড়া চড়ায় রোগের বৃদ্ধি।

জ্বরে ইউপেটোরিয়ম প্রয়োগের লক্ষণ।---পৃষ্ঠ ও হস্ত পদাদির হাড়ে মচ্‌কিয়া যাওয়ার মত বেদনা, নড়াচড়ায় উপশম, বেদনার জন্য অস্থিরতা, নড়িলেই শীত বা কম্প, নড়িলেই গা বমি বমি করা, পিপাসা, পিত্ত বমন, ঘর্ম্ম নাই বা সামান্য. এক বা দুই দিন অন্তর পালা, এক দিন কম এক দিন বেশী, অগ্রগামী পালা, একদিন প্রাতে আর এক দিন ১২ বারটায় জ্বর আসে। কোষ্ঠবদ্ধ, জলপানে বমন। পূর্ব্বলক্ষণ তৃষ্ণা ও গা বমি বমি, (আর্সেনিকে প্রায় অপরাহ্নে জ্বর আসে, পূর্ব্বলক্ষণ অবসন্নতা, উষ্ণাবস্থায় গাত্রদাহ, পিপাসা, অল্প পানে তৃপ্তি বা বমনোদ্বেগ বা বমন। বিরামকালে মুখ বসা ও ফুলা)।

ব্রাইওনিয়ার ন্যায় ইউপেটোরিয়মে—বুকে, পিঠে, মাথায় বা অন্যান্য অঙ্গে টাটানি মত বেদনা, মাথা ব্যথা, যকৃতে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ। ব্রাইওনিয়াতে সামান্য নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি, সামান্য নড়াচড়ায় ঘর্ম্ম, বেদনারজন্য পীড়িত পার্শ্বে স্থির থাকিতে হয়। ইউপেটোরিয়মে ঘর্ম্ম নাই বা সামান্য, বেদনার জন্য অস্থিরতা, পীড়িত পার্শ্বে শুইতে পারে না, নড়াচড়ায় বেদনার উপশম আর বেদনার স্বভাব হাড় সরে যাওয়ার মত, হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়।

কোন রোগে ইউপেটোরিয়ম ব্যবহার হয়—সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর সর্দ্দির জ্বর, চক্ষু জলপূর্ণ ও শ্বাসকষ্টসহ কাসি, বাত ইত্যাদি।

নেট্রম মিউরিয়েটিকম (NATRUM MURIATICUM)

পরিশ্রুত জলে আরক হয়—ষষ্ঠ ৬× হইতে সমুদয় ক্রম শোধিত সুরায় প্রস্তুত হয়। মাত্রা ৩, ৬, ১২, ৩০, ১০০, ১০০০ ক্রম ব্যবহার হয়।

প্রয়োগ লক্ষণ।—অত্যন্ত কাহিল, সামান্যতেই সর্দ্দি লাগে, কাশিলে চক্ষু দিয়া জল পড়ে। কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন কষ্টে বাহির হয়। প্রস্রাব অসামাল, অনিচ্ছায় বাহির হয়, চলিতে, কাসিতে হাঁচিতে প্রস্রাব নিঃসরণ হয়। পুরাতন রোগ, শিরঃপীড়া, (মাথার যন্ত্রনা) প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে। ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে গা বমি বমি করা, বমন পুরাতন জ্বর।

রোগের বৃদ্ধি বা আক্রমণ।—প্রাতে ১০।১১টা, পরিশ্রমে, গরমে, রৌদ্রে, অগ্নিতাতে, রাত্রি ৩টা হইতে বেলা ১০।১১ টা পর্য্যন্ত। প্রাতঃকালে ও বৈকালে। উপশম—বাতাসে, স্নানে, উপবাসে, উঠিয়া বসিলে

জ্বরে নেট্রম প্রয়োগের লক্ষণ।—শীত বা কম্প হাত পা ঠাণ্ডা (জেলস দেখ) বেলা ১০টা বা ১১টার সময় শীত করিয়া জ্বর আসে, ফাটিয়া যাওয়ার মত মাথা ব্যথা, পিপাসা, গা বমি বমি বা পিত্তবমন, উত্তাপকালে অত্যন্ত মাথা ব্যথা ও পিপাসা, ঘর্ম্ম, নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি; যকৃতে বেদনা. জ্বর ঠোঁটা বাহির হয়, নেট্রাম ৩০ বিরামকালে তিন মাত্রা করিয়া দিবে। নড়া চড়ায় অত্যন্ত ঘাম হয়, জিহ্বার উপর ফুস্কুড়ী, সকলই তিক্ত, লবণাক্ত, বা বিস্বাদী, ঠোঁট ফাটা, ঠোঁটে ফোস্কা, যকৃৎ ও প্লীহাতে বেদনা, জ্বর পশ্চাদগামী, পালা পেছিয়া যায়। আর্সেনিকে—পালা অগ্রগামী, নক্সভমিকাতেও অগ্রগামী। নেট্রমে জ্বর আসার সময় প্রাতে ৫—৮, ১০—১১ টা, বৈকালে ৪—৭টা পর্য্যন্ত বিশেষতঃ প্রাতে ১০—১১টা। নক্সভমিকার সময় প্রাতে ৬—৭, ১১টা—১২টা বৈকালে ৫—৯; সমস্ত রাত্রি থাকে। আর্সেনিকের সময়—সকল সময় ১টা হইতে ২টা, ৮টা হইতে ৬টা, রাত্রি ১২—২ পর্য্যন্ত। নেট্রমে—প্রাতে ও দিবসে বৃদ্ধি। আর্সেনিকে বৈকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি। নক্সভমিকা—ভোরে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। আর্সেনিক—তাপের সহিত শিরঃপীড়া আরম্ভ, ঘর্ম্মের পর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। নেট্রমে—শীতের সময় শিরঃপীড়া আরম্ভ, ঘর্ম্মে কিছু উপশম। নক্সভমিকায় শিরঃপীড়া অধিকক্ষণ স্থায়ী। আর্সেনিকে পিত্তবমন, সকল অবস্থাতেই জলপানের পর বমন। নেট্রমে উত্তাপকালে পিত্ত বমন। আর্সেনিকে কম্প ও তাপকালীন পিপাসা, ঘর্ম্মের সময় অধিক। নেট্রমে সকল অবস্থাতেই, পিপাসা। নেট্রমে—জিবের পাশে ফোস্কা, হলদে ময়লা, লবণাস্বাদ।

কি কি রোগে নেট্রম মিউর ব্যবহার হয়—পুরাতন জ্বর, সবিরাম বা পালা জ্বর, অসাধ্য রোগ, ম্যালেরিয়ার জ্বর, কুইনাইনের আটকান জ্বর। কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়, সর্দ্দি, অপাক, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি। প্রমেহ, শ্বেত প্রদর।

নক্সভমিকা (NUXVOMICA)

কুচিলা, ২০ ওভার প্রুফ স্পিরিটে আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ হরিতের আভাযুক্ত ঘাসের ন্যায়, মাত্রা—০ ১×৩×৬×৬ ৩০, ২০০ ক্রম ব্যব্যহার হয়।

প্রয়োগ লক্ষণ—খিট্‌ খিটে স্বভাব, সহজেই রাগ, শব্দ, গন্ধ ও আলো অসহ্য, সামান্য রোগে অসহ্যতা, চা, তামাক, সুরা, গরম মসলা বা আফিং খাওয়া ধাত,

অপরিমিত আহার জন্য পীড়া। নিষ্ফল চেষ্টাসহ কোষ্ঠবদ্ধ। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অধিক ঔষধ সেবন এবং রাত্রি জাগরণের মন্দ ফল। কোষ্ঠবদ্ধ সহ ক্ষুধা মান্দ্য, অজীর্ণ, মদ বা আফিং ব্যবহারের মন্দ ফল। বাতাসে গা কাঁটা দেয়। গা খুলিলে, জানালা খুলিলে শীত বোধ। তাপকালে তৃষ্ণা, বিরামকালে মাথা ভারি, মাথাঘোরা, যকৃৎ ও প্লীহাতে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, পেট ফাপা ও পেট বেদনা। শিরঃ দাঁড়ায় বেদনা, অনিদ্রা অম্ল পিত্তের লক্ষণ থাকে।

বৃদ্ধি।—সন্ধ্যার সময় ও শেষ রাত্রিতে, নিদ্রাভঙ্গের পর, ভোরে, কোষ্ঠবদ্ধে, বারম্বার মলবেগ কিন্তু মল বাহির হয় না বা অল্প বাহির হয়। সমস্ত বাহির হইল না বোধ, যেন রহিয়া গেল। আহারের পর বৃদ্ধি।

জ্বরে নক্সভমিকা প্রয়োগের লক্ষণ।—প্রত্যহ বা এক দিন অন্তর পালা জ্বর। রাত্রে, প্রত্যুষে, প্রাতে ৬—৭টা ১১টা ১২টা বৈকালে ৪—৯টা পর্য্যন্ত, কোষ্ঠবদ্ধ সহ সন্ধ্যাকালিন আক্রমণ ও সমস্ত রাত্রি বর্ত্তমান ৬—৭টা জ্বর, পূর্ব্বলক্ষণ পা কামড়ায়। গা হাত পা ভাঙ্গা, জ্বর অগ্রগামী, তৃষ্ণা, সামান্য নড়াচড়ায় বা গায়ের কাপড় খুলিলে শীত বোধ, শরীরের উপরাঙ্গে ঘাম, হাত জ্বালা।

জিহ্বা।—পুরু সাদা বা হলদে ময়লা, তিক্ত বা অম্ল।

নক্সভমিকার লক্ষণ সত্বে নিম্ন লিখিত রোগে। নক্স ব্যবহার হয়। পেট ফাপা, অপাক বা অম্ল ভেদ। কোষ্ঠবদ্ধ, সর্দ্দি নেবা, রজোধিক, শিরঃপীড়া খেঁচুনি, কোষ্ঠবদ্ধহেতু রোগ, মৃগী, পক্ষাঘাত, বাত, প্রমেহ, সবিরাম বা পালা জ্বর, একজ্বর, অতিসার সংযুক্ত জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ সহ জ্বর বা অন্য রোগ সন্ধ্যাকালীন আক্রমণ। একবার কোষ্ঠবদ্ধ একবার উদরাময় বা মিড়মিড়ে জ্বর সহ একবার কোষ্ঠ বদ্ধ ও একবার উদরাময়। শ্বাস বোধ সহ ধনুষ্টঙ্কারে খেঁচুনি, কোষ্ঠবদ্ধসহ মৃগীর খেঁচুনি, পক্ষাঘাত, হিষ্টিরিয়া পেটফাপা ও অনিদ্রা। পুরাতন ও কুইনাইনের জ্বর।

পদফাইলম (PODOPHYLLUM).

শোধিত সুরায় আরক হয়। ক্রম ৩×৬×।

জ্বর।—প্রাতে ৭টায় শীত, কথা মনে পড়ে না, ভুলবকার সহিত গায়ের তাত বাড়ে, তাত কমিলে পূর্ব্ব ঘটনা ভুলিয়া যায় তাপকালে অত্যন্ত

মাথা ব্যথা, পিপাসা। ন্যাবা, যকৃৎ বিবৃদ্ধ, পিত্তভেদ, কাদামত বা কাল মল, টক, তিক্ত ও গরম বমন।

সিড্রন (CEDRON.)

বৃক্ষের বীজ হইতে শোধিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়।—মাত্রা—১×, ৩×৩, ক্রম ব্যবহার হয়। সবিরামজ্বর—প্রতিদিন এক সময়ে আসে ও এক ভাব থাকে, এক প্রকার জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ, কুইনাইনের মত পর্য্যায় নিবারক গুণ আছে. জ্বর ঠিক নিয়মিত সময়ে উদয় ও এক ভাবের হইলে বিজ্বরে ব্যবহার করিলে ২।১ মাত্রায় জ্বর আসা বন্ধ হয়, শীত, কম্প, অপরাহ্নিক জ্বর, প্রত্যহ, ১।২ দিন অন্তর পালা। সময়—সন্ধ্যার ৬, প্রাতে ৪ অপরাহ্নে ৪ বৈকালে ৫টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাত্রি ৩টা, শীতাবস্থায়—তৃষ্ণা, হাত পা ঠাণ্ডা সামান্য নড়াচড়ায় শীত, মুখ গরম, নাকের ডগা ঠাণ্ডা, তাপ—শুষ্ক উত্তাপ, তৃষ্ণা, তাপ কমিলে ঘুম হবার ইচ্ছা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, ঘর্ম্ম—তাপের পর ঘর্ম্ম, প্রস্রাব অল্প, ঠিক এক সময়ে জ্বরের পুন পুন আক্রমণ এবং এক ভাবের জ্বর—ইহার প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ, উক্ত প্রকার শূল বেদনা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগ পালা করিয়া এক সময়ে আসে ও এক ভাবে থাকিলে সিড্রন ব্যবহার হয়।

পলসেটিলা (PULSATILLA.)

জ্বর।—বৃক্ষ হইতে পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয় মাত্রা—১×৬×৬× ১২, ৩০ ক্রম।

তৃষ্ণা শূন্য রাত্রিকালীন জ্বরে ইহা অমোঘ; উদরাময় থাকিলে আরো ভাল, লিলি এন্থ্যাল বলেন তৃষ্ণা থাক বা না থাক রাত্রি কালীন জ্বর,ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। সময় ৪।৫টা কেবল রাত্রিকালীন জ্বর, দিনে থাকে না। রাত্রিকালেই জ্বর ত্যাগ হয়। আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রি তৃষ্ণা বিহীন উদরাময়, সকল সময়েই শীত, নিদ্রাভাব কিন্তু নিদ্রা হয় না, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে শরীরের ভিতরে শুষ্ক উত্তাপ। ঘর্ম্ম একপাশে হয়, কেবল মাথায় ও মুখে, রাত্রি ও প্রাতে আধিক্য। রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি বা আক্রমণ। বিরামকালে—শিরঃপীড়া, অতিসার, আমাশা, ক্ষুধা লোপ, প্লীহা বা যকৃৎ পীড়া। প্রকার—সর্ব্বদা শীত, বৈকালে বেশী, হাত জ্বালা, সকল অবস্থাতেই পিপাসা শূন্য, প্রাতে ঘর্ম্ম, যে সকল রোগ সন্ধ্যায়,

রাত্রিকালে বিছানায় শয়ন করিলেও আহারের পর বৃদ্ধি হয়, তাহার পক্ষে ইহা বেশ ঔষধ।

কি কি রোগে পলসেটিলা ব্যবহার হয়—রাত্রিকালিন উদরাময় সহ জ্বর, লিভার, সর্দ্দি কাসি, হলদে সর্দ্দি নির্গত হয়। রাত্রিতে বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের ঋতুর অভাব। শ্বেত প্রদর, প্রসবের পর ক্লেদ বন্ধ, প্রসবের পর হেঁতেল ব্যথা; প্রসবের পর পা ফুলা। কর্ণ হইতে পুঁয পড়া, কান কামড়ান। কর্ণ মধ্যে ২।১ ফোঁটা পলসেটিলা দিলে তৎক্ষণাৎ কান কামড়ান আরোগ্য হয়। অপাক, উদরাময় রাত্রিকালীন বৃদ্ধি। আমরক্ত, ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত দ্রব্য আহার হেতু অসুখ, কডলিভার তৈল খাইয়া পেট বেদনা, হাম রোগে উদরাময়, সবিরাম জ্বর কোষ্ঠবদ্ধ অম্লপিত্ত রোগ, হিষ্টিরিয়া. ওভারিতে বেদনা, চক্ষুপ্রদাহ, হামের মন্দফল, পেট নাবা ও সঙ্গে সঙ্গে পেট ডাকা। বাতের বেদনা সরিয়া বেড়ায়।

মার্কুরিয়াস সল (MERCURIUS SOLUBILIS.)

তৃতীয় ক্রম পর্য্যন্ত চূর্ণ। ৬× হইতে শোধিত সুরা আবশ্যক।

জ্বর।—বাতাসে শীত বোধ, তৃষ্ণার অভাব। একবার শীত একবার গরম বোধ, গাত্রে ঘর্ম্ম, কাপড়ে লাগিলে হলদে দাগ হয়, ঘর্ম্মে আরাম বোধ হয় না, সর্দ্দি। বৈকালে, রাত্রিকালে বিছানার গরমে, ঘর্ম্ম হইলে, শীতল বাতাসে আর বেড়াইলে, বৃদ্ধি হইলে মার্কুরিয়াস উত্তম ঔষধ।

কি কি রোগে মার্কুরিয়াস ব্যবহার্য্য। গর্ম্মি, স্ক্রুকিউলাস, সর্দ্দি, চর্ম্মরোগ, উদরাময়, আমরক্ত, সাদা আমাসা, শূল বেদনা, পক্ষাঘাত, পিত্তজ্বর, যকৃৎ পীড়া, ন্যাবা, খেচুনি, রক্তস্রাব ইত্যাদি প্রায় সকল রোগে ইহা ব্যবহার হয়। রক্ত আমাশয়ে—মার্ক—কর, আর সাদা আমাশয়ে মার্ক—সল, দিবে। মাত্রা—২× ৩×৬×৩০× ব্যবহার হয়।

আর্ণিকা (ARNICA MONTANA).

পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক হয়, বর্ণ হরিতের আভাযুক্ত পাটল।

মাত্রা—১×৩×৬×১২×৩০×।

প্রয়োগ লক্ষণ।—আঘাত জনিত রোগ, সমস্ত শরীরে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বেদনা, বিছানা কঠিন বোধ, নরম স্থান পাইবার জন্য সরিয়া বেড়ান, বেদনার উপশমের জন্য সরিয়া বেড়ান (রসটক্স দেখ) শরীরের উপরাংশ গরম নিম্নাংশ ঠাণ্ডা, মস্তক ও মুখ গরম, শরীর শীতল। ডাকিলে উত্তর

দেয় কিন্তু পরক্ষণেই অজ্ঞান ও প্রলাপ। বিশ্রামে ও শয়নে বৃদ্ধি। নাড়াচাড়ায় উপশম (রসটক্স দেখ)।

জ্বর।—প্রাতঃকালে বিছানায় শীত, মুখ লাল, মাথা গরম হাত পা ঠাণ্ডা ও বেদনাযুক্ত, পিপাসা, নড়িলে শীত, ভিতরে গরম, সময় ঠিক নাই, প্রায়ই রাত্রি ৪টা বৈকালে বা অপরাহ্নে। উঠিয়া বসিলে মোহ (একন), আর্ণিকাতে হাতের চার দিকে আকর্ষক বেদনা। ইউপেটোরিয়মে হাড়ভাঙ্গার মত বেদনা। আর্ণিকাতে অধিক পানে বমন। ইউপেটোরিয়মে জলপানে গা বমি বমি করা। আর্সেনিক অল্প পানেও গা বমি বমি বা বমন। আর্ণিকার উষ্ণাবস্থায় মাংসের টাটানির আধিক্য। ইউপেটোরিয়মে উষ্ণাবস্থায় হাড়ের বেদনা ও মাথা ব্যথা বৃদ্ধি, আঘাত জনিত রোগের সহিত প্রবল জ্বর থাকিলে ইহার সহিত একন পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার হয়। আঘাত বশতঃ যে কোন রোগ হউক না কেন আর্ণিকা দ্বারা আরোগ্য হয়। ইহা দ্বারা উপকার না হইলে রসটক্স ব্যবহার হয়। এক পোয়া জলে আর্ণিকার আদত আরক ১০।১২ ফোটা মিশাইয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া আহত স্থানে প্রয়োগ হয়।

ওপিয়ম্। (OPIUM.)

অহিফেন।

পরীক্ষিত সুরায় আদত আরক প্রস্তুত হয়। বর্ণ লাল। ক্রম—১×৩×৩, ৭ ১২ ৩০ ১০০ পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়।

প্রয়োগ লক্ষণ।—বিকার জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, কোমা বা অচৈতন্যবৎ নিদ্রা, হা করিয়া অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষে অচৈতন্যবৎ নিদ্রা, অচৈতন্যবৎ নিদ্রা সহ নাক ডাকা ও ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া, নীচের চোয়াল নাবিয়া পড়া, কিছুতেই জাগান যায় না, জাগাইতে পারিলে অজ্ঞানের মত চতুর্দ্দিকে চাহে ও উত্তর দেয় না। আঃ উঃ করে, গোঙ্গানি, মুখমণ্ডল ঈষৎ নীলী আরক্তিম ও স্ফীত; কখন কখন রোগীর জীবনী শক্তি এমত হ্রাস হইয়া যায়, যে উপযোগী ঔষধ প্রয়োগেও প্রতিক্রিয়া আনিত হয় না, এমত স্থলে ওপিয়ম মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা বা মধ্যবর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ ব্যবস্থা করিবে। পেট ফাঁপা নাড়ী অপ্রাপ্ত বা ক্ষীণ। শরীর শীতল, মাথা গরম, গায়ে ঠাণ্ডা ঘাম বিশেষতঃ কপালে, গায়ের বস্ত্র ফেলিয়া দেয়। গাজ্বালা।

কোন রোগে ওপিয়ম ব্যবহার হয়।—বিকার বা সান্নিপাতিক জ্বর, খেঁচুনি, কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময়, মৃগী, ধনুষ্টঙ্কার, শিরঃশূল, শুষ্ক কাসি, পক্ষাঘাত, ইত্যাদি।

জ্বরে ওপিয়ম প্রয়োগের লক্ষণ।—গাত্রদাহ, ঘর্ম্ম হইলেও গাত্রদাহ। নাক ডাকা, মুখ খুলিয়া ও অর্দ্ধ নেত্র অচৈতন্যবৎ নিদ্রা। গায়ের বস্ত্র ফেলিয়া দেয়, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, নিম্ন অঙ্গ শুষ্ক ও উষ্ণ, উন্মাদ, গান করে; পালাইবার ইচ্ছা। মুখ ঈষৎ নীলী আরক্তিম,জাগাইতে পারা যায় না, পিত্তবমন, মুখ মলিন।

ল্যাকেসিস্। (LACHESIS.)

আমেরিকার সর্প বিষ। ন্যাজা। (NAJA.)

গোখরো সাপের মত সর্পের বিষ।

শোধিত সুরায় ১ × প্রথম ক্রম প্রস্তুত হয় ৬, ১২, ৩০, ১০০, ২০০ ক্রম ব্যবহার হয়। আর ন্যাজা ৩×৬ ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া উহাদের দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা আনে। তজ্জন্য মূর্চ্ছা,খেঁচুনি, সন্নিপাতিক বিকার প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কোন রোগে ব্যবহার হয়।—বিকার জ্বর, প্লেগ, বসন্ত, কার্ব্বঙ্কেল, পচা ঘা, বিসর্প (ইরিসিপেলাস), ডিপথিরিয়া, কলেরা, অতিসার প্রভৃতি রোগের সান্নিপাতিক অবস্থায়; সবিরাম জ্বর, কুইনাইনের দ্বারা আটকান জ্বর, রজো নিবৃত্তির পর রোগ, অনিদ্রা, শ্বাস রোধক কাস; খেঁচুনি ইত্যাদি।

জ্বর।—কম্পকালীন চাপিত হইতে ইচ্ছা, প্রতি আক্রমণে খেঁচুনি, হাত ও পায়ের তেলো জ্বালা, তাপকালে মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, অতিশয় গাত্রদাহ মুখমণ্ডলের আরক্ততা, পা ঠাণ্ডা, দুইটার পর বৃদ্ধি।

প্লেগ। (PLAGUE.)

এক প্রকার বিষ (Bacillus.) নিশ্বাস দ্বারা শরীরে প্রবেশ করিলে এই রোগ হয়। প্লেগ একটী সংক্রামক রোগ। কুঁচকি, বগল বা গলার বিচি প্রদাহিত হইলে বিউবনিক বা গ্রন্থি প্রদাহ যুক্ত প্লেগ বলে। ফুস্ফুস্ প্রদাহ হইলে নিউমণিক প্লেগ। রক্ত দূষিত হইয়া সান্নিপাতিক বিকার উপস্থিত হইলে সেপ্টিসেমিক প্লেগ আর কলেরার মত হইলে ইণ্টেষ্টাইন্যাল প্লেগ বলে।

ইগ্নেসিয়া।—প্লেগের প্রতিষেধক ঔষধ, কেননা ১৮৩৬ সালে কনষ্টান্টিনোপল নগরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব কালে যাহারা ইগ্নেসিয়া বিন হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্লেগ হয় নাই। আর ডাক্তার হনিঙ্গবার্জার—ইগ্নেসিয়া প্লেগ রোগে ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। ইউক্যালিপ্টাস ও প্লেগ জ্বরের বেশ প্রতিষেধক, বিষ নষ্ট করিয়া জ্বর আসা বন্ধ করে। (৫৬ পাতায় প্রশস্ত গুণ দেখ।)

প্রথম জ্বরাবস্থায়।—ইগ্নেসিয়া ৩× সেবন ও ব্যাডিএগা ১× কুঁচকি বা বিচির উপর তুলি ভিজাইয়া বার বার লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। ভুলবকা আদি প্রলাপ বা মাথার যন্ত্রণা ও মুখমণ্ডল আরক্তিম থাকিলে, বেলেডোনা ৬× বা ৩০ ও ইগ্নেসিয়া ৩০ সেবন ও কপালে বেলেডোনার জল পটি দিবে। ন্যাকড়া এক পুরু হওয়া চাই। একছটাক জলে বেলেডোনা ১০।১২ ফোঁটা মিশাইয়া লইবে।

পূর্ণ বিকার অবস্থায়।—নিম্ন লিখিত লক্ষণে ন্যাজা ৩ বা ৬ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাতালের মত অস্থিরতা, অবসন্নতা, শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞানতা, জীবনীশক্তির ক্রমে হ্রাস, নাড়ী লুপ্ত প্রায়, দেহ নীলবর্ণ ইত্যাদি। সকল অবস্থাতেই ন্যাজা দ্বারা উপকার হয়। ইহা দ্বারা উপকার না হইলে, ল্যাকেসিস্ ৩০ ব্যবস্থা করিবে। আর্সেনিকও আবশ্যক হয় (৫৪ পাতা দেখ)। নাড়ী গরম করিবার জন্য আর্সেনিক ৩০ ও কার্ব্বভেজ ৩০ ব্যবহার হয়।

নিউমনিয়া উপস্থিত হইলে—ফস্‌ফরাস ৩×, ৬ বা ৩০ আর আতিসারিক (ইণ্টেষ্টিন্যাল) লক্ষণ থাকিলে ভেরেট্রম ৬× ও আর্সেনিক ৬ বা ৩০। ঔষধের প্রশস্ত গুণ ও কলেরা চিকিৎসা দেখ।

হিমাঙ্গ অবস্থায় শ্বাস হইলে—শ্বাসকষ্ট আর নাড়ী লুপ্তপ্রাপ্ত বা মধ্যে মধ্যে লোপ হইলে হাইড্রোসায়েনিক এসিড ৬× ব্যবস্থা করিবে, গিলিতে না পারিলে গায়ের চামড়া বিঁধিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। (১৬ পাতা দেখ।)

সাইলিসিয়া। (SILISIA)

শ্বেত বালুকা, ৬× হইতে সমুদয় ক্রম শোধিত স্থরায় প্রস্তুত হয়।

জ্বর।—শীত, মাথা গরম, (বেলেডোনা দেখ) একটু পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয়।

বৃদ্ধি ও উৎপত্তি।---অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়, নড়িলে, প্রাতে, আর মাথার কাপড় খুলিলে, বৃদ্ধি হইলে সাইলিসিয়া উত্তম। সাইলিসিয়া কোন রোগে ব্যবহার হয়—ঘা, শোষ ঘা, আঙ্গুল হাড়া, ব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ ক্যানসার, টীকা দিবার পর পীড়া। কোষ্ঠবদ্ধ, গুট্‌লে মল মুখের কাছে আসে, আবার ঢুকিয়া যায়। শ্বেতপ্রদর, শয্যা মূত্র। অর্শ, কানে পূয, ছানি।

মাত্রা—৬ × ১২ × ৩০।

ক্যালকেরিয়া। (Calcaria Carbonica.)

প্রয়োগ লক্ষণ।—গণ্ডমালা ধাতু, যাহাদের সর্ব্বদা গাল গলা বেড়িয়া বিচি হয়, কখন পাকে, কখন ফোলে, দুর্ব্বলতা, রোগী সহজেই ঘামে ও ঠাণ্ডা লাগে। নিদ্রাবস্থায় মাথায় ঘাম, দন্ত উঠিবার সময় পীড়া, শীতল বায়ু ভাল লাগে না। যাহাদের সর্ব্বদা জলে দাঁড়াইয়া ও ভিজিয়া কাজ করিতে হয়। বৃদ্ধি প্রাতঃকালে বৈকালে, দুই প্রহর রাত্রির পর, ঠাণ্ডা বাতাসে, স্ত্রীসহবাসে, দুগ্ধ পানে ও পূর্ণিমার সময় বৃদ্ধি হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া উত্তম।

জ্বর।—পর্য্যায়ক্রমে শীত ও গরম, রাত্রিকালে গরম বোধ, হাত পা অত্যন্ত গরম, প্রাতঃকালে জিব শুষ্ক, গায়ে ঘর্ম্ম প্রাতে ও রাত্রে ঘর্ম্ম, কুইনাইনে আটকান জ্বর। মাত্রা—৬ × ১২ × ৩০। কি কি রোগে ক্যালকেরিয়া ব্যবহার হয়, ছানি, গাল গলার বিচি ফোলা, পুরাতন বাত, শিশুদের কষ্টে দাঁত উঠা, কোষ্ঠ বদ্ধ, উদরাময়, শ্বেত প্রদর, চর্ম্মরোগ ইত্যাদি সকল প্রকার রোগের পুরাতন অবস্থায় সাল্‌ফার পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়।

লাইকোপোডিয়ম (Lycopodium.)

পদ্ম মুকুল হইতে শোধিত সুরায় আদত আরক হয়।

মাত্রা—১২ ×, ৩০ ক্রম।

জ্বর।—হাত পার অবশতা সহ অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে জ্বর আসে। জ্বর উদয়ের সময়—তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, গা বমি বমি পরে কম্প, অম্লবমন, কোষ্ঠবদ্ধ, পুরাতন ম্যালেরিয়া গ্রস্ততা, পেট ফাঁপা।

বৃদ্ধি বৈকালে ৮ পর্য্যন্ত। কি কি রোগে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার হয়, অপাক, পেট ফাপা, মুখে জল উঠা, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ, সর্দ্দী, কানে পূঁয। মূত্র

গ্রন্থির প্রদাহ, যকৃতের পুরাতন প্রদাহ, শোথ, শ্বেতপ্রদর, বাত। মূত্রনলী দিয়া কাঁকর নাবার জন্য ক্যাকালে অসহ্য যন্ত্রণা।

ক্যালি-কার্ব্ব (KALICARB.)

পরিশ্রুত জলে প্রথম ক্রম হয়—তৃতীয় হইতে সমুদয় ক্রম শোধিত সুরায় প্রস্তুত হয়। ক্রম ৩×, ৬×, ১২, ৩০।

হৃৎপিণ্ড, ফুস ফুস্, পাকস্থলী, যকৃৎ এবং মূত্র যন্ত্রাদিতে ইহার কার্য্য প্রকাশ পায়। এজন্য ফুস্‌ফুসের পীড়া, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ক্ষয়কাশি, হুপিংকাশি, অজীর্ণ, অতিরজঃ, বাত, পক্ষাঘাত রোগে বিশেষ উপযোগী। বৃদ্ধদিগের রোগ আর রোগ থাকিয়া শরীর মোটা হওয়ার উপক্রম, এই ঔষধ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

জ্বর।—প্রত্যহ এক ভাবের জ্বর, জ্বরের সঙ্গে ঘুংড়ি কাশি, একা থাকিতে অনিচ্ছা (জেল্‌সেমিয়মের বিপরীত লক্ষণ। সময়—প্রাতে ৯টা, ১২টা বৈকালে ৫—৬ পর্য্যন্ত। লিভারে বেদনা, শীতের পর বমনেচ্ছা বা পিত্তবমন। বক্ষে বেদনা ও হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, চক্ষুর পাতা জোড়া লাগা। স্থির থাকিলেও পীড়িত পার্শ্বে শুইলে বেদনার বৃদ্ধি এটী ব্রাওনিয়ার লক্ষণের বিপরীত। ছুঁচ বিধার মত ও চিড়িক মারা বেদনা। চক্ষুর উপর পাতা ও ভ্রূর মাঝে একটী ক্ষুদ্র থলের মত ফোলা। পেট ফাপা, পেট বেদনাযুক্ত স্ফীত যেন পেট ফাটিয়া যাইবে। সামান্য শ্রমে ঘর্ম্ম, ও ঘর্ম্মে উপশম না হওয়া (ব্রাইওনিয়ার মত) পা ঠাণ্ডা, মুখ লাল ও গরম, আহারে অনিচ্ছা, বক্ষে, মাথায় ও পেটে বেদনা। জিহ্বার আগায় টাটানি মত বেদনা, আস্বাদন তিক্ত।

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস CARBO VEGITABLIS.

ক্রম—৬× ১২, ৩০, ২০০। ক্রিয়া অম্ল ও বায়ুনাশক। বৃদ্ধদিগের অগ্নিমান্দ্য, বুক জ্বালা ও অজীর্ণ।

প্রয়োগ লক্ষণ।—জ্বর ও কলেরা রোগের সান্নিপাতিক অবস্থা, জীবনীশক্তির হ্রাস, হাত পা ঠাণ্ডা, দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম, নাড়ী সূত্রবৎ কখন পাওয়া যায় কখন পাওয়া যায় না, পেট ফাপা, কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থায় যখন ভেদ ও বমন বন্ধ হইয়া গা হীম, নাড়ী পাওয়া যায় না, পেট ফাঁপা; স্বরভঙ্গ।

কার্ব্বভেজ ৩০, হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রয়োগে নাড়ী উঠে, গা গরম হয় এবং স্বরও সংশোধিত হয়।

জ্বর।—পালা জ্বরে শীতাবস্থায় প্রবল শীত. হাত, পা ঠাণ্ডা, গরম বোধ, দুর্ব্বলজনক ঘর্ম্ম, পিপাসা থাক বা না থাক, সান্নিপাতিক জ্বরে গায়ে দুর্গন্ধ, হাত পা ঠাণ্ডা, শীঘ্র শীঘ্র জীবনী শক্তির হ্রাস, সর্ব্বাঙ্গ হিম, ঠাণ্ডা ঘাম, দর্শন ও শ্রবণ শক্তির ব্যতিক্রম এবং নাড়ী সূত্রবৎ।

হেপার সলফর।—ক্যালকেরিয়া ও সলফার সহযোগে প্রস্তুত হয়। মাত্রা ৬×৩০ ব্যবহার হয়।

প্রয়োগ লক্ষণ।—পারদ ব্যবহারে মন্দ ফল। গণ্ডমালাগ্রস্থ শরীরে পুঁষ হওয়া, ঘড় ঘড় সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট কাশি, কানে পুঁয। ফোড়া ও ব্রণের উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করিলে বসিয়া যায় আর পুঁয হইয়া থাকিলে ফাটিয়া যায়।

জ্বর।—সর্দ্দি জন্য জ্বর, নড়িলেই ঘর্ম্ম, রাত্রিকালে ঘর্ম্ম, বাতাসে শীত। বৃদ্ধি—নিদ্রার সময়, স্পর্শ করিলে, আর প্রাতে বৃদ্ধি হইলে হেপার উত্তম ঔষধ।

সালফার (SULPHUR) গন্ধক।

সুরাসারে আদত আরক হয়। ৬×৩০ ২০০ অল্প মাত্রায় কফ নিঃসারক, চর্ম্মরোগ নিবারক. বেশী মাত্রায় বিরেচক।

প্রয়োগ লক্ষণ।—চর্ম্মরোগ বসিয়া যাওয়ার মন্দ ফল। চর্ম্মরোগ প্রবণতা ধাতু। লগুমালা ধাতু যেখানে রোগ লক্ষণ ঠিক করিতে পারা যাইতেছে না সেখানে ২।১ মাত্রা সালফার ব্যবস্থা করিলে রোগ লক্ষণ ঠিক হইবে অর্থাৎ উপযুক্ত ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। মাথার তেলো গরম, পায়ের তেলো জ্বালা করা, বিছানা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাহ্যে যাইতে হয়, বেগ সাম্লান যায় না।

জ্বর।—প্রত্যহ, ১।২ দিন অন্তর, প্রত্যহ দুইবার জ্বর, সকল প্রকার পালা জ্বর, হাত পায়ের তেলো জ্বালা করা, পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হইলেও জ্বালা করে। বৈকালে ও সন্ধ্যাবেলা জ্বর, একবার শীত একবার উত্তাপ বোধ। রাত্রিতে ও প্রাতে প্রচুর ঘাম। ভোরে পেট নাবে। দুগ্ধ পান করিলে অম্ল হয়। জিহ্বা সাদা মিশ্রিত হলদে পুনরায় জ্বর আসার পূর্ব্বে ক্রমশঃ পরিষ্কার

হয়। সাপ্তাহিক জ্বর বা শিরঃপীড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার তেলো গরম ও পায়ে তেলো ঠাণ্ডা।

বৃদ্ধি।—বৈকালবেলা, রাত বারটার পর, দাঁড়াইলে বা স্থির থাকিলে স্নান করিলে আর বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি হইলে সলফর উত্তম।

জ্বর চিকিৎসা।

সবিরাম ও সল্পবিরাম জ্বর কাহাকে বলে—(২৮, ২৯, ৩০ পাতা দেখ)।

সবিরাম জ্বরে ;—দিবসে তিনবার। সকালে, দুই প্রহরে ও সন্ধ্যায় তিন-বার করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, অর্থাৎ বিজ্বর অবস্থায় তিন মাত্রা, জ্বর ছাড়িবামাত্র ১ মাত্রা, মধ্যে এক মাত্রা আর জ্বর আসিবার পূর্ব্বে এক মাত্রা দিবে। জ্বর অবস্থায় যন্ত্রণা নিবারণের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে জ্বর আসা বন্ধ হয় না।

স্বল্পবিরাম জ্বরে।—জ্বরের প্রবল অবস্থায় যে ঔষধ আর জ্বরের হ্রাস বা কম অবস্থায়ও সেই ঔষধ দিবে। তবে যত কম অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ততই ভাল অর্থাৎ জ্বরকে ততই খাট করা যাইতে পারে। একটী জ্বর অবস্থায় আর একটী বিজ্বর অবস্থায় এ রকম ঔষধ ব্যবস্থা করিবে না। আশু সাংঘাতিক উপসর্গের বা যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গের চিকিৎসা আগে করিবে, যে ঔষধে একটী উপসর্গ সাম্য হইবে সেই ঔষধেই সমস্ত রোগ আরোগ্য হইবে। রোগের নূতন বা প্রবল অবস্থায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর আর পুরাতন বা দুর্ব্বল অবস্থায় দিনে ৩।৪ বার ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। সবিরাম জ্বর বা স্বল্পবিরাম জ্বর আদত রোগ হইতে পারে আর অপর রোগের উপসর্গও হইতে পারে যথা,—হাম জ্বর, সর্দ্দিজ্বর ইত্যাদি সকল রকম জ্বরেই নিম্নলিখিত ঔষধগুলির লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা করিবে। রোগ যত নূতন তত নিম্ন ক্রম ১× হইতে ৬× পর্য্যন্ত আর যত পুরাতন তত উচ্চ ক্রম ১২×৩০×২০০ ব্যবস্থা করিবে।

সবিরাম জ্বর, পালাজর বা সবিরাম ম্যালেরিয়ার জর।

শীত, উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবস্থা স্পষ্ট প্রকাশ পাইলে বা শীত বা কম্প থাকুক বা না থাকুক উত্তাপাবস্থার পর প্রচুর ঘাম হইলে চায়না ১×, ১ ফোঁটা বা কুই-নাইন এক গ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। শীত, উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবস্থা, এই তিন অবস্থা স্পষ্ট প্রকাশ না পাইলে কিম্বা একাবস্থার প্রাবাল্য বা সম্পূর্ণ অভাব থাকিলে বিশেষতঃ ঘামের পরিবর্ত্তে (ঘাম না হইয়া) অতিশয় গা জ্বালা থাকিলে

অথবা জ্বালা অধিকক্ষণ থাকিয়া ঘাম হইলে, আর্সেনিক ৬× (৫৫ পাতা দেখ)। কুইনাইনের জ্বর ও পুরাতন ঘুস্ ঘুসে জ্বরে পিপাসা ও গাত্রদাহ থাকিলে আর্সেনিক ৩০। অল্প পানে বমন বা বমনোদ্বেগ আর্সেনিকের আর একটী প্রধান লক্ষণ। পাকাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হেতু গা বমি বমি, বমন, উদরাময় বা মুখ দিয়া জলউঠা বিশেষতঃ জ্বর আসিলেই এই সমস্ত পাকাশয়িক লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইপিকাক ৬× দিবে। ইপিকাক দ্বারা কুইনাইনের দোষও উপশমিত হয়। আবশ্যক হইলে ইপিকাক, আর্সেনিকের সহিত পর্য্যায়ক্রমেও ব্যবহার হইতে পারে। পুরাতন বা কুইনাইন সেবনের পর সবিরাম জ্বরে পিপাসা ও গা জ্বালা থাকিলে আর্সেনিক দ্বারা উপকার হয়। পুরাতন জ্বরে অতিশয় মাথা ব্যথা, পিত্তবমন ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অথবা কেবল মাথার যন্ত্রণা সহ জ্বর বেলা ১০।১১ টায় আসিলে, নেট্রমসিউর ৬ বা ৩০। মুখে জ্বর ঠুঁসা বাহির হইলে নেট্রম আরও ভাল। অজীর্ণ দোষ বা কোষ্ঠবদ্ধ সহ সন্ধ্যাকালে বা বেলা দুই প্রহরে জ্বর আসিলে নক্সভমিকা ৬×, ৩০। যে জ্বরে পিপাসা থাকে না আর বেলা ৫টা হইতে রাত্রি মধ্যে আসে ও রাত্রিতেই ছাড়িয়া যায়, তাহার ঔষধ পল্‌সেটিলা। উক্ত জ্বরের সহিত উদরাময় থাকিলে পল্‌সেটিলা আরও ভাল। ভোরে বা প্রাতঃকালে জ্বর আসিলে—লক্ষণানুসারে নক্সভমিকা বা ব্রাওনিয়া ব্যবস্থেয় (পাতা ৩৯ ও ৫৯ দেখ)।

ছেলে ও যুবাদের জ্বরে।—জ্বর আসিলেই রোগী ঝিমিয়ে পড়ে বা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলে (একালা থাকিতে ইচ্ছা)। জেল্‌সেমিয়ম ১× বা ৩×। আর শিশু নিদ্রাকালীন দাঁত কিড়মিড় করে, অস্থির নিদ্রা বা নিদ্রা হইতে ঘন ঘন চিৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলে সিনা। চুন বা খড়ি গোলার মত প্রস্রাব হইলেও সিনা ১—, ৪× ব্যবস্থেয়। প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে জ্বর আসিলে ও এক ভাবে থাকিলে সিড্রন ৩×। হাড়ে হাড়ে বেদনা বিশেষতঃ হাতের কব্জিতে ভগ্নবৎ বা মচকান মত বেদনা থাকিলে—ইউপেটোরিয়ম। ঔষধ সেবনে কোন ফল না হইলে বা বার বার রোগ পালটাইলে কিম্বা চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া জ্বর হইলে সলফর ৩০।

কুইনাইন দ্বারা আটকান জ্বরে বা কুইনাইন দ্বারা জ্বর না সারিলে বা রোগী পূর্ব্বে কুইনাইন সেবন করিয়া থাকিলে—লক্ষণানুসারে আর্সেনিক নেট্রমমিউর,

নক্সভমিকা, জেল্‌সেমিয়ম, ইউক্যালিপ্টাস, কার্ব্বভেজ, এ্যালষ্টোনিয়া—কন্‌ষ্টীট্‌কা অধিক জলের পিপাসা কিন্তু জল উদরস্থ হইবা মাত্র হলুদ জলের বমন আর পুরাতন জ্বর যেখানে রোগী বারম্বার বেশী মাত্রায় কুইনাইন খাইয়া জ্বরকে বন্ধ করিয়া বা চাপিয়া রাখে এ্যালষ্টোনিয়া—কনষ্টীট্‌কা সেবনে আরোগ্য হয়। দ্বিপ্রহরাভিমুখে ভয়ানক কম্প ও শিহরণ সহ জ্বরের আক্রমণ আর প্রবল নিদ্রার ইচ্ছা থাকিলে এ্যান্টিমণি-ক্রুডম দিবে। শিশুদের উদরাময় সংযুক্ত জ্বরে—নিদ্রাবস্থায় চমকান, (বেলেডোনা দেখ) আতঙ্ক, সহজেই রাগ, অনবরত কাঁদিতে থাকে, কোলে করিয়া বেড়াইলে চুপ করে, গরম ঘাম বিশেষতঃ মাথায়, উদরাময়, বমন, পেট ঠোশ মারা বা ফাঁপা পেট কামড়ানি, মল বিছড়াযুক্ত জলবৎ ও গরম, মল দুর্গন্ধযুক্ত এই সকল লক্ষণ থাকিলে ক্যামমিলা ৬×। আর হলুদবর্ণ, কাদার মত, কাল বা চা খড়ির মত মল, যকৃতের পীড়া ও ন্যাবা থাকিলে পডফাইলম ৬×।

যেখানে জ্বরের বিরাম কালে হাতে পায়ে খাল ধরা, কলেরার মত ভেদ বা ভেদ ও বমন আদি লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেখানে ভেরেট্রম এল্বম ব্যবস্থা করিবে। শিশুদের জ্বরের প্রতি আক্রমণে মৃগির মত খেচুনি হইলে, ল্যাকেসিস ৬×, ৩০। (বেলেডোনা এবং ক্যামেমিলাও খেচুনির ঔষধ ৪৮ ও ৩৭ পাতা দেখ)।

পুরাতন জীর্ণ জ্বরে প্রবল শীতের সহিত পুনঃপুনঃ আক্রমণে কার্ব্বভেজ ৬×।

একজ্বর, কন্টিনিউড বা রেমিটেণ্ট ফিভার (সামান্য বা কঠিন্য)

সর্দ্দি জ্বরে নাসিকা হইতে জলবৎ সর্দ্দি স্রাব হইলে একোনাইট ৬× দ্বারা আরোগ্য হয়। সকল রকম জ্বরের প্রথমাবস্থায় অস্থির জ্বালাজনক গায়ের তত ও ভয়ানক পিপাসা আর ঘাম না থাকিলে একোনাইট ৩× বা ৬× ব্যবস্থা করিবে। ঘাম থাকিলে বেলেডোনা ৬× দিবে। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা থাকিলে বা ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা লাগিলেও বেলেডোনা ৩× বা একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। নিদ্রাকালীন প্রলাপ বা ভুলবকা থাকিলে বা চোখ মুখ লাল বা লালচে থাকিলেও বেলেডোনা ৬× আর জ্বরের সঙ্গে খেঁচুনি থাকিলেও বেলেডোনা ৩× বা ৬×। একন ও বেল পর্য্যায়ক্রমে ও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু গায়ে অধিক ঘাম থাকিলে একোনাইট দিবে না। রোগী কৃমি ধাতু হইলে বা খড়ি গোলার মত প্রস্রাব হইলে সিনা ১× বা ৩× দিবে। গায়ে

বেদনা বা বেদনা সহ শুষ্ক কাশি থাকিলে ব্রাওনিয়া ৬× দিবে। একন ও ব্রাই পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার হয়। ব্রাওনিয়াতে গায়ে ব্যথা ও চট্ চটে ঘাম থাকে একোনাইটে ঘাম থাকে না বা সামান্য থাকে। জ্বর বাড়িলেই যদি রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে বা নিঝুম হইয়া থাকে, জেলস্ ১× দিবে। ঠোঁটে জ্বর ঠুঁটা বা ফোস্কা বাহির হইলে রসটক্স ৬× আর গায়ের বেদনার জন্য রোগী সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিলে ও রস্টক্স দিবে। সঙ্গে সঙ্গে কাশি থাকিলে রসটক্স ও ব্রাওনিয়া পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

প্রবল জ্বর গাত্রদাহ শিরঃপীড়া ও সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য, শ্লেষ্মা বা পিত্ত বমন থাকিলে ভেরেট্রম ভিরিডি। ভেদ,বমন বা বমনেচ্ছা থাকিলে ইপিকাক ৬× ও ব্যবস্থা করা যায়। আবশ্যক হইলে ইপিকাক অন্য ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

অষ্টাহ কাটিয়া জ্বর পুরাতন হইয়া পড়িলে বা স্বল্পবিরাম জ্বর সবিরাম জ্বর হইয়া পড়িলে—বিজ্বরে বা জ্বরের কম অবস্থায় ১ গ্রেন মাত্রায় দিবসে তিনবার করিয়া কুইনাইন দিবে। কুইনাইন খাইয়া থাকিলে আর্সেনিক ৬× বা ১২ দিবে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আসিলে আগে নক্স-ভমিকা ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে উপকার না হইলে লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবে (দরকার হইলে পূর্ব্বলিখিত ঔষধগুলির প্রশস্ত গুণ দেখ)।

জ্বর আরোগ্যের পর বৃবদ্ধিত প্লীহা বা লিভারের ঔষধ সিওনোথস অ্যামেরিকান্স আর শোথে ইউক্যালিপ্টাস, আর্সেনিক, এপোসাইনম, এপিস, (শোথ রোগ দেখ)।

বিকার জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, জ্বরের উপসর্গ-বিকার বা সান্নিপাতিক অবস্থা, অতিসারের বা কলেরার উপসর্গ বিকার বা সান্নিপাতিক অবস্থা।

ভুলবকাদি প্রলাপ বিশেষতঃ নিদ্রাকালীন ভুলবকা থাকিলে বেলেডোনা ৩× বা ৬×। প্রলাপের সহিত চোক মুখ লাল থাকিলে ও বেলেডোনা দিবে। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বেলেডোনা প্রয়োগের আর একটী বিশেষ লক্ষণ। উন্মাদ রোগীর মত ভয়ানক প্রলাপ থাকিলে—ষ্ট্রামনিয়ম ১×, ৩×। বিড় বিড় করিয়া বকা, বিছানা টানা বা আঁচড়ান আদি মৃদু প্রলাপে হাওসায়েমস্ ৬× দিবে। রোগী সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিতে থাকিলে রসটক্স ৬×। কাশি

থাকিলে বিশেষতঃ হাঁচিতে, কাশিতে ফিক ব্যাথার মত বেদনা লাগিলে ব্রাইওনিয়া। বেলেডোনা, হাইওসারেমস আর রসটক্স এই তিনের লক্ষণেই চক্ষু লাল থাকে বিশেষতঃ বেলেডোনার লক্ষণে।

উদরাময় বা অতিসার সংযুক্ত বিকার জ্বরে বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায় ব্যাপ্টিসিয়া ১× দিবে। বমন বা বমনোদ্বেগ অথবা নাক দিয়া রক্তপড়া থাকিলে, ইপিকাক ৬× অন্য ঔষধের সহিত ব্যবস্থা করা যায়। বিকার অবস্থায়—নাক দিয়া রক্তপড়ার আর একটী ঔষধ টেরেবিন্থিনা ৬×। টেরেবিন্থিনা প্রস্রাব বন্ধেরও একটী ঔষধ। অন্ত্র হইতে বা মুত্র নালী হইতে রক্তস্রাব হইলে ও টেরিবিন্থিনা তাহার ঔষধ। অনৈচ্ছিক জলবৎ ভেদে ও জীবনী শক্তির হ্রাস, চোক মুখ বসা ও অবসন্নতা থাকিলে—ভেরেট্রম এল্বম ৬× বা ১২×। সান্নিপাতিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন গায়ের তাতের বৈলক্ষণ্য হয়, কখন স্বাভাবিক কখন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম তাত, নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ বা সূতার মত সরু, কখন কখন পাওয়া যায় না। গাজ্বালা, অতিশয় পিপাসা—ইত্যাদি বর্ত্তমানে আর্সেনিক ৩০। অবসন্ন ও সঙ্গে সঙ্গে অতিসার থাকিলেও আর্সেনিক দিবে। সান্নিপাতিক অবস্থায় শীতল ঘর্ম্ম ও পেট ফাঁপা থাকিলে—কার্ব্বি-ভেজ ৩০×। নাড়ী এত সরু যে টের করিতে পারা যায় না বা মধ্যে মধ্যে মোটেই পাওয়া যায় না, শ্বাসকষ্ট বা শ্বাস হওয়া বা একবার জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে আবার পরক্ষণেই মড়ার মত স্থির হওয়া, একরকম অবস্থায়—হাইড্রোসায়েনিক এসিড ৬×। ৫।১০।১৫ মিনিট অন্তর দিবে।

বিকার অবস্থায় অচৈতন্যবৎ নিদ্রায় বিশেষতঃ অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষে অজ্ঞানবৎ নিদ্রায় অপিয়ম ৬× বা ১২× এবং বেলেডোনা ১২× বা ৩০। মনোভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ, বিছানা কঠিন বোধ হেতু সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করিলে—আর্ণিকা ৬× দিবে।

মূর্চ্ছা, খেঁচুনি বা দাঁতিলাগা থাকিলে—বেলেডোনা অপিয়ম, হাইড্রোসায়েনিক এসিড, খেঁচুনি বা আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা রোগের চিকিৎসা দেখিয়া চিকিৎসা কর।

নিউমনিয়া থাকিলে, ফস্‌ফরাস (৩×, ১২ বা ৩০)। ঘড় ঘড় শব্দ থাকিলে এন্টিমণি—টার্ট ও ফসফরাস পর্য্যায় ক্রমে। নিউমনিয়ার চিকিৎসা দেখ। বক্ষে

ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাশি থাকিলে এ্যান্টিমণি টার্ট ৬×। ক্যাপিলারিব্রংকাইটিজ থাকিলেও এন্টিমণি টার্ট। বুক পিঠ তুলা বাঁধিয়া রাখা উচিত। প্লুরিসি থাকিলে—ব্রাইওনিয়া ৬×। (প্লুরুসির ব্যাখা ও চিকিৎসা দেখ) পক্ষাঘাত হইলে পক্ষাঘাতের ব্যাখ্যা ও চিকিৎসা দেখ।

বেডসোর বা শয্যাক্ষত* হইলে—রেড়ির তৈল অর্দ্ধ ছটাক ও ক্যালেনডিউলার আদত আরক ২০ ফোঁটা মিশাইয়া—পুরান নেপের তুলায় মাখাইয়া ঘায়ে বসাইয়া দিবে কিন্তু অগ্রে নিমপাতার বা গাঁদা পাতার জলে ঘা ধুইয়া লইলে ভাল হয়। জল গরম হওয়া চাই। মাংসের ও ব্রথ দুগ্ধ পথ্য দিবে। চক্ষে ঘা হইলে ফটকিরির জলে চক্ষু ধুইয়া দিবে। সাইলিসিয়া ৩০ ঘায়ের বেশ ঔষধ। অর্দ্ধ ছটাক পরিষ্কার জলে ২।১ গ্রেণ বা ১ কুচ আন্দাজ ফটকিরি দিলেই হইবে (চক্ষু রোগ দেখ) রোগ আরোগ্যের পর বল পাইবার জন্য এসিডফস ৬× বা ৩০× ব্যবস্থা করিবে।

জ্বরে বা বাত শ্লেষ্মাদি বিকার জ্বরে ঠোটে ও জিবে ঘা হইলে সোহাগার খৈ চুর্ণ চারি আনা ও মধু অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ একত্র মিশাইয়া, আঙ্গুলে করিয়া ঠোটে ও জিবে লাগাইয়া দিলে জিব ও ঠোটাদি মুখের ঘা ভাল হয়। মার্কুরিয়স-সল ৬× মুখের ঘার বেশ ঔষধ।

জ্বর চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ দিয়াছি, সেই সকল লক্ষণ যে কেবল জ্বর রোগে প্রয়োগের লক্ষণ তা নয়, যে কোন রোগে সেই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিবে, সেই রোগেই সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে সকল লক্ষণের নীচে একটী লম্বা রেখা টানা দেখিতে পাইবে, তাহাই প্রধান লক্ষণ। যে কোন রোগে যে কোন ঔষধের অন্ততঃ ২।১টী প্রধান লক্ষণ থাকিবে সেই রোগে সেই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

যথা।—সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, হাম, বাত, কাসি প্রভৃতি যে যে রোগে গায়ে, বুকে, পিঠে, মাথায়, পেটে, লিভারে বা যে কোন স্থানে বেদনা হইলে, যে বেদনা, নড়িলে চড়িলে, হাঁচিলে কাসিলে বৃদ্ধি হয় সেই সেই রোগে ব্রাওনিয়া ব্যবস্থা করিবে। কেননা—নড়া চড়ায় বেদনার বৃদ্ধি এই লক্ষণটী ব্রাওনিয়ার একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বর, কাসি প্রভৃতি যে সকল রোগ

---

* বাত শ্লেষ্মা জ্বর বিকারে রোগী অনেক দিন চিত হইয়া বা এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকে বলিয়া পিঠে ও পার্শ্বে ঘা হয়। এই ঘাকে শয্যাক্ষত বলে।

সকালে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় সেই সকল রোগে নক্সভমিকা ব্যবস্থা করিবে। কারণ সকালে ও সন্ধ্যায় রোগ বৃদ্ধি হওয়া নক্সভমিকার একটী প্রধান লক্ষণ। যে সকল রোগে গা বমি বমি বা বমন বর্ত্তমান থাকে সেই সকল রোগে ইপিকাক ব্যবস্থা করিবে। যে কোন রোগে ছেলেদের খড়ি গোলার মত প্রস্রাব হইবে, তাহাতে সিনা দিবে। জ্বর বা উদরাময়াদি রোগে পানে রোগের বৃদ্ধি হইলে আর্সেনিক দিবে। জ্বরাদি রোগে চোক মুখ লাল হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করিবে। কেননা চোক মুখ লাল বেলেডোনার একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বরে নিদ্রাকালীন ভুলবকা থাকিলেও বেলেডোনা দিবে কেননা—নিদ্রাকালীন ভুলবকা বেলেডোনার আর একটী প্রধান লক্ষণ। যদি দুইটী ঔষধেরই প্রধান লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে সেই দুইটী ঔষধই পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে যথা। জ্বরে গায়ে ব্যথা, চোক মুখ লাল ও নিদ্রাকালিন ভুল বকা থাকিলে। ব্রাওনিয়া ও বেলেডোনা পর্য্যায়ক্রমে দিবে। গায়ে ব্যথার জন্য ব্রাওনিয়া আর চোক মুখ লাল ও নিদ্রাকালীন ভুলবকার জন্য বেলেডোনা। সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের উপসর্গ যেমন অন্য রোগ হইয়া থাকে, তেমন অন্য রোগের উপসর্গ ও সবিরাম এবং স্বল্পবিরাম জ্বর হয়। যথা উদরাময় বা আমাশয় সংযুক্ত জ্বর, বসন্ত, হাম ইত্যাদি।

অতিসার সংযুক্ত জ্বরের চিকিৎসা।

শিশুদিগের দন্ত উঠিবার সময় উদরাময় হইলে, জলবৎ ভেদের সহিত বিছড়া বিছড়া মল থাকিলে ক্যামমিলা ১২। পেট কামড়ান বা পেট ফাঁপা থাকিলেও ক্যামমিলা দিবে। সাদা আমাশয়—মার্ক-সল ৬× প্রবল জ্বর থাকিলে একোনাইট-সহ পর্য্যায় ক্রমে দিবে। রক্ত আমাশয় মার্ক-কর প্রবল জ্বর থাকিলে একন সহ, আর পেটে অসহ্য কামড়ানি থাকিলে—কলোসিন্থ ৩ বা, ৬×। বেলেডোনাও আমাশয়ের ঔষধ বাহ্যের পূর্ব্বেই পেট বেদনা থাকিলে বেলেডোনা ৬×। জ্বর না থাকিয়া ছেলেদের পিত্ত বা অম্ল ভেদও বমন থাকিলে—আইরিস ৩×। ঠাণ্ডা লাগিয়া ভেদে—ডলকেমারা। উদরাময় সংযুক্ত জ্বরে পিপাসা না থাকিলে পলসেটিলা আর বমন বা বমনেচ্ছা থাকিলে ইপিকাক ৬×।

হাম জ্বরের চিকিৎসা।

জ্বর আসিলে বা জ্বর বাড়িলে রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলে আর কোষ্ঠবদ্ধ ও সর্দ্দি থাকিলে—জেলিসেমিনম ৩×, ইহাতেও হাম বাহির

হয়। হাম জ্বরের প্রথমাবস্থায় সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রবল জ্বর অস্থিরতা খুস খুসে কাসি, পিপাসা, মাথা ব্যথা, হাঁচি ইত্যাদি থাকিলে বা কেবল ভয়ানক পিপাসা সহ অস্থির জ্বালা জনক ও ঘর্ম্ম হীন ভয়ানক গায়ের তাত থাকিলে একোনাইট দিবে। ভয়ানক মাথা ব্যথা, চোক মুখ লাল, গাত্রে ঘর্ম্ম বা কেবল কপালে ঘর্ম্ম থাকিলে বেলেডোনা, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বোধ হইলেও বেলেডোনা, শুষ্ক কাসি, কাসিলে মুখ লাল হয় ও রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলেও বেলে ডোনা। গায়ে ব্যথা বা কাসি, কষ্টে শ্লেষ্মা উঠা, কাসিলে বুকে ব্যথা লাগা ইত্যাদিতে ব্রাওনিয়া দিবে। হাম ভাল বাহির না হইলে বা হাম লাট খাইয়া বা বসিয়া গেলেও ব্রাওনিয়া দিবে। চোক ও নাক দিয়া জল পড়িতে থাকিলে ইউফ্রেসিয়া ৩×, বমন বা বমনোদ্বেগ সহ কাসি বা উদরাময় থাকিলে ইপিকাক ৬×। জ্বরের সঙ্গে উদরাময় থাকিলে জ্বরের লক্ষণানুসারে একন, বেল বা ব্রাই সহ পালসেটিলা ৬× দিবে। জ্বর সারিয়া বা হামের পরবর্ত্তি উপসর্গ, কাসি, উদরাময়, কানে পুঁজ ইত্যাদি উপস্থিত হইলেও পলসেটিলা দিবে। দুর্ব্বলতা নিবারণার্থে চায়না ৬× বা ৩০। হাম রোগে নিউমনিয়া, প্লুরুসি, খেঁচুনি ইত্যাদি যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হইবে, সেই সকল উপসর্গের চিকিৎসা দেখিয়া চিকিৎসা কর।

পান বসন্তের চিকিৎসা।

একোনাইট ৩× ও রসটক্স ৬× পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিলেই রোগ আরোগ্য হয়। অতিশয় মাথা ব্যথা থাকিলে একোনাইটের সঙ্গে বেলেডোনা ৬× দিবে। গাত্র কুণ্ডয়ন (গা কুট কুট করা) থাকিলে এপিস্ ৩× বা ৬×।

বসন্তের চিকিৎসা।

প্রথমাবস্থায় একোনাইট ৩× বা ৬× ও বেলেডোনা ৬× দিবে। প্রবল জ্বর ও সঙ্গে সঙ্গে জলবৎ ভেদ থাকিলে—ভেরেট্রম ভিরিডি ৩× দিবে। পুঁয পূর্ণ গুটীর সঙ্গে সঙ্গে জ্বর বমন বা বমনোদ্বেগ থাকিলে এ্যাণ্টিমণি-টার্ট ৩× বা ৬× দিবে। এ্যাণ্টিমণি-টার্ট আগা গোড়া সকল অবস্থাতেই অন্য ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে। গুটি বসিয়া গেলে জেল্‌সেমিয়ম ১× দিবে। অতিশয় কুণ্ডয়ন বা চুলকানি আর রাত্রিকালে চুলকানির বৃদ্ধি হইলে এপিস্ মেল ৩×। সান্নিপাতিক অবস্থায় প্রবল জ্বরের সহিত ভুলবকা

থাকিলে ভেরেট্রম ভিরিডি ৩× ও বেলেডোনা ১ ×। সান্নিপাতিক অবস্থায় উদরাময় ও অস্থিরতা থাকিলে আর্সেনিক ১২ বা ৩০ও ব্যাপটিসিয়া ৬×, কাসি থাকিলে ব্রাইওনিয়া ও এ্যান্টিমণি টার্ট। নিউমনিয়া হইলে—এ্যান্টিমণি-টার্ট ও ফস্‌ফরাস ৬× ।

ইরিসিপেলাস বা বিসর্প রোগের চিকিৎসা।

প্রবল জ্বরের সহিত চর্ম্মের উপর প্রদাহ, প্রদাহিত স্থান ক্রমেই বাড়িতে থাকে। চর্ম্মের উপর ছোট ছোট ব্রণ বাহির হয়। ইহা মুখ মণ্ডলেই হয়, অন্য স্থানে হইলে ইরিথিমা বলে। (৬৫ পাতা দেখ)।

পীড়িত স্থান স্ফীত, লাল ও বেদনাযুক্ত হইলে বেলেডোনা ১× বা ৩× ও একোনাইট১× বা৩× । স্ফীততা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকিলে এপিস ৩×, জ্বাল, ও হুল বেধনবৎ বেদনা থাকিলেও এপিস দিবে। জ্বালাকর বেদনার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্নতা পিপাসা ও অস্থিরতা থাকিলে আর্সেনিক ৬×বা ৩০। ফোস্কা বা ব্রণ জলপূর্ণ হইলে বা উহা হইতে রস পড়িতে থাকিলে রসটক্স ৬ ×। ফোস্কাতে জ্বালা থাকিলেও রস দেওয়া যায়। প্রদাহিত স্থান বা ব্রণ পচিতে আরম্ভ হইলে ল্যাকেসিস ৬×। এক স্থানের ব্রণ আরোগ্য হইয়া অন্য স্থানে উৎপন্ন হইলে পলসেটিলা ৬× বা ৩০ দিবে। ঘা বা ফোস্কার জ্বালার উপর মাখম লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হয়। ষ্টার্চ পীড়িত স্থানে ছড়াইয়া দিলেও জ্বালা নিবারণ হয়।

আমবাতের চিকিৎসা।

জ্বর সংযুক্ত আমবাতে একোনাইট ৬× ও পলসেটিলা ৬× পর্য্যায়ক্রমে দিবে। সর্দ্দি জনিত হইলেও একোনাইট দিবে। অতিশয় চুলকানি থাকিলে এপিস ৩×। অজীর্ণ বশতঃ হইলে পলসেটিলা ৬×, নক্সভমিকা ৬। অর্দ্ধেক জল-মিশ্রিত এক বলকা দুগ্ধের সহিত চুণের জল, মিশাইয়া পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

উপসর্গ রোগ।

মস্তক ও শিরদাঁড়ার রোগ।—উপসর্গ রোগ আসল রোগও হইতে পারে আর আসল রোগের উপসর্গও হইতে পারে। (৬ পাতা দেখ) একখানি বাঁশের ঘর তৈয়ার করিতে, যেমন ছোট বড়, মোটা, সরু, চ্যাপ্‌টা প্রভৃতি নানারকম বাঁশ, খুটি, দড়ি আদি আবশ্যক হয়, তেমনি দেহকঙ্কাল বা

দেহের ঠাট (skeleton) তৈয়ার করিতে ছোট, বড়, মোটা, সরু, চ্যাপ্টা, নরম ও শক্ত নানা রকম হাড়, লিগামেণ্ট বা বন্ধনি আদি আবশ্যক হয়।

যেমন ঘরামিরা মটকার বাঁশ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ মটকা হইতে বাঁশের খিলান দুইদিকে ঝুলাইয়া দিয়া ঘরের কাটাম করে আর রৌদ্রে ও বৃষ্টি হইতে রক্ষার্থ খড় বা পাতা দ্বারা ছাউনি করিয়া উহার মধ্যে বাস করে। উক্ত ঘরের মধ্যে দেওয়াল বা বেড়া দিয়া আবশ্যক মত ছোট ও বড় কামরা বা কুটুরী তৈয়ার করিয়াও থাকে। তেমনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা মেরুদণ্ড বা পিঠের শিরঃদাড়া (spine) অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ উহা হইতে হাড়ের খিলান দুইদিকে বেড় দিয়া একটী বড় ঘর তৈয়ার করিয়াছেন। আর দেহ রক্ষার্থ কল কব্জাদি যন্ত্র গুলি বসাইবার জন্য হাড় বা মাংসের দেওয়াল বা বেড়া দিয়া আবশ্যক মত ছোট ও বড় কুটুরী তৈয়ার করিয়াছেন। এই কুটরীকে গহ্বর (cavity) বলে। যথা—মস্তক গহ্বর, মুখ গহ্বর, বক্ষ গহ্বর উদর গহ্বর। উক্ত কল কব্জাদি যন্ত্রগুলিকে রৌদ্রে ও বৃষ্টি হইতে রক্ষার্থ চামড়া ও চুল দিয়া ছাউনি দিয়াছেন। কলকব্জাদি ম্যারামতের জন্য ঔষধেরও সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু উহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অচল হইলে তিনি পুরাতন দেহ নষ্ট করিয়া আর একটী নূতন দেহ সৃষ্টি করেন।

কল বা যন্ত্র। (ORGANS)

মস্তক গহ্বর মধ্যে—মস্তিষ্ক বা মগজ।

মুখ গহ্বর মধ্যে—জীব, স্বরযন্ত্র, লাল গ্রন্থি।

বক্ষ গহ্বর মধ্যে—পাকস্থলী, যকৃৎ বা লিভার, প্লীহা, মূত্রযন্ত্র, অন্ত্র, স্ত্রী লোকের পোনাড়ী, ও ডিম্ব কোষ ইত্যাদি।

যে মেটিরিএল বা মসলা দ্বারা দেহের কলকব্জাদির গঠন হইয়াছে সেই মসলাকে টিসু বা তন্তু বলে।

২২ খানি হাড় সংযোগে মস্তক বা মুণ্ডু নির্ম্মিত, তন্মধ্যে আটখানি খোলের মত হাড় যোড়া লাগিয়া মস্তক গহ্বর তৈয়ার হইয়াছে। বাকি চোকের হাড় নাকের হাড়, গালের হাড়, তালু বা টাগরার হাড় ইত্যাদি উক্ত হাড় সংযোগে চোকের গর্ত্ত, নাকের গর্ত্ত, মুখের গর্ত্ত বা মুখের গহ্বর আছে।

বোনকে হাড় বলে। মাথার নক্সা (৬পৃষ্ঠা দেখ।)

ফ—ফ্রন্ট্যাল বোন ১ খানি। প—পেরিএট্যাল বোন ছুপাশে ২ খানি। স—টেম্পোর‍্যাল বোন দুইপাশে ২ খানি। এ—স্ফিনয়েড বোনের অংশ। ও—অকসিপিটাল বোন ১ খানি। এবং স্কিনএড বোনের খোল তলায় থাকিয়া মস্তক গহ্বর তৈয়ার হইয়াছে। এই গহ্বর মধ্যে মস্তিষ্ক বা মগজ অবস্থিতি করে। মগজকে জ্ঞান যন্ত্রও বলে (brain)। অক্সিপিট্যাল বোন বা মাথার পেছনের হাড়ের নীচে (অর্থাৎ ঘাড়ে) একটী গোল ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রে শিরঃ-দাড়ার সহিত মানাইয়া মস্তক শিরঃদাড়ার উপর এমনভাবে বসান আছে যে মগজ থেকে কোন জিনিষ নাবিয়া শিরঃদাড়ার ভিতর দিয়া বরাবর তলা পর্য্যন্ত আসিতে পারে।

৩৩ খানি রকমারি টুক্‌রা টুক্‌রা হাড় গ্রথিত হইয়া পিঠের শিরঃদাড়া (spine) তৈয়ার হইয়াছে। প্রত্যেক টুক্‌রাকে ভাটিব্রা বলে। প্রত্যেক ভার্টিব্রার মধ্যে ছিদ্র থাকাতে, সমস্ত দাঁড়াটী নলের মত হইয়াছে। এই নলের ভিতর এক প্রকার জিনিস পোরা। এই জিনিসকে মজ্জা (marrow) বলে। শিরঃদাড়া গুহ্যদেশে শেষ হইয়াছে। মস্তিষ্ক ও শিরঃদাড়ার মজ্জা ঘৃতবৎ স্নেহ-পদার্থ।

দড়ির গুছির মত এক প্রকার জিনিস শিরঃদাড়ার তলা হইতে বরাবর মগজে পর্য্যন্ত গিয়াছে। শিরঃদাড়ার তলা থেকে মগজ পর্য্যন্ত উক্ত দড়ির গুছির মত জিনিসকে স্পাইন্যাল কর্ড বা স্নায়ুগুচ্ছ বলে।

স্নায়ু কি।—স্নায়ু (nerve) দড়ির মত জিনিস। স্পাইন্যাল কর্ডের স্নায়ু গুচ্ছের) আগাগোড়া দুইপাশ দিয়া দুটী করিয়া স্নায়ু উঠিয়া শাখা প্রশাখায় শিরা ও ধমনীর সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিস্তৃত হইয়াছে। স্নায়ু শিরা বা ধমনীর মত ফাপা নহে। ৯ জোড়া স্নায়ু মাথায় মগজ থেকে আর ৩০ জোড়া পিঠের শিরঃদাড়ার মজ্জা থেকে উঠিয়াছে অর্থাৎ মগজ ও মজ্জার মধ্যস্থ কর্ড থেকে। মগজ ও মজ্জা ঘৃতবৎ স্নেহ পদার্থ। স্নায়ু দেহের কর্ত্তা, স্নায়ু সমস্ত কল কব্জাদি যন্ত্র গুলিকে কার্য্য করাইতেছে।

স্নায়ু দুই প্রকার—(১) মোটার বা গতিশক্তিপ্রদ। (২) সেন্সরি বা স্পর্শানুভব জ্ঞানশক্তিপ্রদ। মোটার স্নায়ু দ্বারা গতিশক্তি, নড়াচড়া, সংকোচন ও প্রসারণ কার্য্য সম্পন্ন হয় আর সেন্সরী স্নায়ু দ্বারা স্পর্শ করিলে, ঠাণ্ডা, কি গরম চিম্‌টী কাটিলে বা কাটিয়া গেলে বেদনা অনুভব হয়। শ্রবণ, দর্শন, ও ঘ্রাণ,

অনুভব, গতি, শক্তি, স্নায়ু দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। সমস্ত শরীরের খবরাখবর স্নায়ু দ্বারা মগজে যায়।

কোন স্থানে আঘাত লাগিলে, কি চিমটি কাটিলে কি রোগ হইয়া যন্ত্রণা হইলে এই খবর স্নায়ু বহিয়া মগজে যায়, মগজে আসিয়া উপস্থিত হইলেই আমরা সেই যন্ত্রণা অনুভব করি। প্রত্যেক স্নায়ুর দুইটী করিয়া মূল, একটীকে মোটর ও অপরটীকে সেন্সরী মূল বলে। কোন সেন্সরী মূল কাটিয়া শিরঃদাড়ার কর্ড থেকে তফাৎ করিয়া দিলে, সেই স্নায়ুর খবরাখবর মগজে যাওয়া বন্ধ হইয়া যায়, সেই স্নায়ুর অধিনে সে সকল স্থান বা যন্ত্রাদির বাস তাহারা কাটিয়া গেলেও টের পাওয়া যায় না। আঘাত লাগিয়া বা কোন রোগ বশতঃ কোন সেন্সরী স্নায়ুর কার্য্য স্থগিত হইলেও মগজে খবর যাওয়া বন্ধ হয়। পা নাড়িতে ইচ্ছা করিলে সেই ইচ্ছা মগজে উদয় হয়। মগজ থেকে ইচ্ছা শিরঃ-দাড়ায় কর্ড বহিয়া সেই পায়ের স্নায়ু মূল দিয়া ঘুরিয়া গিয়া স্নায়ুর শাখা প্রশাখা দিয়া পায়ে যায় যে পা নাড়িতে ইচ্ছা করিয়াছি সেই পায়ে ইচ্ছা তরঙ্গ উপস্থিত হইলে সেই পা আমরা নাড়ি বা সেই পা নড়ে। যে কোন স্থান নাড়িবার ইচ্ছা মগজ হইতে যাইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে আমরা সেই স্থানকে নাড়ি বা সেই স্থান নড়ে। তবেই কোন মোটর স্নায়ুর মূল কাটিয়া কর্ড থেকে তফাৎ করিয়া দিলে সেই স্নায়ুর অধিনে যে সকল স্থান আছে, সেই সকল স্থান নাড়িতে ইচ্ছা করিলে সেই স্থান নাড়িবার ইচ্ছা মগজ হইতে সেই সকল স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না,কাজেই ইচ্ছা করিলেও সেই স্থান নাড়িতে পারি না বা নড়ে না। মূলে আঘাত লাগা বা রোগ হেতু উক্ত মোটার স্নায়ুর কার্য্য স্থগিত হইলে ইচ্ছা করিলেও উক্ত স্থানের নড়া চড়ার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কোন স্থানের নড়া চড়ার ক্ষমতা গেলেও পক্ষাঘাত বলে আর চিমটী কাটিলে বেদনা মালুম না হলেও অর্থাৎ সাড় গেলেও পক্ষাঘাত বলে।

স্নায়ু নিজে কায করে না কোন জিনিসকে কায করায়, সে জিনিসটি কি? মাংস। সকল যন্ত্রাদি মাংসে তৈয়ারি।

কতকগুলি মাংসের স্তবককেই মাংস বা মাংসের তাল বলে (Bundles of Musdes)। কোন স্থানের মাংসকে পৃথক করিলে, সেই পৃথক পৃথক স্তবককে বা এক একটী মাংসকে পেশী বা মাংস পেশী বলে (Muscle)। প্রত্যেক

পেশী একটি হাড় হইতে উঠিয়া গাঁইট পার হইয়া আর একটি হাড়ে যুক্ত, এতেই হাড়গুলি খেলে।

পক্ষাঘাতকে ইংরাজিতে প্যারালিসিস্ বলে। সাড় ও নড়া চড়ার ক্ষমতা দুই একবার গেলে, তাহাকে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। আর কেবল সাড় গেলে বা কেবল নড়া চড়ার ক্ষমতা গেলে তাহাকে অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। সর্ব্ব-শরীরে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হইলে, জ্যানাব্যান প্যারালিসিস বলে; এ রকম পক্ষাঘাত হইলে, রোগী তৎক্ষণাৎ মরে। অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাতকে হেমিপ্লিজিয়া বা অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত বলে, কোমর থেকে পায়ের তলা পর্য্যন্ত পক্ষাঘাতকে প্যারাপ্লিজিয়া বলে। মুখের পক্ষাঘাতকে ফেসিএল প্যারালিসিস্ বলে। চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাতকে টোসিস বলে, জিব ও স্বর যন্ত্রের পক্ষাঘাতকে গ্লসোল্যারিঞ্জিএল্ প্যারালিসিস্ বলে। যে পক্ষাঘাতে অঙ্গ কাঁপে তাহাকে প্যারালিসিস্ এ্যাজিট্যান্স বলে। মাংস শুকাইয়া গেলে ওয়েষ্টিং প্যারালিসিস্ বা পল্সি বলে। যে পক্ষাঘাত হইলে রোগীর চলন দেখিলে বোধ হয় যেন অপরের চলন নকল করিতেছে ও মাতালের মত চলে, ইহাকে লোকোমোটার এ্যাটাক্সি বলে।

পক্ষাঘাতের কারণ কি? ক্ষুদ্রাকারে পক্ষাঘাত হয়। বাত থেকে পক্ষাঘাত হইলে রিউম্যাটিক প্যারালিসিস্ বলে। পারা থেকে পক্ষাঘাত হইলে মার্কুরিএল প্যারালিসিস্ বলে। সীসে থেকে পক্ষাঘাত হইলে লেড-পলসি বলে। মগজের বা শিরঃদাড়ার অসুখ হলে কি উহাদের উপর ঘা ঘো লাগিলেও পক্ষাঘাত হয়। মজ্জা মিগজ ঢাকা পর্দ্দার অসুখ হলেও পক্ষাঘাত হয়। স্নায়ুর বল কমিলেই মাংসের বল কমিল, মাংসের বল গেলেই পক্ষাঘাত হয়।

পক্ষাঘাতের চিকিৎসা।

একোনাইট ১×—৬×, পক্ষাঘাতের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আফিং খাওয়া অভ্যাস থাকিলে নক্সভমিকা ৩×, ৬× আর কোষ্ঠ বদ্ধ, অজীর্ণ, অরুচি বা অম্লরোগ থাকিলেও নক্সভমিকা ব্যবস্থা করিবে। বাত হইতে পক্ষাঘাত হইলে রস্টক্স ৬×। ঝিন্ ঝিন্ করে আর স্পর্শে মালুম হয় না। কিন্তু ছুঁচ দ্বারা বিঁধিলে মালুম হয় এরকম পক্ষাঘাত একোনাইট ৩× দিবে। চক্ষু, জিব ও হাতপায় পক্ষাঘাত জেলসেমিয়ম ১× বা ৩×। শিশু হাঁটিতে অক্ষম হইলে ওজেলসমিনম

৩×। মাংস শুকাইয়া যাইলে ও সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠ বদ্ধ এবং মল ছাগল নাদির মত হইলে সর্ব্বাঙ্গীন বা একাঙ্গীন পক্ষাঘাতে প্লম্বম ৩×। ঠাণ্ডা লাগিয়া, ভিজিয়া বা আর্দ্রতায় পক্ষাঘাত হইলে বিশেষতঃ দক্ষিণ অঙ্গে আর পীড়িত অঙ্গে কনকনানি বেদনা থাকিলে রসটক্স ১×, ৩× বা ৬× দিবে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া বা ভিজিয়া বা আর্দ্রতায় পক্ষাঘাত হইলে ডলকেমারা ৬× ও একোনাইট ৩× বা ৬× উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঠাণ্ডা লাগিয়া মুখ মণ্ডলের পক্ষাঘাতে কষ্টিকম ৬× উত্তম ঔষধ।

ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া বা হামাদি গাত্রকণ্ডু হঠাৎ লুপ্ত বা বসিয়া যাওয়াতে অথবা হিষ্টিরিয়া ও সংন্যাসাদি মূর্চ্ছা রোগের পর স্থানিক বা সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত ও সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা থাকিলেও কষ্টিকম। ঘূর্ণী থাকিলে কষ্টিক আরও ভাল। জিবের বা মুখের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাতেও কষ্টিকম উত্তম।

বৃদ্ধদিগের হস্ত পদাদি কম্পন আর সর্ব্বাঙ্গীন অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাতে ব্যরোইটা-কার্ব্ব ৬×। মুখও জিবেব পক্ষাঘাতে ও ব্যরোইটা দিবে। ব্যরোইটা কর্ব্বের লক্ষণ—পা ও হাঁটু লটপট করা, মাতালের মত অস্থির চলন আর কোমরের মাজায় বেদনা। নূতন পক্ষাঘাতে একোনাইটের মত আর্নিকা কার্য্যকর বিশেষতঃ শিরঃ দাঁড়ায় আঘাত বশতঃ পক্ষাঘাতে আর্নিকা উপযোগী।

প্যারাপ্লিজিয়া বা কোমর থেকে পায়ের তলা পর্য্যন্ত পক্ষাঘাতে সিকেলি কর্ণিউটম ৬×। অনিচ্ছায় মল মূত্র ত্যাগ আর আক্রান্ত স্থান শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যাওয়া সিকেলি কর্ণিউটমের প্রধান লক্ষণ।

পুরাতন পক্ষাঘাতে—সলফর ৩০× ব্যবস্থেয়। পারা ব্যবহার জন্য পক্ষাঘাতে সলফর ৬×, ৩০, নাইট্রিক এসিড ৬×, অরম ৬×।

লেডপলসি বা সিসা দ্বারা বিষাক্ত হইয়া পক্ষাঘাত হইলে, কিউপ্রম এসেট ১২। ওপিয়ম ১২। মলভাণ্ডারের পক্ষাঘাতে, লাইকো পোডিয়ম ৩০ দিবে। গল কোষের পক্ষাঘাতে বেলেডোনা ৬×, ১২×, ডলকেমারা ৬×। মূত্র নালীর পক্ষাঘাতে বেলেডোনা, ডলকেমারা ও ক্যান্থারিস ৬×। হাত পা ও মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাতেও ডলকেমারা আবশ্যক হয়। লোকোমোটার এ্যাটাক্সি ও বর্দ্ধনশীল পক্ষাঘাতে, এলিউমিনম মেটালিকম ৬×, ৩০। পুরাতন পক্ষাঘাতে মধ্যে মধ্যে, সলফার ৩০ ব্যবস্থা করিবে।

পক্ষাঘাত আক্রান্তস্থানে মর্দ্দন ও নড়া চড়ার বিশেষ উপকার হয়। ব্যাটারি

ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল হয়। এ্যামনিয়া লিনিমেণ্ট ও ক্যাজুপুটী তৈল সমপরিমাণে মিশাইয়া মালিশ করিলেও উপকার হইতে পারে। উক্ত লিনিমেণ্টের গন্ধ অতি উগ্র এজন্য খাইবার ঔষধের নিকট রাখা উচিৎ নহে।

নিউর‍্যালজিয়া বা স্নায়ুশূল বা শূল বেদনা।

ঠাণ্ডা লাগিয়া, আঘাত লাগিয়া. ম্যালেরিয়া দোষে বা আহারের অত্যাচারে অজীর্ণাদি কারণে স্নায়ুতে যন্ত্রণাদায়ক বেদনা হইয়া থাকে কিন্তু ফোলেও না আর লালও হয় না। স্নায়ুতে প্রদাহ হইলে ফোলে আর লাল হয়। স্নায়ুর প্রদাহকে নিউরাইটীজ বলে। নিউরাইটীজ অপেক্ষা নিউর‍্যালজিয়াই সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। নিউর‍্যালজিয়া আদত রোগও হইতে পারে আর অপর রোগের উপসর্গও হইতে পারে। ইহা আবার সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বরের মত পালা করিয়া আসে বা কম হইয়া ক্ষণেক পরে বাড়িয়া উঠে।

প্রদাহ ও শূল বেদনার স্বভাব, খোঁচা বেঁধা বা কাটিয়া দেওয়ার মত, জ্বালা করা, দপ্‌দপকরা, কন্‌কন্ করা ইত্যাদি।

শূলবেদনা সকল স্থানেই হইতে পারে মাথায় হইলে শিরঃশূল। অর্দ্ধশিরশূল, কপালশূল, আধ কপালিয়া হৃৎপিণ্ডে হইলে হৃৎশূল বা বক্ষশূল। দন্তমাড়িতে হইলে দন্তশূল। কর্ণে হইলে কর্ণশূল। পেটে হইলে উদরশূল। ইত্যাদি।

প্রদাহ ও শূল বেদনার প্রভেদ। প্রদাহের স্থান ফোলে, লাল হয়, গরম হয় এবং বেদনাযুক্ত হয়। বেদনা নানাপ্রকার কামড়ানি, দপ্‌দপানি কন্‌কনানি, টন্‌টনানি, ছুরি বা হুল বেঁধনবৎ, জ্বালাকর, কাটিয়া দেওয়ার মত টাটানি মত ইত্যাদি। শূল বেদনার স্থান ফোলেও না লালও হয় না আর গরমও হয় না কেবল যন্ত্রণা হইতে থাকে, রোগী বেদনার জন্য কাতর ও অস্থির হইয়া পড়ে এমন কি চিৎকার করিতে বাধ্য হয়।

প্রদাহ ও শূল রোগের চিকিৎসা।

কর্ণশূলে—২।১ ফোটা পলসেটিলা ৬× কর্ণ মধ্যে দিলে, তৎক্ষণাৎ কাণকামড়ান ভাল হয়। পলসেটিলায় ভাল না হইলে বা কর্ণ মধ্যে ব্রণ, ঠাণ্ডা লাগা বা আঘাত হেতু প্রদাহ হইয়া যন্ত্রণা হইলে বেলেডোনা ৩× সেবন ও গরম গরম গমের বা ময়দার পুলটিস্ ব্যবস্থা করিলে সত্বই যন্ত্রণা দূর হয়। বেলেডোনার

দ্বারা সম্পূর্ণ উপকার না হইলে মার্কুরিয়স্-সল ৩× । ব্রণ পাকিলে হেপার ৬× দ্বারা গলিয়া যায়।

শিরঃশূল, অর্দ্ধ শিরঃশূল, কপালশূল ও অর্দ্ধ কপালশূলে বেলেডোনা ৬× । নক্সভমিকা ৬×,আর্সেনিক ৬×,চায়না ৬×,ইগ্নেসিয়া, ৩× ৬×,কফিয়া ৬×, ব্রাইওনিয়া ৬×, সিড্রন ৬× ।

মুখমণ্ডলের শূলে—একোনাইট ৩×, ৬×, বেলেডোনা ৩×৬× । আর্সেনিক ৬× ফসফরাস ৬×, কলসিন্থ ৩× ৬× স্পাইজিলিয়া ৩× ।

হৃৎশূলে—ভেরেট্রম ভিরিডি ৬×, স্পাইজিলিয়া ৩×, বেলেডোনা ৩×, ১×, ৩× ।

উরুতের শূলে—একোনাইট ১× ৩× ৬× । বেলেডোনা ৩× ৬। রসটক্স ১× ৩× ৬। কলসিন্থ, আর্সেনিক।

পাকস্থলী শূলে ও অন্ত্র শূলে (উপর পেট ও নীচ পেট) নক্সভমিকা ৩× কলসিন্থ ৩× ৬, আর্সেনিক ৩× ৬× । পাঁজরার শূলে (pleurodyuia) একোনাইট ৩×৬×। ব্রাইওনিয়া ৩×৬× । আর্সেনিক ৩×৬× । র‍্যানন কিউলাস ১×, ৩× । কলচিকম্ ৩×, সিমিসিফিউগা ৩× । ম্যালেরিয়া জনিত স্নায়ু শূলে —চায়না ১x, কুইনাইন ১x, আর্সেনিক ৬x । জ্বর চিকিৎসার মত বিরামকালে ব্যবস্থা করিবে।

আঘাত জনিত প্রদাহ বা শূল বেদনায়—আর্ণিকা ৬x ও প্রদাহ বা শূল বেদনার নূতন অবস্থায় একোনাইট ১x ৩x সেবনে বিশেষ উপকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে একোনাইট ১x ১০।১২ ফোঁটা রোগীর সহ্যমত ঠাণ্ডা বা গরম জলে মিশাইয়া, উহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া বাহ্যিক ব্যবস্থা করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

মুখমণ্ডলের স্নায়ু শূলে আমরা একোনাইট ১x, ৩x ব্যবস্থা করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। যন্ত্রণা ভয়ানক কঠিন আকার প্রকাশ হইতে থাকিলে আর রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইলে একোনাইট দ্বারা উপকার হয়। রক্ত প্রধান ধাতু বা বলবান ব্যক্তির পক্ষে একোনাইট উত্তম ঔষধ। নাক দিয়া পাতলা সর্দ্দি স্রাব একোনাইট প্রয়োগের একটী প্রধান লক্ষণ। দপ্ দপানি বেদনা নড়াচড়া বা গতিতে, শব্দে বা গোলমালে, আর আলোক বৃদ্ধি হইলে বেলেডোনা ১x ৩x বা ৬x দ্বারা উপকার হয়। পীড়িত স্থান রক্তবর্ণ আর

রাত্রিকালে বৃদ্ধি বেলেডোনা প্রয়োগের আর একটী প্রধান লক্ষণ। কাসিলে, হাঁচিলে, নড়িলে বা হেঁট হইলে বেদনার বৃদ্ধি হইলে ব্রাইওনিয়া ৩x ৬x দিবে। মোটা শরীরে বেলেডোনা বেশ কায করে। আবশ্যক হইলে একোনাইটের সহিত বেলেডোনা বা ব্রাইওনিয়া অথবা ব্রাইওনিয়ার সহিত বেলেডোনা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা যায়।

জ্বালা করা বা ছিঁড়িয়া যাওয়ার মত বেদনা যে জন্য রোগী অস্থির হইয়া পড়ে বা ছট্‌ফট্‌ করে এরকম বেদনায় আর্সেনিক ৩x বা ৬x। রাত্রিকালে পরিশ্রমে ও স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি আর সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা অস্থিরতা ও সর্দ্দি থাকিলে আর্সেনিক উত্তম।

কাটিয়া দেওয়ার মত অসহ্য বেদনা অতিশয় জোরে জোরে আসে (আর দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে) যে জন্য রোগী চিৎকার করিতে বাধ্য হয়, বালিশ আঁকড়াইয়া ধরে, উপুড় হইয়া পড়ে বা পীড়িত স্থান চাপিয়া ধরে এরকম বেদনায় কলসিন্থ ৩x বা ৬x দিবে। বেদনার উপর চাপিলে উপশম বোধ কলসিন্থের একটী প্রধান লক্ষণ। শিশুর পেটের উপর হাত দিয়া চাপিলে যদি ক্ষণেকের জন্য চুপ করে তাহা হইলে তাহাকে কলসিন্থ দিবে। মুখ মাথা উরু ও পেটের শূল বেদনায় চাপিলে যদি কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয় তাহা হইলে কলসিন্থ দিবে। কন্‌কনানি বেদনায় বিশ্রামে বা স্থির থাকিলে বৃদ্ধি ও নড়াচড়ায় উপশম বোধ হইলে রসটক্স ১x, ৩x, ৬x দিবে। রাত্রিকালে বৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে বাত থাকিলে রসটক্স আরো উত্তম। হাত পায়ে শূল বেদনা ঠাণ্ডা বাতাসে বা মেঘলায় বৃদ্ধি হইলে রডডেণ্ড্রন ৬x। মুখের এক পার্শ্বে শূল বেদনা আর বেদনার স্থান বরফের মত ঠাণ্ডা হইলে ভেরেট্রম এল্বম ৬x। উচ্চ পেট ডাকা ও স্ফীততা সহ উদর শূলে ও ভেরেট্রম এল্বম দিবে। পেরেক বেঁধার মত কঠিন অসহ্য বেদনায় কফিয়া ৩x। সর্ব্বাঙ্গীন কম্পন সহ শূল বেদনায় জেলসেমিনম ১x ৩x। মস্তক ও মুখমণ্ডলে কাটিয়া ফেলা বা ছিঁড়িয়া ফেলার মত অথবা হেঁচকানি বেদনা যাহা নড়িলে বা হেঁট হইলে বৃদ্ধি হয় বিশেষতঃ চক্ষু আক্রান্ত হইলে স্পাইজিলিয়া ১x বা ৩x। ভ্রূ ও চক্ষু পর্য্যন্ত আক্রমণে বেলেডোনা ৩x উত্তম ঔষধ। রোগ একগুঁয়ে হইয়া থাকিলে ২।১ মাত্রা সলফার ৬x বা ৩০ দিবে। বেলা ১০।১১ টায় বেদনা আরম্ভ, রাত্রিকালে বৃদ্ধি এবং প্রাতে অদৃশ্য হইলে তাহার ঔষধ সলফার ৬x, ৩০x।

বেদনার স্থানে মালিস।—ফাইটোলেক্কা আদত আরক বেদনার স্থানে মালিস করিলে, বেদনার উপশম হয়। বেলেডোনা ও একোনাইট আদত আরক বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ১০।১২ ফোঁটা আরক অর্দ্ধপোয়া জলে মিশাইয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া ব্যবস্থা করিবে।

শিরঃপীড়া, মাথা ব্যথা (Headache)

শিরঃপীড়া আদত রোগও হয় আর জ্বরের উপসর্গও হয়। চিকিৎসা একই রকম জানিবে। কপালে ও রগে দপ্‌দপানি বেদনা চক্ষু পর্য্যন্ত দপ্‌দপ বা টন্‌টন করে, এরকম বেদনায় একোনাইট ৩x বা ৬x দিবে। সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি বা জ্বর থাকিলেও একোনাইট দিবে। একোনাইটের দ্বারা উপকার না হইলে বেলেডোনা ৬x বা একোনাইট ও বেলেডোনা পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়। বেলেডোনার মাথা বেদনা একোনাইটের অপেক্ষা প্রবল। আর নড়াচড়ায় বা চোক নাড়িলে বিশেষতঃ আলোকে ও শব্দে বৃদ্ধি বেলেডোনা প্রয়োগের একটী প্রধান লক্ষণ। কপাল ফাটিয়া মস্তক বাহির হইয়া পড়িবে এরকম বোধ হইলে ব্রাইওনিয়া ৬x দিবে। মাথা ভারি ও নড়াচড়ায় বা হেঁট হইলে বেদনার বৃদ্ধি ইহা ব্রাইওনিয়া ও বেলেডোনা উভয় ঔষধ প্রয়োগের লক্ষণ। অন্য লক্ষণের প্রভেদ দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। সন্দেহস্থলে দুটী ঔষধই পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা যায়। অজীর্ণ হেতু শিরঃপীড়ায় নক্সভমিকা ৬x, কান ভোঁ ভোঁ করা, ভেদ ও বমন বা বমনেচ্ছা সহ অচৈতন্যকর শিরঃপীড়ায় ভেরেট্রম ভিরিডি ৩x। বমনোদ্বেগ ও বমন সহ শিরঃপীড়ায় কলসিন্থ ৬x, আইরিস ৩x, নক্সভমিকা ৬x বা সিপিয়া ৬x। দন্ত বেদনা সহ মাথা ব্যথায় মার্কুরিয়স সল ৬x ও বেলেডোনা ৬x। পিত্তবমন ও অরুচি হইলে পল্‌সেটিলা ৬x। কর্ণ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইলে পল্‌সেটিলা ৬x, বেলেডোনা ৬x। চাপিলে বেদনার উপশম হইলে কলসিন্থ ৬x দিবে। দুগ্ধের সহিত চুনের জল মিশাইয়া পথ্য দিবে।

মাথা ঘোরা।

মাথা তুলিলে, হেঁট হইলে, মাথা ঘুরাইলে বা উপরদিকে তাকাইলে মাথা ঘুরিলে বা মাথা ঘোরা বৃদ্ধি হইলে একোনাইট ৬x দিবে। মাথা গরম, চোক মুখ লাল বা চক্‌চকে ও অজ্ঞানকর মাথা ঘোরা নড়াচড়ার বৃদ্ধি এরকম মাথা ঘোরায় বেলেডোনা ৬x। দুর্ব্বলতাহেতু মাথা ঘোরায় চায়না ৬x। অজীর্ণ-

হেতু মাথা ঘোরায় নক্সভমিকা ৬x। ভয় পাইয়া মাথা ঘোরায় অপিয়ম ৬x। খাবার পর মাথা ঘোরায় ফস্‌ফরাস ৬x, ব্রাইওনিয়া ৬x। ভেদ বমন ও বমনোদ্বেগ সহ মাথা ঘোরায় ভেরেট্রম ৬x। উপরদিকে তাকাইলে মাথা ঘোরায় ক্যাল্‌কেরিয়া ৬x।

পৈত্তিক শিরঃপীড়ায় নক্সভমিকা ৬x, ৩০ ও মার্কুরিয়স ৬x।

অম্ল জনিত শিরঃপীড়ায় নক্সভমিকা ৬x,। একপার্শে ছিঁড়িয়া যাওয়ার মত বেদনা ও সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় থাকিলে সেটিলা ৬x।

পৈত্তিক শিরঃপীড়ায় লিভারের উপর টিং আইওডিন্ লাগাইলে আরোগ্য হয়।

স্নায়ুকেই কবিরাজেরা বায়ু বলে।—এজন্য স্নায়ুর রোগকে বায়ু বা বেয়ের ব্যম বলে। স্নায়ুর ক্রিয়া স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী হইলে, বায়ু বলবান্ বা বৃদ্ধি হইয়াছে বলে। বায়ু বৃদ্ধি হইলে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়। স্নায়ু দুর্ব্বল হইলে শরীরের যন্ত্রাদির ক্রিয়াও দুর্ব্বল হয়, শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শরীরের যন্ত্রাদি দুর্ব্বল বলিলে স্নায়ুই দুর্ব্বল বুঝায়।

পূর্ব্বে বলেছি শিরঃ দাড়ার মজ্জায় ও মগজে স্নায়ুর মূল। ঠাণ্ডা বা আঘাত লাগিয়া কি কোন রোগহেতু অথবা রক্তস্রাব বা রক্ত জমিয়া স্নায়ুমূলে চাপ পড়িলে স্নায়ুমূল পীড়িত হইলে স্নায়ুর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়। স্নায়ুর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে পক্ষাঘাত হয়, বমি ও মূর্চ্ছা হয়, শ্বাস প্রশ্বাসের ও রক্ত চলাচলের ব্যতিক্রম হয়, আর খেঁচনি হয়।

খেঁচনি কি।

চাম্‌ড়া উঠাইয়া লইলে, যে সাদা পর্দ্দা দেখিতে পাইবে তাহাকে, ফেসিয়া বলে। ফেসিয়া উঠাইয়া লইলে লাল মাংসের তাল (Bundles of Muscles) দেখিতে পাইবে। মাংসকে পৃথক করিলে, পৃথক পৃথক মাংস দেখিতে পাইবে। মাংস তালের মধ্যে এক একটী মাংসকে পেশী (Muscle) বলে। পেশীর কার্য্য সংকোচন ও প্রসারণ। পেশী একটী হাড় থেকে উঠে আর একটী হাড়ে যুক্ত হইয়াছে, এজন্য আমরা ইচ্ছামত হাত পা খেলাইতেছি, অঙ্গকে ঘুরাইতে ও ফিরাইতেছি। শরীরের সমস্ত যন্ত্রাদি মাংসে বা মাংস পেশীতে নির্ম্মিত। এজন্য তাহারা সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে।

কে মাংসকে কাজ করাইতেছে।—স্নায়ু (Nerve)। স্নায়ুর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে মাংসের ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম হয়। কোন স্নায়ুর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে, সেই স্নায়ুর অধীনে যে সকল মাংসের বাস তাহাদের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়। মাংসের কার্য্য সংকোচন ও প্রসারণ। কতকগুলি মাংস আমাদের ইচ্ছার বশীভূত, তাহাদিগকে ঐস্থিক পেশী বলে (Voluntary Muscle) আর কতকগুলি মাংস আমাদের ইচ্ছার বশীভূত নহে তাহাদিগকে অনৈস্থিক পেশী বলে। (Involuntary Muscle)। ঐস্থিক পেশী দ্বারা আমরা ইচ্ছামত সংকোচন ও প্রসারণ, ঘোরা ও ফেরা, নড়া চড়াদি কার্য্যসমাধা করিতেছি। হাত ও পাকে খেলাইতেছি, অঙ্গকে ঘুরাইতে ও ফেরাইতেছি। মুখ হাঁ করিতেছি ও বন্ধ করিতেছি। খাদ্যকে গিলিয়া পাকস্থলীতে পাঠাইতেছি।

অনৈচ্ছিক পেশী আপনা আপনি সংকোচন ও প্রসারণ হইতেছে।

যথা—পাকস্থলীর সংকোচন দ্বারা উহার মধ্যস্থ খাদ্য দ্রব্য ক্ষুদ্র অন্ত্র মধ্যে যাইতেছে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের সংকোচন দ্বারা উক্ত খাদ্য দ্রব্য বৃহৎ অন্ত্রে তাড়িত হইতেছে। ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের সংকোচন দ্বারা রক্ত তৈয়ার ও চলাচল হইতেছে। ধমনীর সংকোচন দ্বারা রক্ত দূরে বা শিরা মধ্যে তাড়িত হইতেছে।

স্নায়ু শিরঃ দাড়ার মজ্জা ও মগজ থেকে উঠিয়া শিরা ও ধমনীর সঙ্গে সঙ্গে শাখা প্রশাখায় মাংসপেশী ভেদ করতঃ সমস্ত শরীরে ব্যাপৃত হইয়াছে। স্নায়ুর বলে মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণ কার্য্য সমাধা হইতেছে। কোন স্থানের স্নায়ু কাটিয়া গেলে বা পীড়া বশতঃ তাহার কার্য্য বন্ধ হইলে, সেই স্নায়ুর অধীনে যে সকল মাংস পেশীর বাস তাহাদের কার্য্য বন্ধ হয়। মোটার বা গতিশক্তিপ্রদ স্নায়ুর কার্য্য বন্ধ হইলে সেই স্থানের নড়া চড়ার ক্ষমতা যায় আর সেন্সরী বা স্পর্শ জ্ঞানশক্তিপ্রদ স্নায়ুর কার্য্য বন্ধ হইলে, সেই স্থানের মাংসপেশী অসাড় হইয়া যায়, চিম্‌টি কাটিলে বা ছুরি দিয়া বিঁধিলেও টের পাওয়া যায় না। মাংসের নড়া চড়ার ক্ষমতা যাওয়া ও অসাড় হওয়াকে পক্ষাঘাত বলে। পক্ষাঘাতের ব্যাখ্যা ও চিকিৎসা পূর্ব্বে বলেছি।

এখন খেঁচনির ব্যাখ্যা বলি। মাংস পেশী অপনা আপনি (আমাদের ইচ্ছায় নহে) সংকোচন হইয়া শক্ত হওন ও পরক্ষণেই প্রসারণ হইয়া নরম হওয়াকে খেঁচনি বলে। ভাল বাঙ্গলায় আক্ষেপ বলে ইংরাজিতে কনভল্‌শন বা স্প্যাজম্‌

বলে। অনৈচ্ছিক সংকোচন বা আকুঞ্চনকে ইংরাজিতে ইনভলাণ্টারী কণ্ট্রাকশন ও শিথিলতাকে রিল্যাক্স বলে।

আক্ষেপ দুই প্রকার ক্লনিক ও টনিক।—ক্লনিক আক্ষেপে পেশীগুলি ঘন ঘন ও পর্য্যায় ক্রমে (একটীর পর অপরটী) আকুঞ্চন ও শিথিল হইতে থাকে। অর্থাৎ একবার পেশীগুলি কুঞ্চিত হইয়া শক্ত হয় আবার পরক্ষণেই শিথিল হইয়া নরম হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পেশীর এই প্রকার আকুঞ্চন ও শিথিলতা দ্বারা আক্রান্ত স্থান উৎক্ষিপ্ত বা কম্পমান হইতে থাকে বা খেঁচিতে থাকে।

টনিক আক্ষেপে হস্তপদাদি ক্রমান্বয়ে বলপূর্ব্বক আকুঞ্চিত হইয়া থাকে। মাংসের আকুঞ্চিত অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তন হয় না। একরকম অবস্থা একগুঁয়ে ভাবে অধিককাল থাকিলে, রোগ আরোগ্যের আশা কম হইয়া পড়ে। তবেই টনিক আক্ষেপ ক্লনিক আক্ষেপ অপেক্ষা বিপদজনক।

মগজে অধিক রক্ত জমিয়া স্নায়ু উত্তেজিত হইলে খেঁচনি হয়। কলেরা আদি রোগে অধিক ভেদ হইয়া শরীরের রস (রক্তের রস) বাহির হইয়া যাওয়াতে মগজ থেকে রক্ত কমিয়া গেলে স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া খেঁচনি হয়।

মগজে বা শিরঃ দাড়ায় আঘাত লাগিলেও খেঁচনি হয়, পায়ে পেরেক কাঁটা বা কাঁচ ফুটিয়া বা অন্য কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া বা কাটিয়া গিয়া স্নায়ু উত্তেজিত হইলেও খেঁচনি হয়।

মৃগিরোগে, হিষ্টিরিয়া রোগে, ধনুষ্টঙ্কার রোগে খেঁচনি হয় আর ছেলেদের দড়কা রোগে খেঁচনি হয়। ধনুষ্টঙ্কারের খেঁচনিতে পা থেকে মুখ পর্য্যন্ত মাংস খেঁচিতে থাকে, মুখ বাঁকিয়া যায়, হাত পা বাঁকিয়া যায়, এমন কি সমস্ত দেহটী ডাইনে, বাঁয়ে, কি সামনে কি পেছন দিকে ধনুকের মত বাঁকিয়া পড়ে। খেঁচনির ভাল কথা আক্ষেপ ইংরাজিতে স্প্যাজম্।

হাত পায়ের খেঁচনি হইলে হাত পায় স্প্যাজম্ বা আক্ষেপ হইতেছে বলে, মূত্র নলীর খেচনি হইলে মূত্র নলীর স্প্যাজম্ বা আক্ষেপ হইতেছে বলে, গলনলীর খেচনি হইলে গল নলীর স্প্যাজম্ বা আক্ষেপ হইতেছে বলে। পাকস্থলীর খেচনি হইলে পাকস্থলীর স্প্যাজম্ বা আক্ষেপ হইতেছে বলে ইত্যাদি। শরীরের সকল জিনিসই মাংসে তৈয়ারি এজন্য সকল স্থানেই আক্ষেপ হইতে পারে। দন্ত মাড়ির টনিক বা দৃঢ় আক্ষেপে দাঁতি লেগে যায়।

স্নায়ুর বলই মাংসের বল, এজন্য স্নায়ুর ক্রিয়ার আধিক্য হইলে মাংসের ক্রিয়ার আধিক্য ও স্নায়ুর ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে মাংসের ক্রিয়া দুর্ব্বল হয়। তবেই কোন স্থানের স্নায়ুর মূলের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে মাংসের আক্ষেপাদি রোগ হয় কারণ স্নায়ু প্রত্যেক মাংস বা মাংস পেশীত জালের মত বিস্তারিত আছে। প্রত্যেক স্নায়ু ও পেশী সূত্রবৎ পদার্থে নির্ম্মিত। ইহাদিগকে স্নায়ু ও পেশী ফাইবার বলে। প্রত্যেক পেশী ফাইবারের সঙ্গে প্রত্যেক স্নায়ু ফাইবার যুক্ত আছে। মাংস বা পেশী ফাইবারেরই আকুঞ্চনগুণ আছে।

হস্ত পদাদি সকল স্থানেরই বেদনাজনক আক্ষেপকে ক্র্যাম্প বা খাল ধরা বলে।

দাঁতি লাগা এবং খেঁচুনি বা আক্ষেপের চিকিৎসা।

মগজে রক্তাধিক্য বশতঃ বা রক্ত জমিয়া খেঁচনি হইলে, একোনাইট ১× ৩×, ৬×। বেলেডোনা ৩× হইতে ৬× বা ৩০। হাইওসায়েমাস ৩×, ৬×। ক্যামমিলা ৬x, ১২। সাইকিউটা ১x হইতে ৬x, ৩০এও উপকার পাওয়া যায়। ইগ্নেসিয়া ৩x, ৬x বা ৩০। সিনা ১x, ৬x। ৩০ বা ২০০ দ্বারাও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ক্যালি ব্রমাইড (পটাশ ব্রমাইড) ১x। আর্ণিকা ৩ x, ৬ x। সিনা ১ x ৩ x বা ৩০ অথবা ২০০ x। চোক মুখ চক্‌চকে, বা লাল ও মাথা গরম, মগজে রক্ত জমার লক্ষণ।

মগজে রক্ত কম হইয়া খেঁচনি।—অতিসার, উদরাময় ও কলেরা রোগে অধিক ভেদ হইয়া অধিক রক্তের রস বাহির হইয়া মগজের রক্ত কমিয়া গিয়া বা মগজে রক্তাল্পতা হেতু খেঁচুনি হইলে তাহার ঔষধ—ওপিয়ম ৬x, ২২ বা ৩০। ইপিকাক ৩ x, ৬ x কিউপ্রম ৬ x, ১২। ভেরেটম এল্বম ৬ x, ১২। আর্সেনিক ৬x ৩০। জিঙ্কম ৬। প্ল্যাটিনা ১২ বা ৩০ বিশেষ উপকারী। রক্তাল্পতায় রক্তাধিক্যের চিহ্ন থাকে না, বিরমেকালে ঝিমুনি বা নিদ্রাবল্য থাকে। শিশুদের দন্ত উঠিবার সময় দন্ত মাড়ির উত্তেজনা হেতু অর্থাৎ দাঁত উঠিবার কালে, খেঁচুনি হইলে একন ৬ x, বেলেডোনা ৩ x, ৬ x; কামমিলা ৬×, ১২; ইপিকাক ৬×।

আঘাত লাগিয়া, পেরেক বা কাঁটা কাঁচ ফুটিয়া অথবা কান বিঁধিয়া বা কোন স্থান কাটিয়া গিয়া খেঁচুনি হইলে আর্ণিকা, একোনাইট, ৬ নক্সভমিকা, ৬

বেলেডোনা, ৬, ৩০ ক্যালিব্রমাইড, হাইড্রসায়েনিক এসিড। হাম লাট খাইয়া বা বসিয়া গিয়া খেঁচনি হইলে বেলেডোনা ৬x, ব্রাইওনিয়া ৬। জেলসেমিয়ম ১x বা ৬x।

ক্যাম্প বা খাল ধরার ঔষধ।—কিউপ্রম ৬, ৩০ ভেরেট্রম, ৬, ১২ নক্সভমিকা, ৬, ৩০, ক্যামমিলা, ১২, ব্রাইয়োনিয়া, ৬, কলোসিন্থ, ৬, লাইকো-পোডিয়ম ৩০।

একোনাইট, বেলেডোনা, ক্যামমিলা সিনা নক্সভমিকা, আর্ণিকা, ইগ্নেশিয়া, ওপিয়ম, ক্যালিব্রমাইড, হাইড্রোসায়েনিক এসিড।

একোনাইট ১x, ৬x দাঁতি লাগা, বাঁকিয়া যাওয়া, একবার খেঁচিতে থাকে আবার পরক্ষণেই শক্ত হইয়া উঠে, বার বার এইরূপ হয়, সঙ্গে সঙ্গে গা গরম। বেলেডোনা ও একোনাইট পর্য্যায়ক্রমেও ব্যবহার হইতে পারে। আঘাত বশতঃ হইলে আর্ণিকা ৩x ৬x ও একোনাইট ৩x ৬x পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

বেলেডোনা ১x, ৩x বা ৬x, নিদ্রাকালে চম্‌কান, চীৎকার করিয়া উঠা, বা হাত পা নাড়া বা লাফাইয়া উঠা, গিলিতে অক্ষম, দাঁতি লাগা, এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকা। অস্থিরতা, জলপান করিলেই খেঁচুনি উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে চোক মুখ লাল বা মাথা গরম, মল মূত্র বন্ধ বা অজ্ঞানে মল মূত্র ত্যাগ। পেট ফাঁপা থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে। অন্য নলী, মূত্র নলী আদির স্থানিক আক্ষেপ বেলেডোনা ১x ৬x, দ্বারা আরোগ্য হয়।

হাইওসায়েমস ৬x, চোক মুখ ঘোর লাল ও স্ফীত, একবার এক স্থানে খেঁচনি আবার পরক্ষণেই অপর জায়গায় খেঁচনি আর পেট পড়িয়া যাওয়া।

কুপ্রম ৬ বা ১২। মুখমণ্ডল লাল না হইয়া মলিন (মগজে রক্ত অল্পতা হেতু) ভয়ানক খেচনির পর নিদ্রালুতা।

ইপিকাক ৬x অতিসার বা উদরাময় হেতু মগজে রক্তাল্পতা, মুখ মলিন গা ঠাণ্ডা ঘামে আবৃত। ভেদবমন ও পেট ফাঁপাদি অজীর্ণ দোষে খেচনি আর চোকের পাতা ও মুখের মাংসের স্পন্দন হইলে ক্যামমিলা ৬x বা ১২ দিবে। এক গাল লাল ও অপর গাল রক্ত শূন্য বা মলিন ক্যামমিলার একটী বিশেষ লক্ষণ।

কলেরার ভেদ বমির সঙ্গে সঙ্গে খেচনিতে ভেরেট্রম এল্বম ৬. সাইকিউটা ৬। মুখ দিয়া ফেনা বাহির হওয়া, শ্বাসকষ্ট, মুখ লাল, পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া

যাওয়া, এক দিকে চাহিয়া থাকা, সর্ব্ব শরীর শক্ত ও অনড় হইয়া উঠিলে আর অজ্ঞান ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলে সাইকিউটা প্রয়োগ করিতে বিলম্ব করিবে না। অচৈতন্য ও সঙ্গে সঙ্গে খেচনি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকা বাহ্য ও প্রস্রাব বন্ধ শ্বাসকষ্ট, আর ঘড় ঘড় শব্দ থাকিলে ওপিয়ম ৬x দিবে। কৃমিজনিত আক্ষেপে সিনা ১x, ৩০ বা ২০০ আর ইগনেশিয়া ৩x বা ৩০। গাত্র স্পর্শ করিলে কি নড়িলে চড়িলেই খেচনি বা খেচনি বৃদ্ধি, একবার শক্ত একবার নরম ও পেছন দিকে বাঁকিয়া পড়িলে নক্সভমিকা ৬x দিবে। শ্বাসকষ্ট, পেটে খাল ধরার ন্যায় বেদনা কোষ্ঠবদ্ধ আর হস্ত পদাদি কাঠের মত শক্ত হইলেও নক্স-ভমিকা দিবে। খেচনির সময় রোগীর বেশ জ্ঞান থাকা নক্সভমিকার একটী বিশেষ লক্ষণ।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য (Congestion of the Brain.)

মগজের নাড়ীতে স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক রক্ত জমাকে মস্তিষ্কের রক্তা-ধিক্য বলে। অধিকক্ষণ জলে থাকিলে বা ঠাণ্ডা লাগিলে মগজে রক্ত অধিক যায়। মাথায় আঘাত লাগা, মাথায় সূর্য্যের উত্তাপ লাগা বা উত্তাপ লাগার পর ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি কারণে মগজের রক্তাধিক্য হয়, আর কোন স্থানের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়াও মগজে রক্ত জমে। সকল রকম জ্বরেই মগজে রক্তাধিক্য হয়।

লক্ষণ।—মাথা ভারি, মাথার চারিদিকে দড়ি বাঁধা বোধ, শিরঃপীড়া, মাথা ব্যথা, কান ভোঁ ভোঁ করা, মাথায় দপদপানি বেদনা, ঝিমুনি থাকে কিন্তু নিদ্রা যাইতে অপারক, রোগীর স্বভাব খিট্‌খিটে হয়। ঘুর্ণি থাকে কিন্তু মাথায় রক্তাল্পতা হেতুও ঘুর্ণি হয়, তাহাতে মাথা হেঁট ও উপর দিকে তাকাইলে বৃদ্ধি হয়। রক্তাধিক্যের বাহ্যিক লক্ষণ মাথা গরম আর চোক মুখ চকচকে বা রক্তবর্ণ।

মগজে রক্তাধিক্য হইলে।—শিরঃপীড়া হয়। (পেঁরেক বেঁধার মত বেদনায় কফিয়া ৩x। ছিড়িয়া যাওয়ার মত বেদনা ও হেঁট হইলে বৃদ্ধি হইলে স্পাইজিলিয়া ৩x। অসহ্য বেদনা যাহা টিপিয়া রাখিলে উপশম হয় তাহাতে কলসিন্থ ৩। পূর্ব্বের লিখিত শিরঃশূল দেখ)। উন্মাদ রোগ হয়। আর মূর্চ্ছা হয়। রক্তাধিক্য বশতঃ মগজে পক্ষাঘাত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়। যেমন—সর্দ্দিগর্ম্মি ও সংন্যাস রোগে মগজের পক্ষাঘাত হইলেই রোগীর মৃত্যু হয়।

শিরঃপীড়ার চিকিৎসা।

বেদনার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইলে বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায় একোনাইট ৩x ৬x। নাসিকা হইতে জলবৎ সর্দ্দি পড়া একোনাইটের বিশেষ লক্ষণ। চোক মুখ লাল বা চকচকে আর শব্দে, মাথা হেঁট হইলে বা শুইয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি হইলে বেলেডোনা ৩x ৬x। কপাল ভেদ করিয়া যেন মস্তিষ্ক বাহির হইবে এরূপ বেদনা ব্রাইওনিয়া ৬x, সঙ্গে সঙ্গে চোক মুখ ফুলা ও আরক্তিম, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও খিটখিটে স্বভাব হইলেও ব্রাইওনিয়া দিবে। বমন বা বমনোদ্বেগ সহ অতিশয় মাথার যন্ত্রণায় ভেরেট্রম ভিরিডি ৬x মদ বা আফিঙ্গের মন্দফল জন্য বা কোষ্ঠবদ্ধ সহ শিরঃপীড়া যাহা প্রাতে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় তাহাতে নক্সভমিকা ৬x। (জ্বর চিকিৎসা দেখ)।

মূর্চ্ছার ঔষধ।

চোক লাল বা চক্‌চকে ও মাথা গরম থাকিলে বেলেডোনা ৬x বা ৩০x। সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী সরল ও দ্রুত এবং গা গরম থাকিলে একোনাইট ৬x। অজ্ঞানবৎ নিদ্রা, নাক ডাকা ও ঘড় ঘড় শব্দ এবং নীচের চোয়াল ঝুলিয়া পড়া বর্ত্তমানে ওপিয়ম ৬x। আঘাতজনিত হইলে, আর্ণিকা ৬x, যাঁহারা আফিং আদি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাহাদের পক্ষে, নক্সভমিকা ৩x বা পুনঃপুন আক্রমণের আশঙ্কা থাকিলে গ্লনইন ৬x। ভেদ বমন থাকিলে—ইপিকাক ৬x বা ভেরেট্রম, ৩x, গা গরম বা জ্বর থাকিলে একোনাইট ৩x। শীঘ্র প্রতিক্রিয়া আনীত না হইলে মধ্যে মধ্যে ওপিয়ম ৬x বা ১২ দিবে। জেলসমিয়ম ১x বা ৩x ও ব্যবহার হয়। ঔষধে কোন উপকার না হইলে স্পিরিট ক্যাম্ফর বা ক্লোরফর্ম নাকের কাছে ধরিবে (১৭ পাতা দেখ)।

সর্দ্দিগর্ম্মিতে মূর্চ্ছা হয়, মাথায় রৌদ্রের তাত লাগিলে সর্দ্দিগর্ম্মি হয়। মৃগি রোগে মূর্চ্ছা হয় কিন্তু মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে রোগী এক প্রকার চিৎকার শব্দ করিয়া পড়িয়া যায়। হিষ্টিরিয়া রোগে মূর্চ্ছা হয় কিন্তু মৃগী রোগীর মত হঠাৎ চিৎকার করিয়া পড়িয়া যায় না, খেচুনিও থাকে না। আর সংন্যাস রোগের মত নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দও থাকে না। সংন্যাস রোগে মূর্চ্ছা হয় কিন্তু ইহাতে মৃগীর মত হঠাৎ চিৎকার শব্দ করিয়া পড়িয়া যায় না। আর মৃগি রোগের মত খেচুনিও থাকে না।

মদ খাইয়া মূর্চ্ছা হইলে—মুখে মদের গন্ধ ছাড়ে। বা খেচুনি ও মূর্চ্ছা রোগের চিকিৎসা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তবে হিষ্টিরিয়া রোগের আরও কয়েকটী ঔষধ দি। পেটফাপা, শ্বাসকষ্ট আর পেট থেকে একটী গোলা গলার দিকে উঠা আদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এ্যাসোফেটিডা ৬x দিবে। স্ত্রীলোকের রজঃ বন্ধ হেতু হইলে পলসেটিলা ৬x বা ৩০। অতিরিক্ত রজঃস্রাব হেতু প্লাটিনা ৬x বা ৩০। পেট থেকে গোলাকার পদার্থ উপর দিকে উঠা ও সঙ্গে সঙ্গে খেচনি থাকিলে, আর মন একবার আহ্লাদিত আর একবার দুঃখিতাদি লক্ষণ থাকিলে ইগ্নেশিয়া ৬x বা ৩০ দিবে। মূর্চ্ছার সঙ্গে প্রলাপ বা ভুলবকা থাকিলে ভেলেরিয়না ৩x আর সঙ্গে সঙ্গে চোক মুখ লাল বা চকচকে ও মাথা গরম থাকিলে বেলেডোনা ৩০x দিবে। হিষ্টিরিয়া সংক্রান্ত নানা প্রকার রোগ হইতে পারে। যথা—কাসি, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, শিরঃপীড়া, মূত্র যন্ত্রের পীড়া, পোনাড়ীর রোগ ইত্যাদি। উক্ত রোগ গুলির চিকিৎসা দেখিয়া চিকিৎসা করিবে।

মগজে রক্ত জমে বিকার হয়, উন্মাদ হয় বা খেপিয়া উঠে—

বিকার বা উন্মাদ রোগে প্রলাপ থাকে (Delirium)। ভুল বকা ভুল কর্ম্ম করাকে প্রলাপ বলে। প্রলাপ দুই প্রকার উগ্র ও মৃদু। উগ্র প্রলাপে রোগী কামড়াইতে, মারিতে বা গায়ে থুতু দিতে যায়, পালাইবার চেষ্টা করে, বিছানা টানে, বিছানা হাতড়ায়, বালিশ টানে, শূন্যে হাত বাড়াইয়া যেন কিছু ধরিতে যায়। উচ্চ হাসে। বিছানা হইতে তেড়িয়া ফুড়িয়া উঠিতে যায় ইত্যাদি কার্য্য করে, আর ভুল বকে, বাহ্যিক চিহ্ন চোক মুখ লাল ও মাথা গরম। রোগের প্রথমাবস্থায় ও বলবান রোগীরই উগ্র প্রলাপ হইয়া থাকে।

মৃদু প্রলাপে।—রোগী বিড় বিড় করিয়া বকে, বিছানা আচড়ায় ইত্যাদি উগ্র প্রলাপের বিপরীত কার্য্য করে কেননা রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, রোগ বাড়িয়া গিয়া যখন রোগী দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন মৃদু প্রলাপ হয়। মৃদু প্রলাপ সান্নিপাতিকের বা সান্নিপাতিক অবস্থার একটী চিহ্ন। আর মৃদু প্রলাপ, রোগীর বলহীনেরও একটী চিহ্ন।

বাতশ্লেষ্মা কি পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর (রেমিটেন্ট জ্বর) বাড়িলে, বিকার হয় হামাদি রোগ লাট খাইয়াও বিকার হয়। হাম বা কোন প্রকার চর্ম্মরোগ

বাহির হইতে হঠাৎ মিলাইয়া যাওয়াকে লাট খাওয়া বা বসিয়া যাওয়া বলে। জ্বরের প্রথম থেকেও বিকার হইয়া থাকে, কলেরা বা অতিসার রোগেও বিকার হইয়া থাকে। আর জ্বর না থাকিয়া সহজ লোকের বিকার হইলে পাগল হইয়াছে বলে।

প্রলাপের চিকিৎসা।

উগ্র প্রলাপে।—বেলেডোনা ১× ৬×, (৩৭ পাতা দেখ) হাইয়োসায়েমস ৬×, ব্যাপ্‌টিসিয়া ৩× (৪৫ পাতা)

উদরাময় সংযুক্ত বিকারের বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায় ব্যাপ্‌টিসিয়া ১×। বমনোদ্বেগ ও শর্য্যাকণ্টক বা অস্থিরতা ব্যাপ্‌টিসিয়ার আর একটী লক্ষণ। চোক মুখ লাল বা চক্‌চকে ও মাথা গরম সহ প্রলাপ বিশেষতঃ নিদ্রাকালীন বেলেডোনা ৬× বা ১২। ভয়ানক প্রচণ্ড প্রলাপ থাকিলে ষ্ট্র্যামনিয়ম ১× বা ৩× দিবে। হাইড্রেড্‌অব ক্লোর‍্যাল জোয়ান লোকের পক্ষে ১০।১৫ গ্রেন মাত্রা অর্দ্ধ ছটাক জলে দ্রব করিয়া ২।১ বার সেবন করাইলে উন্মাদ রোগীর মত ভয়ানক উগ্রপ্রলাপ বন্ধ হইয়া রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। ক্যালিব্রমাইড উগ্রপ্রলাপের একটী ঔষধ, ইহাতেও ঘুম হয়। পটাস ব্রমাইড ভুলবকা ঘুম না হওয়া আর হাত পা কাঁপার ঔষধ।

মৃদু প্রলাপে।—অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ থাকিলে হাওসায়েমস ৬x, হাওসায়েমসের ক্রিয়া বেলেডোনার মত কিন্তু উহা অপেক্ষা মৃদু। অনিচ্ছায় মল মূত্র ত্যাগ হাওসায়েমসের আর একটী লক্ষণ। সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও কাশি করিলে রসটক্সও ব্রাইওনিয়া পর্য্যায়ক্রমে দিবে। ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাশি বা নিউমনিয়া থাকিলে এ্যাণ্টিমণি ৬x ও ফসফরাস ৬x দিবে।

সান্নিপাতিক অবস্থায়।—পিপাসা, গাত্রদাহ ও নাড়ীক্ষীণ আর অবসন্নতা থাকিলে আর্সেনিক ৩০x, সঙ্গে সঙ্গে নিউমনিয়া আদি কাশি বর্ত্তমান থাকিলে ফসফরাস ১২ বা ৩০ x বা ব্রাওনিয়া ১২ অথবা এ্যাণ্টিমণি টার্ট ৬x সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে (ফুস্‌ফুস্ বা শ্বাস যন্ত্রের রোগ দেখ)। শ্বাস কষ্ট নাড়ী লোপ যখন জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া আসিবে হাইড্রোসএনিক এসিড ৬x দিবে। দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির ব্যতিক্রম ও স্বরভঙ্গ হইলে কার্ব্বভেজ ৩০x দিবে। বিকারের সঙ্গে সঙ্গে পেট ফাঁপা থাকিলে তাহার ঔষধ কার্ব্বভেজ,

রসটক্স, বেলোডোনা। অর্দ্ধেক জল মিশ্রিত এক বলকা দুগ্ধের সহিত চুণের জল মিশাইয়া বা মাংসের কাথের সঙ্গে চূনের জল মিশাইয়া পেট ফাঁপা রোগীকে খাইতে দিবে। (জ্বর চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা দেখ)।

জ্বর বা বিকারজ্বর বা সান্নিপাতিক অবস্থায় মুখে ঘা, ঠোটে ও জিবে ঘার ঔষধ মার্কুরিয়স সল ৬x, এসিডমিউর ৬x, আর কাঁচ্চা খানেক মধুতে ৭।৮ রতি আন্দাজ সোয়াগা চূর্ণ মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইবে। মলের সহিত রক্তস্রাবে মার্ককর ৬x। প্রস্রাবে রক্তস্রাবে টেরিবিস্থিনা ৬x। নাক দিয়া রক্তস্রাবে ইপিকাক ৬x।

সান্নিপাতিক অবস্থায় উদরাময়ে আর্সেনিক ৩০, ভেরেট্রমএল্বম ১২, প্রস্রাব বন্ধে বেলেডোনা ১২, আর্সেনিক ৩০, টেরেবিন্থ, ৬x, ক্যান্থারিস ৬x, অনিচ্ছায় প্রস্রাবে হাওসায়েমস ৬x, অনিচ্ছায় বাহ্যে—হাইও এবং ভেরেট্রমএল ১২।

রাত্রে নিদ্রালীন প্রলাপে।—ব্রাইওনিয়া ৬x ১২ ও বেলে-ডোনা ৬x বা ১২। অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষে নিদ্রিত অবস্থায় প্রলাপে ওপিয়ম ৬x বা ১২x।

চক্ষু রোগ।

চক্ষু গহ্বর—হাড়ের দেওয়াল থাকিয়া চোকের গহ্বর বা গর্ত্ত হইয়াছে। চক্ষু গহ্বর মধ্যে অক্ষিগোলক আছে। অক্ষিগোলকের দুইটী ক্ষেত। একটী সাদা ক্ষেত আর একটী কাল ক্ষেত। কাল ক্ষেতকেই কর্ণিয়া বা চোকের মণি বলে। চোকের মণির ঠিক পেছনে একটী কাল গোল পর্দ্দা বা ঝিল্লি (Membrane) আছে। এই পর্দ্দাকে উপতারা বলে উপতারাকে ইংরাজিতে আইরিস্ বলে ইহার প্রদাহকে আইরাইটিজ্ বলে। মণি কাল নহে সাদা কাচের মত স্বচ্ছ, উপতারা কাল এজন্য মণিকে কাল দেখায়। যাহাদের উপতারা কটা তাহাদের মণি কটা দেখায়। উপতারার মাঝে একটী ছিদ্র আছে, এই ছিদ্রটীকে চোকের তারা বলে। (pupil) সাধারণ কথায় চকের পুতলো বলে। আলো মণির উপর পড়িলেই আলো উপর তারার ছিদ্র দিয়া চোকের ভিতরে প্রবেশ করে। মগজ থেকে দ্বিতীয় জুড়ি বা অপ্টিভ্ স্নায়ু আসিয়া উপতারার পেছনকার পর্দ্দায় যুক্ত হইয়াছে। এই পর্দ্দাকে রেটিনা বলে।

রেটিনার প্রদাহকে রেটিনাইটিজ্ বলে। আলো উক্ত ছিদ্র দিয়া যাইয়া অপটিক স্নায়ুতে লাগিবামাত্র অর্থাৎ অপটিক স্নায়ু বহিয়া মগজে পৌছিবামাত্র আমরা দেখিতে পাই। আলো যাওয়ার ব্যাঘাত হইলে আমরা দেখিতে পাই না আর তৃতীয় বা মোটার অকিউলোরম নামক স্নায়ু চোকের মাংস পেশীর মধ্যে আসিয়াছে, তাতেই আমরা চক্ষুকে নাড়াচাড়া, ঘোরান ফেরান, চক্ষু খালা ও বন্ধকরা আদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছি।

(Pupils) তারা নামক ছিদ্রটী ছোট ও বড় হয়। আলোতে ছোট হয়, আলো যত বেশী হয় তারা (পুতলো) তত ছোট হয় আর আলো যত কম হয় তারাও তত বড় হয়, রোগেতেও ছোট বড় হয়। বেলেডোনা দ্বারা বিষাক্ত হইলে, বড় হয় আফিং দ্বারা বিষাক্ত হইলে ছোট হয়। রাত্রে বেরালের চোকের তারা বড় হয়, আর দিনের বেলা একটী সরু লম্বা রেখার মত দেখায়। তারাকে ইংরাজিতে আইরিস বলে আইরিসের প্রদাহ হইলে আইরাইটিক বলে। প্রদাহ কাহাকে বলে কোন স্থান ফ্যোলে লাল হয় আর বেদনা ও গরম হয় সেই স্থানের এ রকম অবস্থাকে প্রদাহ বলে (৩৫ পাতা দেখ)।

চকের সাদা শ্বেত বা সাদা পর্দ্দার প্রদাহকে অফ্থ্যালমিয়া বলে। বাঙ্গলায় চক উঠা বলে। ঠাণ্ডা লাগিয়া, আঘাত লাগিয়া, ধেতের ব্যাম থাকে। আর গর্ম্মির ব্যাম থেকে চোকের ব্যাম হয়।

যেমন জ্বর বিকারে রোগী বিছানায় অনেক দিন পড়িয়া থাকাতে পীঠে ঘা হয় তেমনি চোকের রক্ত করিয়া যাওয়াতে চকের মণিতে ঘা হয়। মণিতে ছানি পড়িয়া চকের ভিতর আলো যাওয়া বন্ধ হইলে রোগী দেখিতে পায় না। চক্ষু-রোগ আদত রোগও হইতে পারে আর জ্বরাদি রোগের উপসর্গও হইতে পারে।

চক্ষুর সাদা ক্ষেতকে কন্‌জংটাইভা বলে। ইহার প্রদাহকে কন্‌জঙ্কটি-ভাইটিজবলে আর অফথ্যালমিয়াও বলে বাঙ্গলায় চোক উঠা বলে. এ রোগ ঠাণ্ডা লাগিয়া হয়। পারা বা গর্ম্মির ব্যাম ও প্রমেহ রোগ থেকে হয়, আঘাত লাগিয়াও হয়। ঠাণ্ডা লেগেও হয়। এ রোগ ছোঁয়াচে, তারাকে আইরিস বলে আর তারার প্রদাহকে আইরাইটিজ বলে। প্রথমে একোনাইট ৩× বা ৬× ব্যবহার করিলে কয়েক দিনের মধ্যে আরোগ্য হইতে পারে। একোনাইটের পরে বেলেডোনা ৩× বা ৬×। চোক ও নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়িতে থাকিলে ইউফ্রেসিয়া ৩×। সর্দ্দির সহিত চক্ষু প্রদাহে যখন শ্লেষ্মা ঘন পূঁযের মত পিচুটি পড়ে ও চক্ষু জুড়িয়া যায়—মার্কুরিয়স কর ৬×; পিচুটিপ্রচুর পরিমাণে

স্রাব হইলে ও প্রদাহের হ্রাস অবস্থায় হেপার সলফর ৬× ৩০। পুরাতনাবস্থায় আরোগ্য হইতে দেরী হইলে ২।১ মাত্রা সল্‌ফার ৩০ দিবে ও ২।১ দিন ঔষধ বন্ধ রাখিবে। দপদপে বেদনায় বেলেডোনা ৩× বা ৬। কুট কুট করা মার্কু-রিয়স ৬×। জ্বালা করা আর্সেনিক ৬×। হুল বেঁধার মত বেদনা এপিস ৩০। আঘাত জন্য হইলে আর্ণিকা ও একোনাইট। হরিদ্রা বর্ণের স্রাবে আর্জেণ্টম নাইটিকম ৩×। ইউফ্রেসিয়া ও বেলেডোনা অর্দ্ধ আউন্স জলে আদত আরক বা ১× ২।৪ ফোঁটা মিশাইয়া চক্ষু মধ্যে নিক্ষেপ করিলে শীঘ্র উপকার হয়। ফট্‌কিরি ২।১ কুঁচ পরিমাণে ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলের সহিত মিশাইয়া চক্ষু মধ্যে নিক্ষেপ। আঘাত জনিত হইলে আর্ণিকা ২।৪ ফোঁটা জলে অর্দ্ধ ছাটাক মিশাইয়া চক্ষু ধুইবে। কর্ণিয়া বা মণিতে ঘা হইলেও ফটকিরির জল ২।১ ফোঁটা করিয়া চক্ষু মধ্যে দিবে। আর আর্সেনিক খাইতে দিবে। অঞ্জনীর ঔষধ (Hardelum) পলসেটিলা ৬× ও হেপার ৬×, ৩০।

ছানি ও ঝাপ্‌সা দেখার ঔষধ।—চোঁক উঠার পর, বেলেডোনা, ৩×—৬। রোগী গণ্ডমালা ধাতু হইলে, ক্যালকেরিয়া ৩×—৬×। চর্ম্ম রোগের পর সলফার ৬×। চক্ষু হইতে জল পড়িলে ইউফ্রেসিয়া ৩—৬। পিচুটি পড়িলে—মার্কুরিয়স ৬×। সাইলিসিয়া ও ফস্‌ফরসও ব্যবহার হয়। চোকের পাতা ফোলিলে এপিস্ ৩×, মার্কসল ৬×, আর ব্রণ হইলে হেপার ৬, মার্ক ৬, বেল ৬।

রাত কানা রোগে।—বেলেডোনা ৩০, লাইকোপেডিয়ম ৩০।

উপরিউক্ত ঔষধগুলির দ্বারা সকল রকম চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

নাক।

যে স্নায়ু নাকে আসিয়াছে তাহাকে প্রথম জুড়ি স্নায়ু বা অল্‌ফ্যাক্টরি স্নায়ু বলে। ইহা দ্বারা আঘ্রান শক্তি সম্পাদন হইতেছে, শরীরের ভিতর সকল স্থানেই পর্দ্দা দ্বারা মোড়া, যেমন চোকের ভিতর, নাকের ভিতর, মুখের ভিতর, গলার ভিতর, ফুসফুসের ভিতর, পাকস্থলী ও মূত্র যন্ত্রের ভিতর ইত্যাদি। এই পর্দ্দাকে মেন্‌ব্রেন বা ঝিল্লি বলে, এই পর্দ্দার প্রদাহ হইলে (৩৫ পাতা দেখ) জলের মত রস উৎপন্ন হয়, এই রস ক্রমে গাঢ় হয়, ইহাকে মিউকাস বলে।

বাঙ্গলায়, চক্ষু হইতে নির্গত হইলে পিচুটি বলে, নাকে, সিকনি বা সর্দ্দি বলে। ফুসফুস বা গলায় হইলে—কফ বা গয়ের বলে আর অন্ত্র হইতে নির্গত হইলে আম বলে।

সর্দ্দির চিকিৎসা।

জলের মত পাতলা সর্দ্দি নাক দিয়া নির্গত হইলে একোনাইট ৩× ৬× দিবে। উক্ত সর্দ্দির সহিত জ্বর ভাব বা জ্বর হইলেও একোনাইট। একোনাইট দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে জেলসেমিয়ম্ ১×। মাথা কামড়ানি থাকিলে একোনাইট ও বেলেডোনা পর্য্যায়ক্রমে দিবে। হলুদ বর্ণের স্রাবে পলসেটিলা ৬×। জ্বর থাকিলে উহার সহিত একোনাইট দিবে। সর্দ্দি স্রাবের সহিত জ্বলন থাকিলে বা জ্বালাকর বা গরম শ্লেষ্মা স্রাব হইলে আর্সেনিক ৬× জলবৎ স্রাবের সহিত বারংবার হাঁচি থাকিলেও একোনাইট। গাঢ় স্রাবে যখন কোন দ্রব্যের স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইলে পলসেটিলা ৬× দিবে। হরিদ্র বর্ণের গাঢ় স্রাবেও পলসেটিলা দিবে। হলুদে পূযের মত স্রাব সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি, গলায় ব্যথা—মার্কুরিয়স সল ৬×। সর্দ্দির সঙ্গে গা বমি বা বমন থাকিলে ইপিকাক ৬×। সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক ও খুসখুসে কাসি ও নাক বুজিয়া যাইতে থাকিলে ব্রাইওনিয়া ৬×। রাত্রিকালে নাক বুজিয়া থাকিলে নক্সভমিকা ৬×।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।—ইপিকাক ৬× ৩× বা ৬× দিবে। ইহা দ্বারা উপকার না হইলে হ্যামেমেলিস্ ৩× দিবে। হ্যামেমেলিস আদত আরক তুলা ভিজাইয়া নাকের ভিতর ঢুকাইয়া দিলেও রক্ত বন্ধ হয়।

আঘাত জনিত রক্তস্রাবে আর্ণিকা ৩×। কেলিণ্ডিউলা তুলা ভিজাইয়া বারবার নাকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। দুই নাকেই বন্ধ করিলে রোগীকে মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে বলিবে। বেলেডোনাও একটী রক্ত স্রাবের ঔষধ।

নাকে ব্রণ, হইলে ক্রমাগত গরম গরম ঘি আঙ্গুলে করিয়া লাগাইয়া দিলেই আপনিই গলিয়া গিয়া ভাল হয়। নাসা—বেলেডোনা ১× বা ৩× ও স্যাঙ্গু-ইনেরিয়া ১× বা ৩× পর্য্যায়ক্রমে সেবনে রোগ আরোগ্য হয়। আমরা অনেক সময় কেবল বেলেডোনাতেই রোগ আরোগ্য করিয়াছি। ক্যালকেরিয়া ৩০ কিছু দিন ব্যবহার করিলে পুনঃপুনঃ নাসা হওয়া বন্ধ হয় আর পলিপাস বা নাকের

ভিতর মাং বৃদ্ধি (নাসার্ব্বুদ) হইলে—ক্যাল্‌কেরিয়া. থুজা ও মার্কআইরড দ্বারা আরোগ্য হয়।

মুখ গহ্বর।

মস্তক গহ্বরের তলায় হাড়ের দেওয়াল থাকিয়া চোকের ও নাকের গর্ত্ত হইয়াছে, নাকের গর্ত্তের মেজে যাহাকে বলে আর মুখ গহ্বরের ছাদ্‌ও তাহাকে বলে, এই ছাদ্‌কে প্যালেট্‌ বোন বা তালুর হাড় বলে। এই হাড় দুইভাগে বিভক্ত। সম্মুখ ভাগকে হার্ডপ্যালেট বা শক্ত তালু বলে, আর পেছন ভাগকে সফট প্যালেট বা নরম তালু বলে। নরম তালুর উপর নাকের পেছনকার ছিদ্র। এই ছিদ্রদিয়া নিশ্বাস বায়ুনলীও ফুসফুসে যাতায়াত করে।

মুখ গহ্বরের চারিদিকের গাল গলা বেড়িয়া ছোট ও বড় অনেক বিচি আছে। বিচিকে গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি বলে। গ্রন্থি শরীরের সকল স্থানেই আছে। বগলে, কুঁচকিতে পেটে ইত্যাদি। গ্রন্থির কার্য্য রস উৎপন্ন করা। লিভার একটী বৃহৎ গ্রন্থি ইহার কার্য্য পিত্ত তৈয়ার করা, মূত্র গ্রন্থির কার্য্য মূত্র তৈয়ার করা, অণ্ডকোষের কার্য্য শুক্র তৈয়ার করা, স্ত্রীলোকের ডিম্ব কোষের কার্য্য ডিম্বাকার স্ত্রীবীর্য্য তৈয়ার করা। তেমনি গাল গলার গ্রন্থি বা বিচির কার্য্য লাল তৈয়ার করা। এইজন্য ইহা দিগকে লালাগ্রন্থি বলে ইংরাজিতে স্যালিভারি-গ্ল্যাণ্ড বলে। লাল হজমের সাহায্য করে। কানের নীচের গ্রন্থিকে প্যারটিড গ্ল্যান্ড বলে ইহার প্রদাহকে প্যারটাইটিজ বলে, মম্‌পসও বলে বাঙ্গলায় কর্ণমূল ফোলা বলে।

প্রদাহ কাহাকে বলে কোনস্থান ফোলে, লাল ও গরম হয়, আর বেদনা হয়, ইহাকে প্রদাহ বলে (৩৫ পাতা দেখ)। কখন কখন কর্ণমূল ফোলা ভাল হইয়া অণ্ডকোষ ফোলে, স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ ফোলে আর মাইও ফোলে অর্থাৎ উক্ত স্থানে প্রদাহ হয়। কখন কখন ইহার সহিত গলার বিচিও ফোলে। ঠাণ্ডা লাগিয়া গাল গলার বিচিও ফোলে ও আওরায়।

চিকিৎসা—জ্বর থাকিলে প্রথমে একোনাইট ৩×বা ৬×বা একো-নাইট ও বেলেডোনা পর্য্যায়ক্রমে দিবে। প্রদাহযুক্ত স্থানে ফোলা লাল হওয়া বেলেড়োনার লক্ষণ। টন্‌ টন্‌ বা দপ্‌ দপ্‌ করিলেও বেলেডোনা দিবে। নিদ্রা কালীন ভুলবকা বেলেডোনার আর একটী প্রধান লক্ষণ। মার্কুরিয়স

সল ৬×, বিচি ফোলার আর একটী ভাল ঔষধ। ইহাতে কর্ণমূল ফোলা, গলার বিচি ফোলা আর কুঁচকির বিচি ফোলা ভাল হয়। ইহাকে বেলেডোনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা যায়। জ্বর না থাকিলে বা সামান্য থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। জ্বর বেশী থাকিলে মার্কুরিয়স বিন-আয়ড ৬ দিবে। আর ভুল বকিলে আর বেলেডোনা দ্বারা উপকার না হইলে হাওসায়েমস্ ৬× সেবনে ভুল বকা ভাল হয়। কর্ণমূল বা গাল গলার বিচির প্রদাহের প্রধান ঔষধ মার্কুরিয়স ও বেলেডোনা ৩×। প্রদাহ স্থানে পুলটিস, গরম জলের সেক ও তুলা বাঁধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়। একোনাইট, ১×৩×, বেলেডোনা ১×৩০ আর মার্কুরিয়স সল ৩×৬ এবং পুলটিস্ বা গরম জলের সেক সকল স্থানের প্রদাহেই বিশেষ উপকার হয়।

কর্ণমূল ফোলা অণ্ডকোষে বা মাইয়ে বা ডিম্বকোষে গেলে পলসেটিলা ৬× কখন কখন নক্সভমিকা ৬× ও আবশ্যক হয়।

যাহাদের সর্ব্বদা গাল গলার বিচি ফোলে তাহাদিগকে গণ্ডমালা ধাতু বলে, তাহাদের পক্ষে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কান কামড়ান—কানর ভিতর যন্ত্রণা হইলে পল্‌সেটিলা ৬×, ২।১ ফোঁটা কর্ণ মধ্যে দিলে কান কামড়ান ভাল হয়। কর্ণের উপর বার বার গরম গরম পুল্‌টিস দিলেও কানের যন্ত্রণা দূর হয়। কাঁনে পূয হইলে পল্‌সেটিলা ও মার্কুরিয়স-সল সেবনে ভাল হয়; ইহাতে আরোগ্য না হইলে ক্যালকেরিয়া ৩০ ও সালফর ৩০ দিবে।

জিবের প্রদাহ—জিব ফুলিয়া বেদনা হইলে বেলেডোনা ৩×। প্রবল জ্বর থাকিলে একোনাইট ও বেলেডোনা পর্য্যায়ক্রমে দিবে। মুখ দিয়া লাল পড়িতে থাকিলে মার্কুরিয়স-সল ৩× বা ৬×, ব্যবস্থা করিবে। জিবে ঘা হইলে মার্কুরিয়স তাহার বেশ ঔষধ। মার্কুরিয়স-বর্ণ আইয় ডেটাস ৩×, জিবের ঘায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পারা ব্যবহারের মন্দ ফলে নাইট্রিক্ এসিড ৬×। ঘায়ে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে আর্সেনিক ৬×। ক্যালি-বাইক্রমিকম ৬×, জিব ও গলার ঘায়ের আর একটী বেশ ঔষধ। রোগীর পারা ব্যবহার থাকিলে ও ক্যালি-বাইক্রমিক দ্বারা আরোগ্য হয়। ঠোঁট ও জিবের ঘায়ের আর একটী ঔষধ—সোহাগার খৈ ও মধু আঙ্গুলে করিয়া লাগাইয়া দিবে। মার্কুরিয়স-সল

৩x, ও বেলেডোনা ১x—৩x দন্ত শূলেরও বেশ ঔষধ, দন্ত পোকা খাওয়া বা ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া হেতু দন্তশূলে ক্রিয়োজোট আদত আরক বা স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম তুলি করিয়া লাগাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা কি ?

মুখের ভিতর জিবের গোড়ায় আল জিবের দুই পাশে দুটী ভোটার মত বিচি বা গুলি আছে। ইহাকে টাক্‌বার গ্রন্থি বা গুল্লি বলে। টাগ্‌রার বিচি দুটীকে টন্‌সিলস্ বলে। এই টাগ্‌রার গুল্লির প্রদাহকে টন্‌সিলাইটিজ বলে। টাগ্‌রার গুল্লির প্রদাহ হইলে (৩৫ পাতা দেখ) ঢোক গিলিতে গলায় ব্যেথা বোধ হয়। কখন কখন দুইটা টন্‌সিলেই প্রদাহ একবারে হয় আর কখন একটীর প্রদাহ কমিলে আর একটীর প্রদাহ হয়। আল জিবের প্রদাহ হইলে আল জিব ফুলিয়া বাড়ে এমন কি জিবের উপর আসিয়া ঠেকে। রোগী বার বার ঢোক গিলিতে বাধ্য হয়, তাহার মনে হয়, যেন টাগ্‌রায় কিছু আট্‌কাইয়া আছে।

পূর্ব্বে বলেছি যে মুখের ভিতর গলার ভিতর, ফুস্‌ফুসের ভিতর ইত্যাদি স্থানে যে পর্দ্দা দ্বারা মোড়া তাহাকে মেম্‌ব্রেন বা ঝিল্লি বলে। এই ঝিল্লির উত্তেজনা হইলে এক প্রকার রস উৎপন্ন হয়, এই রসকে মিউকাস বা শ্লেষ্মা বলে। শ্লেষ্মা গাঢ় হইলে গয়ের বলে। টাগ্‌রায় গুল্লি মিউকাস মেম্‌ব্রেন বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দ্বারা মোট। এই ঝিল্লি উত্তেজিত হইলে টাগ্‌রার বিচির গা থেকে শ্লেষ্মা বাহির হয়। শ্লেষ্মা প্রথমে পাতলা থাকে, ক্রমে গাঢ় ও আটার মত হইয়া টাগ্‌রার বিচির গায়ে জড়াইয়া থাকে, এতেই রোগী ক্রমাগত তুলিবার চেষ্টা করে।

টাগ্‌রার গুল্লিও আল জিবের প্রদাহের চিকিৎসা—

বেলেডোনা ১x, আর মার্কুরিয়স—সল ৩x বা ৬x টাগ্‌রার গুল্লিও আল জিব প্রদাহের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রবল জ্বর থাকিলে একোনাইট ১x বা ৩x ও বেলেডোনা পর্য্যায়ক্রমে দিবে। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বোধ হইলে—বেলেডোনা ১x বা বেলেডোনা ও মার্কুরিয়স ৩x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে, সঙ্গে সঙ্গে—কষ্টিক লোশন তুলি করিয়া—প্রদাহ স্থানে বুলাইয়া লইলে—২।১ দিনেই আরোগ্য হয়। টাগ্‌রার গুল্লিতে ঘা হইলে মার্কুরিয়স—

সল ৬x সেবন ও কষ্টিক লোশন লাগাইলে আরোগ্য হয়। কখন কখন টন্সিল বা টাকৃরায় গুলি বাড়ে—টনসিল বাড়ার ঔষধ—মার্কুরিয়স আইওডেটস অফ ব্যারাইটা ৬x। **কষ্টিকলোশন** কষ্টিকের বাতি ২০ গ্রেণ বা ১০ কুঁচ ওজন জল চারিড্রাম বা এক কাঁচ্চা। একটী শিশির মধ্যে মিশাইয়া ছিপি আঁটিয়া এবং শিশির গায়ে সবুজ কাগজ জড়াইয়া রাখিবে। সবুজ বা কাল কাগজ শিশির গায়ে জড়াইয়া না রাখিলে উক্ত লোশনটী আলো লাগিয়া খারাপ হইয়া যাইবে। চামচের বাঁটে করিয়া জিব চাপিয়া ধরিলে জিবের গোড়ায় দুইপাশে দুটী ভেটার মত গুলি ও আল জিব দেখিতে পাইবে ও তুলি করিয়া কষ্টিক লোশন লাগাইয়া দিবে। উক্ত গুলিতে প্রদাহ হইলে—ফুলিয়া লাল হয়।

গলার ভিতর প্রদাহ—কখন কখন টাকৃরার গুলি প্রদাহ হয় নাই অর্থাৎ ফোলা কি লাল হওয়া দেখিতে পাওয়া যায় না অথচ ঢোক গিলিতে ব্যথা বোধ হয়। ইহা গলার ভিতরকার প্রদাহ, এ প্রদাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়। এ জায়গাকে ফেরিং বলে গলার ভিতর অন্য বহা নলীর উপরি ভাগে যে মাংসের থলি আছে, খাদ্য দ্রব্য জিব দিয়া এই থলের ভিতর ঠেলিয়া দি, এই থলের সংকোচন দ্বারা—উক্ত খাদ্য অন্য নলী দিয়া পাকস্থলিতে যাইয়া পড়ে। এই থলেকে ফেরিংস বলে। ফেরিংসের প্রদাহকে ফেরিঞ্জাইটিজ বলে। আর অন্ন নলীকে—ইসোফেগস্ বলে। ইসোফেগাসের প্রদাহ হইলে ইসোফেগাইটিজ্ বলে। ফেরিঞ্জাইটিজ্ ও ইসোফেগাইটিজের প্রদাহের চিকিৎসা—বেলেডোনা—১x, ৩x, ৬x, আর মার্কুরিয়াস ৩x, ৬x, দ্বারা আরোগ্য হয়। প্রবল জ্বর, থাকিলে প্রথমে একোনাইট ৩x, বা একনও বেল পর্য্যায়ক্রমে দিবে। হুলফুটার মত বেদনা থাকিলে এপিস ৩x। জ্বলন থাকিলে আর্সেনিক, ৩x—৬x দিবে। ঘা থাকিলে আর্সেনিক ও মার্কুরিয়স আর অম্ল জনিত হইলে নক্সভমিকা ৩x ৬x। বেলেডোনা ও মার্কুরিয়স দ্বারাও জ্বালা নিবারণ হয়। অন্য নলীর আক্ষেপ বা আকুঞ্চন হইলে বেলেডোনা ৩x, ৬x গিলন কষ্ট হইলে ও বেলেডোনা ৩x—৬x। আবশ্যক হইলে জ্বর চিকিৎসায় উক্ত ঔষধ গুলির গুণ দেখ।

বায়ু বা শ্বাসনলী ও শ্বাস যন্ত্র বা ফুস্ফুসের রোগ।— অন্য নলীর গায়ে আর একটী নলী আছে। এই নলীকে ট্রেকিয়া বা শ্বাস নলী

বলে। নিশ্বাস বায়ু এই নলী দিয়া শ্বাসযন্ত্র বা ফুস্‌ফুসে যায়। অন্য নলী যেমন গলা দিয়া নাবিয়া গিয়া পাকস্থলীতে যুক্ত হইয়াছে শ্বাস-নলীও তেমনি গলা দিয়া নাবিয়া বুকের ভিতর ফুস্‌ফুসে যুক্ত হইয়াছে। অন্য নলীর মুখকে ফেরিংস বলে আর শ্বাসনলীর উপরিভাগ বা মুখকে ল্যারিংস বলে। ল্যারিংস থেকে স্বর, শব্দ বা কথা উচ্চারণ হয় বলিয়া ইহাকে স্বরযন্ত্র বলে। ল্যারিংসের (স্বরযন্ত্রের) প্রদাহকে ল্যারিঞ্জাইটিজ বলে। টন্‌সিল বা টাকরার গুলি ও ফেরিংসের প্রদাহে ঢোক গিলিতে গলায় বেদনা বোধ হয় কিন্তু ল্যারিংসের প্রদাহে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা লাগা অপেক্ষা শ্বাস কষ্ট বা হাঁপ বেশী হয়, স্বর ভেঙ্গে যায় বা মোটেই স্বর থাকে না। ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্রের উপর এক প্রকার নূতন শ্লেষ্মার পর্দ্দা বা ঝিল্লি (Mucus Membrane) উৎপন্ন হইতে থাকে, তাহাতে বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ হওয়াতে হাঁপাইতে থাকে, ইহাকে ডিপথিরিয়া বলে। শ্বাসনলীর মুখে একটী ছোট ছিদ্র আছে, এই ছিদ্র দিয়া শ্বাসনলীর ভিতর বাতাস ঢোকে। এই ছিদ্রকে গ্লটিস্ বলে, গ্লটিসের প্রদাহকে গ্লটাইডিজ বলে। এই ছিদ্রের মুখে একটী পর্দ্দা ঝুলান আছে। ইহাকে ইপিগ্লটিস্ বলে। গিলিবার সময় খাদ্য দ্রব্যের অংশ এই পর্দ্দা ঠেলিয়া শ্বাসনলীর ভিতর ঢুকিলে আমরা কাশিয়া তাহা বাহির করিয়া দেই। ইহাকে বিষম খাওয়া বলে।

শ্বাসনলী ও শ্বাস যন্ত্র বা ফুস্‌ফুসের ভিতর কিছুই থাকিবার যো নাই। ধূলা বা ধুঁয়া ঢুকিলে কাশি হয়। শ্লেষ্মা বা গয়ের জমিলে যত দিন না সমস্ত শ্লেষ্মা বা গয়ের বাহির হইয়া যায় ততদিন কাশি হইতে থাকে। উহাদের ভিতর প্রদাহ হইয়া ফুলিলেও কাশি হয়, কেননা এই সকল কারণে শ্বাস যন্ত্রে প্রচুর পরিমাণে বাতাস যাতায়াতের ব্যাঘাত হয়। ফুসফুস বা শ্বাস যন্ত্রের প্রদাহকে নিউমনিয়া বলে। বক্ষঃগহ্বর বা বুকেরভিতর ফুস্‌ফুস্ (ফুল্‌কা) অবস্থিতি করে। ফুস্‌ফুসের ভিতর বাতাস পোরা থাকে বলিয়া বুক, পিঠ ও দু দিককার পাঁজারার মধ্যে ফুসফুস ফুলিয়া পুরিয়া থাকে। ফুস্‌ফুস দুইটী, একটী বাঁ পাঁজরের ভিতর (ইহাকে লেফটলং বা বাম ফুস্‌ফুস বলে) আর একটী ডান পাঁজরের ভিতর (ইহাকে রাইটলং বা দক্ষিণ ফুস্‌ফুস বলে)। বায়ুনলী গলা থেকে নেবে বুকে আসিয়া দুইটী ফেঁকড়ি হইয়া দুইটী

ফুস্‌ফুসে যুক্ত হইয়াছে। সমস্ত ফুস্‌ফুসের ভিতর শ্লেষ্মার পর্দ্দা বা ঝিল্লি (Mucus Membrane) দ্বারা মোড়া। দু দিককার দুইটী ফুসফুসেরই সমস্ত পর্দ্দার প্রদাহ হইলে ডবল নিউমনিয়া বলে আর এক দিককার একটী ফুস্‌ফুস্ প্রদাহিত হইলে সিঙ্গল নিউমনিয়া বলে। সহজ লোকের বুক, পিঠ ও পাঁজরের উপর বাম হাতের অঙ্গুলি রাখিয়া তাহার উপর ডান হাতের অঙ্গুলির ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ শুনিতে পাইবে। কেননা—ফুসফুস ফাঁপা। উহার ভিতর কেবল বাতাস পোরা। ফুস্‌ফুসের ভিতর ফুলিলে আর উহার মধ্যে শ্লেষ্মা বা গয়ের জমিয়া থাকিলে নিরেট শব্দ শুনিতে পাইবে। ষ্টেথস্‌কোপ দ্বারা পরীক্ষা করিলে নিউমনিয়ার প্রথম অবস্থায় ক্রেপিটেশন বা চিচ্চিড়ে শব্দ শুনা যায়। এক গোছা চুল আঙ্গুলে করিয়া ধরিয়া ঘসিলে অর্থাৎ চুলে চুলে ঘর্ষণ করিলে যেরূপ শব্দ হয় তাহাকে ক্রেপিটেশন বা চিচ্চিড়ে শব্দ বলে।

নিউমনিয়া রোগীর জ্বর বা গায়ের তাপ খুব বেশী হয়। নাড়ীও নিশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি পড়ে। জ্বরের প্রথমেই হউক আর অনেক দিন জ্বর ভুগিতে ভুগিতেই হউক নিউমনিয়া হবার মুখে অর্থাৎ সুত্রপাতে খুব একটী কম্প হয়। গায়ের তাপ খুব বাড়ে, নাড়ি ও নিশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়িতে থাকে। শ্লেষ্মা প্রথমে পাতলা থাকে ও ক্রমে গাঢ় আঠার মত চটচটে হয়। গয়েরের রং মচ্চের (Rust) মত লালচে হয়। আঠার মত গয়ের সহজে উঠে না যদি গয়ের পুযের মত হইয়া সহজেই উঠিতে থাকে তাহা হইলে ভাল লক্ষণ জানিবে, রোগ বাড়াবাড়ি হইলে ফুসফুস পচিতে আরম্ভ হয়। নিশ্বাস আরো ঘন ঘন পড়ে ও শ্বাস কষ্ট হয়। ফুস্‌ফুস গয়েরে পুরিয়া যায়, রোগীর উঠিবার ক্ষমতা থাকে না। আর সান্নিপাতিক বিকারের লক্ষণ, ভুলবকা, বিছানা বালিস আঁচড়ান ইত্যাদি মৃদু প্রলাপ উপস্থিত হয়। গোড়ায় চিচ্চিড়ে শব্দ থাকে, ক্রমে বুড় বুড় বা ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে। ফুস্‌ফুসের ভিতর গয়ের জমিয়া ভর্ত্তি হয় ও চাপিয়া বসে, উঠে না, বাতাস যাতায়াতের ব্যাঘাত হয়, কাজেই রোগী হাঁপাইতে থাকে। শ্বাসযন্ত্র ও শ্বাসনলীর ব্যাম হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়াও হয় আর রক্ত দোষিত হইয়াও হয়। যে পর্দ্দা বা খোলের ভিতর ফুসফুস থাকে তাহাকে প্লুরা বলে। প্লুরার প্রদাহকে প্লুরাইটিজ বা প্লুরুসি বলে। প্লুরিসি হলে বুকে বা পাঁজরে ফিক ব্যথার মত ব্যথা লাগে কাশিতে বা হাঁচিতে এমন কি নিশ্বাস ফেলিতেও

কষ্ট হয়, ব্যথা লাগার ভয়ে রোগী কাশিতে পারে না। জোরে নিশ্বাস ফেলিতেও পারে না। যেন ছুরি দিয়া খুঁচাইতে থাকে। বেদনা এঁটে ধরিয়া থাকে যেন কিছু বেঁধা আছে। জ্বর ও কাশি হয়। এ রোগ আবার পুরাতন হইয়া থাকে তখন জ্বর থাকে না। তবে কখন কখন কাশি ও পাঁজরায় বেদনা হয়।

ফুসফুসের ভিতর ছোট ও বড় অসংখ্য কোষ (গর্ত্ত) আছে। (Air tubes)। বড় বড় কোষের ভিতর প্রদাহ হইলে ব্রঙ্কাইটিজ বলে আর ছোট ছোট কোষের ভিতর প্রদাহ হইলে ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিজ বলে।

বুক পিঠ ও পাঁজরে ষ্টেথস্কোপ দ্বারা দেখিলে সহজ লোকের ফুসফুসের শব্দ প্রতি নিশ্বাসে শোঁ শোঁ শব্দ শুনিতে পাইবে। আর বায়ুকোষের ভিতর প্রদাহ হইলে কোষের ছিদ্র ফুলিয়া সরু হইয়া যায়, কাজেই এ অবস্থায় বাঁশির মত শব্দ হয়। নিশ্বাস লইলে বা কাসিলে এই শব্দ হয়। বায়ুকোষগুলি যখন ফুলিয়া সরু হয়, তখন শুকন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

শুকন শব্দ কি ? শাঁই শাঁই শব্দ বা খুব সরু নলের মধ্যে ফু দিলে যে রকম শব্দ হয় সেই রকম শব্দ, ইহাকে শুকন শব্দ বলে। ব্রঙ্কাইটিজের প্রথমে শুকন শব্দ হয়। তারপর কোষগুলির ভিতর গা থেকে পাতলা শ্লেষ্মা বাহির হইতে থাকে। এই শ্লেষ্মা ক্রমে গাঢ় হয়, এই গাঢ় শ্লেষ্মাকে মিউকাস বা গয়ের বলে। গয়ের জমিলে যথেষ্ট বা ভিজে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

ভিজে শব্দ কি ? বুড় বুড় বা ঘড় ঘড় শব্দ। কোষের মধ্যে গয়ের জমাতে বাতাস যাতায়াতের ব্যাঘাত হয়। কোষের ভিতর বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত হইলে হাঁপ হয়, এজন্য ব্রঙ্কাইটিজেও হাপ হইয়া থাকে। ব্রঙ্কাইটিজ পুরাণ হইয়া থাকে। ফুসফুসের বড় বড় কোষগুলি আক্রান্ত হইলে শুকন ও ভিজে শব্দ একটু বড় বা মোটা রকম হয়। আর খুব ছোট ছোট বা সরু সরু কোষগুলির শুকন ও ভিজে শব্দ (শাঁই শাঁই ও বুড় বুড় বা ঘড় ঘড়) ছোট ছোট বা সরু সরু রকম হয়। কোষ যত বড় হইবে নিশ্বাসে বা কাশিলে শব্দও তত বড় বা মোটা মোটা হইবে। আর কোষগুলি যত ছোট বা সরু সরু হইবে শব্দও তত ছোট বা সরু সরু হইবে।

থাইসিস বা ক্ষয়কাশ হইলে।—ফুসফুসের ভিতর সাগুদানার মত ছোট ছোট টিউবার্কেল হয়। তাহা ক্রমে বাড়িয়া ফুসফুসকে নষ্ট করে।

পুষের মত অনেক গয়ের উঠিতে থাকে। জর হয়, রাত্রে ঘাম ও কাশি হয়। মাঝে মাঝে গয়েরের সঙ্গে রক্ত উঠে। ক্ষয়কাস প্রায়ই ফুসফুসের উপরিভাগে হয়। রোগী দিন দিন রোগা ও শীর্ণ হইতে থাকে। পিঠের হাড় পাখির ডানার মত উঁচু হয়। বুকের ভিতর শাই শাই শব্দও হয়। ফুসফুস পচিয়া রোগীর মৃত্যু হয়। এ রোগ সংক্রামক আর বংশাবলি হইতে থাকে।

ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিজের—সহিত বেশী জর থাকে, কাশিও বেশী হয়, আর হাঁপ ও বেশী হয়। নিশ্বাসও ঘন ঘন পড়ে। শ্লেষ্মা আঠার মত হইয়া চাপিয়া বসে, উঠিতে চায় না। কোষগুলি শ্লেষ্মায় ভর্ত্তি হইয়া উহার মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে রোগী হাঁপাইয়া প্রাণত্যাগ করে, শ্লেষ্মা উঠিতে থাকিলে হাঁপ কম হইবে। ছেলেরা গয়ের তুলিয়া ফেলিতে পারে না কিন্তু তুলিয়া গিলিয়া ফেলে গিলিয়া ফেলিলে বাহ্যের সহিত বাহির হইয়া যায়। বায়ু কোষের শব্দ যত বেশী সরু সরু হয়, ততই রোগীর প্রাণের আশা কম। বার বার কাশিতে কাশিতে কোষের ভিতর গায়ে বসা গয়ের কোষের মুখের কাছে সরিয়া আসিয়া ভিতরে বাতাস যাওয়া বন্ধ করে, কাজেই যতক্ষণ না সেই গয়ের উঠে ততক্ষণ রোগী হাঁপাইতে থাকে। প্লুরিসির সহিত নিউমনিয়া থাকিলে প্লুরোনিউমনিয়া বলে। ব্রঙ্কাইটিজের সঙ্গে নিউমনিয়া থাকিলে ব্রঙ্কোনিউমনিয়া বলে। প্লুরিসি যদি একলা হয়, তাতে ভয় নাই। আর ব্রঙ্কাইটিজও যদি একলা হয় তাহাতেও ভয় নাই। উহাদের সহিত নিউমনিয়া যোগ দিলে রোগীর প্রাণের আশা কম হইয়া পড়ে।

সকল রকম কাশির চিকিৎসা একই রকম।

কাশির নাম যাহাই হউক না কেন, লক্ষণ দেখিয়া ঔষধ দিবে।

শ্বাসনলী ও শ্বাস যন্ত্রের প্রদাহ, যথা—ল্যারিঞ্জাইটিজ, গ্লটাইডিজ, ডিপ্‌থিরিয়া, ক্ষয় কাশি, নিউমনিয়া, প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিজ, ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটীজ্‌, হুপিংকফ্‌, হাঁপ কাশি, ঘুংড়ি কাশি—ইত্যাদি প্রদাহ ও সকল রকম কাশি চিকিৎসা, নিম্নে দেওয়া হইল। স্বরযন্ত্রের (ল্যারিংস) বা গ্লটীসের (শ্বাস বা বায়ু নলীর মুখ) আক্ষেপ বা আকুঞ্চন বশতঃ হঠাৎ হাঁপ বা শ্বাস রোধের উপক্রম হইলে, এক পাত্রে জল অগ্নিতে ফুটীতে থাকিবে, সেই জল ফোটা কতক তার্পিণ দিয়া রোগীর কাছে, সেই ফুটন্ত জলের পাত্রটী রাখিবে। সেই জলের বাষ্প নিশ্বাস দ্বারা বা নাক মুখদিয়া রোগী গ্রহণ করিলে অর্থাৎ সেই জলের বাষ্প গলার

ভিতর গেলে তৎক্ষণাৎ হাঁপ বন্ধ হয় ও রোগী পূর্ব্বমত সুস্থ হয়। রোগীর ঘরের জানলা বন্ধ করিয়া দরজার বাহিরে ও দরজার নিকট আগুণ করিয়া তাহার উপর জল পাত্রটী বসাইয়া দিবে, যখন জল ফুটীতে থাকিবে তখন তাহাতে ফোটা কতক তার্পিণ তৈল নিক্ষেপ করিবে। সেই জলের বাস্প রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে থাকিবে ও রোগীর নিশ্বাসের সহিত উক্ত বাস্প শ্বাস নলীতে প্রবেশ করিবে, ইহাতেও হাপ বন্ধ হয়।

আশু হাঁপ ছাড়িয়া যাইবার ঔষধ—একোনাইট্‌ θ বা ১×. ইগ্নেশিয়া ৩x, স্যাম্বুকস θ বা ১x। ইপিকাক ১x, বেলেডোনা ১x, বা ৩×, আর্সেনিক—৩x, বা ৬x, ভেরেট্রম এল্বম ৩x বা ৬x। উক্ত ঔষধ—২।১ মাত্রা সেবনেই হাপ বন্ধ হয়। এবং কিছুদিন ব্যবহার করিলে রোগ একেবারে আরোগ্যও হয়। আমরা ৫ বৎসরের একটী বালিকাকে স্যাম্বুকস্‌ θ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছি। সে রাত্রিকালে গভীর নিদ্রার সময় ২।১ বার কাশিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিয়া পড়িত ও মরিলাম বলিয়া হাত পা ছুড়িয়া চিৎকার করিত, ২।১ মিনিট পরে সুস্থ হইত। হাপ উপস্থিত ইহলে ২।১ মাত্রা এবং দিনে ৩ বার ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। ডিসপেপ্‌শিয়া বা অজীর্ণ রোগের সহিত হাপ কাশি থাকিলে, বিরাম কালে, নক্সভমিকা ৬x, ব্যবহার করিলে রোগ আরোগ্য হয়। নড়া চড়ায়,—জোরে হাটিলে বা সিড়ি দিয়া উপরে উঠিলে যদি হাপ বৃদ্ধি হয়—তাহা হইলে আর্সেনিক ৬x বা ১২×, দিবে। হাপ কাশির প্রথম অবস্থায় প্রবল জর থাকিলে,—একোনাইট দিবে। হাপ কাশির সহিত বমন বা বমনেচ্ছা থাকিলে ইপিকাক ৬x দিব। স্পঞ্জিয়া ১×, ইপিকাক, ৬x লোবেলিয়া ৬x ও স্যাম্বুকস ১× ছেলেদের হাপ কাশির বেশ ঔষধ। শিশুদের অজীর্ণ রোগের সহিত হাপ কাশি থাকিলে—ক্যামমিলা ৬x, হিষ্টিরিয়া জনিত হাপ কাশে—ইগ্‌নেশিয়া ৩০ দিবে। স্ত্রীলোকের রজদোষে- হাপ হইলে পল্‌সেটিলা ৬×, শ্বাসনলী ও শ্বাস যন্ত্রের প্রথম বা প্রদাহ অবস্থায় একোনাইট ১x—৬x এবং বেলেডোনা ১x—৩x দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। সকল রকম কাশির প্রথম বা প্রদাহ অবস্থায় যখন শুষ্ক কাশি হয় ও শুষ্ক শব্দ হয়, অর্থাৎ শাই শাই বা সরু বাঁশির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় তখন—একনাইট, তারপর বেলেডোনা, বেলেডোনায় উপকার না হইলে

ব্রাইয়োনিয়া ব্যবস্থা করিবে। কাশির সহিত ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বোধ হইলে বেলেডোনা তার বেশ ঔষধ। নাসিকা হইতে সর্দ্দিস্রাব সহ কাশি একন, বেল, ব্রাইওনিয়া পল্‌সেটিলা জেলসেমিনম, মার্কুরিয়স সল্‌।

ঘুংড়ি কাশি ও জ্বর।—ঘুংড়ি কাশি ও জ্বরে একোনাইট ১x—৩x ও স্পঞ্জিয়া ১x পর্য্যায়ক্রমে দিবে। ইহা দ্বারা উপকার না হইলে এ্যান্টিমণি টার্ট, ৩x, ক্যালি-বাই, ৬x বা হেপার সল্‌ফর ৬x দিবে। বমন বা বমনোদ্বেগ থাকিলে—ইপিকাক ১x ৩x—৬x। মিছিরির গুড়, বা গ্নবিউল, ঔষধে ভিজাইয়া শিশুর জিবে দিবে। শ্লেষ্মা শীঘ্র শীঘ্র জমিয়া শ্বাস রোধের উপক্রম হইলে, আর স্বর ভাঙ্গিয়া গেলে—হেপার সলফার ৬x, জ্বর থাকিলে উহার সহিত একোনাইট দিবে। ঘং ঘং করিয়া কাশি ও শ্বাস কষ্ট হইলে, স্পঞ্জিয়া ১x। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাশি হইলে এ্যান্টিম টার্ট—শ্লেষ্মা চাল্‌তা আটার মত হইলে ক্যালি-ব্রাই ৬x দিবে।

শুষ্ক কাশি।—শুষ্ক বা তরল কাশি থাকিলে একোনাইট ৩x। অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাশি বা কাশিতে কাশিতে মুখ লাল হইয়া উঠে—আর রাত্রি কালে কাশির বৃদ্ধি হইলে বেলেডোনা ৬, ৩০। সর্দ্দি বসিয়া গিয়া শুষ্ক কাশি, আর প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা আহারের পর বৃদ্ধি হইলে নক্সভমিকা ৬,৩০। অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাশি আর কথা কহিলে বা হাসিলে বৃদ্ধি হইলে ফস্‌ফরস্‌ ৩x। সন্ধ্যা বেলায় শুষ্ক কাশি হইলে হেপার সলফর ৬x। কাশিলে বুকে মাথায় বেদনা লাগে আর রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইলে—ব্রাইয়োনিয়া ৬x।

গলার ভিতর ঘা ও কাশি—মার্কুরিয়স-সল ৬ ক্যালিবাই ৬ ফসফরস ৩x। হেপার সলফর ৬,৩০।

ভিজে বা তরল কাশি—বুক বা গলায় ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাশিতে এ্যান্টিমণি-টার্ট ৩x বা ৬x, ইপিকাক, ৩x,৬x। পুযবৎ শ্লেষ্মায়—মার্কুরিয়স-সল ৬x। অস্থিরতা থাকিলে আর্সেনিক ৬x, দিবসে তরল ও রাত্রে শুষ্ক কাশি হইলে পল্‌সেটিলা ৬x।

হাঁপ কাশি।—একন, ১ ইপিকাক, ৩x আর্সেনিক, ইগ্‌নেশিয়া, স্যাম্বুকস, নক্স-ভমি, সলফর, স্পঞ্জিয়া লোবেলিয়া, ক্যালি-হাইড্রো, কিউপ্রম, বেলে-

ডোনা, ক্যামমিলা, পলসেটিলা, অপিয়ম্, ব্রাইয়োনিয়া। আক্রমণ কালে গরম জলের বাষ্প নাক ও মুখ দিয়া গ্রহণ বা ষ্ট্রামনিয়ম চুরুটের ধূমপান।

রক্তউঠা সহ কাশি—বমন বা বমনেচ্ছা সহ কাশি ইপিকাক ৩×, ৬x। উদ্দম জনিত আর্ণিকা, স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে—ব্রাইয়োনিয়া ৬x। গয়েরের সহিত জমাট রক্ত বা মড়্চের মত লালচে ও আটার মত গয়ের হইলে ফস্ফরস। শ্লেষ্মার সহিত জমাট রক্ত উঠিলে আর্সেনিক।

কাশি ও বুকে বেদনা—ফস্ফরাস, ব্রাইয়নিয়া।

স্বরভঙ্গ ও কাশি—ফস্ফরস্, হিপার সল্ফর, স্পঞ্জিয়া, মার্কুরিয়স-সল।

অজীর্ণ রোগের সহিত কাশি—কার্ব্ব-ভেজ নক্সভমিকা, ব্রাইও-নিয়া, পল্সেটিলা।

বমন বা বমনোদ্বেগ সহ কাশি—ইপিকাক ৬, ৩০, এ্যাণ্টিমণি ৬, ৩০, ক্যামমিলা ৬। ড্রসেরা ৬, ৩০।

নিম্নলিখিত রোগগুলির ব্যাখ্যা পূর্ব্বে ও ঔষধ গুলির লক্ষণ পরে দেওয়া গেল।

হুপিং কাশি হুপ্, হুপ্ শব্দ সহ বা দম আটকান মত কাশি—একোনাইট্, বেলেডোনা, ড্রসেরা, সিনা, কিউপ্রম, ক্যালিবাই, ক্যালি ব্রমাইড্।

ব্রঙ্কাইটিজ্ ও ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিজের ঔষধ— একন, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, এ্যাণ্টিম-টার্ট, ক্যালি-বাই, আর্সেনিক, চায়না, ফস্ফরাস্, কার্ব্ব ভেজ।

ব্রঙ্কোনিউমনিয়ার ঔষধ—একোনাইট ৩× ও ফস্ফরাস ৩x,৬x পর্য্যায়ক্রমে দিবে। মধ্যে মধ্যে বক্ষঃস্থলে পুরাতন ঘৃতের মালিস গমের পুল্টিস দিবে ও বুকপিঠ তুলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। পথ্য—(১১ পাতা দেখ)।

প্লুরিসির ঔষধ—একন, ব্রাইওনিয়া ডিজিটেলিস্ মার্কুরিয়স, হেপার, আর্সেনিক, সল্ফার, ফস্ফরাস্, চায়না, লাইকোপোডিয়ম, আইওডিয়ম। মসিনা বা ভূষির পুল্টিস দিবে। প্লুরোনিউমনিয়ার ঔষধ—ব্রাইওনিয়া ৩x ৬x ও ফস্ফরাস্ ২x, ৩× পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে।

নিউমনিয়ার ঔষধ—একন, ৬ বেলেডোনা, ৬ ব্রাইওনিয়া ৬ জেলসেমিয়ম, ৩ ফসফরাস, ৩x ভেরেট্রম-ভিরিডি, ৬x, এন্টিমনি-টার্ট, ৩ ৬x লাইকোপোডিয়ম, ৩০ সল্‌ফার, ৩০ আর্সেনিক, ৩০ রসটক্স, ৬ ৩০ চায়না, ৩০ কার্ব্বভেজ ৩০। বুকপিঠ তুলা দিয়া ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। পথ্য (১১ পাতা দেখ)।

(পূর্ব্বোক্ত সকল রকম কাশির ঔষধের লক্ষণগুলি নিম্নে দেওয়া গেল)। রোগ লক্ষণের সহিত যতই বেশী মিলিবে ততই রোগ সত্বর আরোগ্য হইবে।

একোনাইট।—১x, ৩x, ৬x। সকল রকম কাসির প্রথমাবস্থায় ও পুরাতন রোগে সহসা কাসি হইলে একোনাইট দ্বারা উপকার হয়। লক্ষণ—শুষ্ক কাসি কোষ্ঠবদ্ধ অস্থিরতা ও পিপাসা, বুকের ভিতর খোঁচা বা ছুরি বেঁধার মত বেদনা ও জ্বর, বক্ষে ভারি বোধ, কাশিতে কাশিতে নিশ্বাস বন্ধ। ছেলেরা যতবার কাশে ততবার হাত দিয়া গলা ধরে। কপাল ও রগ বেদনা। ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশি, বৈকালে ও রাত্রিকালে এবং কাত হইয়া শুইলে কাশির বৃদ্ধি আর চিৎ হইয়া শুইলে উপশম বোধ। তরল কাশিতেও একন ব্যবহার হয়।

জেল্‌সেমিনম—১x, ৩x। একোনাইটের পর জেলস ব্যবস্থা করিবে। স্বরভঙ্গ সহ কাশি ও বুকে ব্যথা।

বেলেডোনা—৬x ৩০। শয়নে বৃদ্ধি, বসিলেও উপশম হয় না। অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাশি, রাত্রিকালে কাশির বৃদ্ধি, কাশিতে কাশিতে মুখ লাল হইয়া উঠে। কাসির সহিত গলায় ব্যথা, চোকে রক্ত জমা, মাথা ব্যথা।

ব্রাইওনিয়া—৩x, ৬x। একোনাইটের পরে বা সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্রাইওনিয়া ব্যবহার হইতে পারে। বুকে সূচ বা খোঁচা বেঁধার মত বেদনার সহিত শুষ্ক কাশি, পাঁজরায় ছুচ ফুটা, হুল বেঁধা, ছুরি বেঁধা বা জালাকর বেদনা, কাসিতে, নিশ্বাসে বা নড়াচাড়ায় বৃদ্ধি। অল্প শ্লেষ্মা উঠে। বমন বা বমনোদ্বেগ সহ তরল কসিতেও ব্রাইওনিয়া ব্যবহার হয়। কষ্টকর শুষ্ক কাশি রাত্রিকালে বৃদ্ধি। শক্ত শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে বার বার কাশিতে কাশিতে নরম হয় গলা ভাঙ্গা ও কথা ভারি। কাশিতে গেলে বুক ও মাথা ফাটিয়া যাওয়া বোধ

এবং শ্লেষ্মা সাদা, হল্‌দে বা রক্ত মিশ্রিত। ব্রাইওনিয়া সেবনে শুষ্ক কাসি সরল হয়।

এ্যান্টিমনি-টার্ট—৩x, ৬x। সাই সাই বা ঘড় ঘড় শব্দ সহ কাশি। কাশিতে কাশিতে শ্বাস রোধের উপক্রম হয়। বুকে বা গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, বোধ হয় যেন শ্লেষ্মায় পূর্ণ, রোগী তুলিয়া ফেলিতে অক্ষম, আহারীয় দ্রব্য বমন সহ কাসি।

ইপিকাক—৩x ৬x। ঘড় ঘড় শব্দ সহ কাশি, শ্লেষ্মা বমন বা বমনেচ্ছা সহ কাশি, শ্বাসরুদ্ধকর কাশি, হাপকাশি, (একোনাইটের মত নাকদিয়া জল পড়া ও হাচি) বমনেচ্ছা বা ঘড় ঘড় শব্দ সহ হাপ কাশি।

হাইয়োসায়েমাস—৬×। শুষ্ক কাশি, রাত্রিকালে বৃদ্ধি, শয়ন করিলেই কাশির উদ্রেক বা বৃদ্ধি আর উঠিয়া বসিলে উপশম বোধ।

আয়োডিয়ম—১×, স্বরযন্ত্রের প্রদাহ ও নূতন নূতন কৃত্রিম ঝিল্লি উৎপন্ন হইলে, ইহা সেবন ও গরম জলে কয়েক ফোটা মিশাইয়া বাষ্প গ্রহণ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। স্বরভঙ্গ সহ শুষ্ক কঠিন কুক্কুর রববৎ কাসি, শ্বাসরোধক কাসি, সাই সাই শব্দ; রক্ত মিশ্রিত বা পূযময় শ্লেষ্মা উঠে। রাত্রিকালে ঘর্ম্ম সহ কাশি। শ্বাস কষ্ট থাকিলে সেবন ও ধূম গ্রহণ ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ গণ্ডমালা ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কড্‌লিভার তৈলের সহিত মিশাইয়া পুরাণ কাস রোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

স্পঞ্জিয়া—১×। শুষ্ক ও কুক্কুর রববৎ কাসি, স্বরভঙ্গসহ শ্বাসরোধক কাশ, রাত্রিকালে বৃদ্ধি। দিন রাত্রি ঘং ঘং করিয়া কাসি, ও শ্বাস কষ্ট।

ক্যালিব্রমাই—৬, ৩০ হুপিং কাঁসির পক্ষে ইহা অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্যামমিলা—৬, ১২ শুষ্ক কাশি, স্ত্রী ও শিশুদের স্বরভঙ্গ সহ কাশি, আক্ষেপিক কাশি, রাত্রিকালে, রাগ হইলে বা ঠাণ্ডা বাতাসে কাসির বৃদ্ধি হয়। গরম পানে উপশম।

রসটক্স—৬×, ৩০ ঘুম ভাঙ্গিলে বা নড়াচড়ার সময় কাশির উদ্রেক। রাত্রিকালে, মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি। গলার ভিতর শুষ্ক বোধ।

সিনা—ক্রিমির লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে সিনা দ্বারা কাসি ভাল হয়। ক্রিমির লক্ষণ কি ? মলদ্বার চুলকায়। নাকের ডগা চুলকায়, পেট কামড়ানি, আহার করিলে উপশম, সাদা খড়ি গোলার মত মুত্র ; নিদ্রাকালে ঘন ঘন পাশ ফেরা ও চীৎকার করিয়া উঠা, মুখ দিয়া জল উঠা, গা বমি বমি।

সল্‌ফার ৬x, ৩০। সকল রকম কাশির পুরাতন অবস্থায় ও নূতন রোগের শেষাবস্থায় বা অন্যান্য ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ উপকার না হইলে সলফার ব্যবহার হয়। নিউমনিয়ার প্রথমাবস্থায় বা পুয উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, আবশ্যক হয়। পুরাতন রোগে ক্যালকেরিয়া ৩০ ও সলফার ৩০ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

কিউপ্রম ৬x, ১২। ভয়ানক কাসি, কাসিতে সর্ব্ব শরীর শক্ত হইয়া উঠে ও মুখ লাল হয়, শ্বাসরোধক কাসি, শেষে বমন। বুকে ঘড় ঘড় শব্দ বর্ত্তমান থাকিলে এ্যাণ্টিমণি-টার্ট ৩x কিউপ্রম সহ পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

কোনায়ম—৬x, গলা কুণ্ডয়ন সহ শুষ্ক কাসি, রাত্রিকালে, শুইলে বসিলে ও হাসিলে কাসির বৃদ্ধি।

লাইকোপডিয়ম—৬x ৩০, নিউমনিয়াতে পুয উৎপন্ন হইলে ইহা ব্যবহার্য্য। পুয সংযুক্ত দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা উঠা।

ভিরেট্রম-ভিরিডি—১x, ৩x। নিউমনিয়ায় প্রথম অবস্থায় একো-নাইট্‌ সহ ফস্‌ফরাস পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া উপকার না হইলে, ফস্‌ফরাস ও ভেরেট্রমভি পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিলে বেশ উপকার হয়। কিন্তু নাড়ির গতি স্বাভাবিক হইবামাত্র ভেরেট্রম সেবন বন্ধ করিবে।

ভেরেট্রম-এল্বম্‌—৬x। হুপিং কাশি হাপ কাশি, প্রভৃতি শ্বাসরোধক কাশে মুখ নীলবর্ণ ও অত্যন্ত বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

ক্যালিহাইড্রিয়ড—১x ৩x। হাপ কাশির একটী বেশ ঔষধ। বাত বা গর্ম্মির ব্যামগ্রস্থ ব্যক্তির হাপ কাস, অন্য ঔষধ দ্বারা উপকার না হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বুকে ও পীঠে তুলার প্যাড তৈয়ার করিয়া বাঁধিয়া রাখা এবং ঘন ঘন মসিনার গরম পুল্টিশ বা গরম জলে ফ্লানেল বা কম্বল ছেড়া ভিজাইয়া নিগ্‌ড়াইয়া সেক দিলে বিশেষ উপকার হয়। প্লুরিসিতে ফ্ল্যানেল ব্যাণ্ডেজের মত জড়াইয়া রাখিলে (বেদনার জন্য) কষ্টের লাঘব হয়।

ফস্‌ফরাস্‌—২× ৩× ৬×। শুষ্ক কাশি, কথা কহিলে বা হাসিলে বৃদ্ধি। ফেনা যুক্ত, পূযের মত বা আটার মত শ্লেষ্মা, লোহার মর্চ্চের ন্যায় বা শুর্কির মত লাল বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠা, বুকে ব্যথা, শ্বাস কষ্ট, বক্ষে ক্রেপিটেশন বা চির্চিড়ে শব্দ। কাশি সরল কিন্তু শ্লেষ্মা উঠে না, গলা ঘড় ঘড় করে।

আর্সেনিক—৬×, ১২, ৩০। অস্থিরতা ও পিপাসা, শ্বাস রোধক কাশি, রাত্রিকালে বৃদ্ধি রাত্রে শয়নের পর শ্বাস রোধ হয়। হাপ বা শ্বাস রোধের ভয়ে রোগী শুইতে পারে না, বক্ষে জ্বালা ও শুষ্ক বোধ, সচরাচর প্রায় মধ্য রাত্রেই কাশিও হাপের আক্রমণ, ফুস্‌ফুসের পচন অবস্থায়ও ইহা ব্যবহার হয়। জোরে চলিলে ও উপরে উঠিতে হাপ বোধ। দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে আর্সেনিক বিশেষ উপযোগী।

মার্‌কিউরিয়স্‌-সল্‌—৬×। স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রের কুঞ্চন সহ কাশি, হাচি ও অশ্রুস্রাব সহ সর্দ্দি, গলায় ঘা, শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক কাশি, রাত্রি কালেই কাশির বৃদ্ধি, আর্সেনিকের মত বেড়াইতে ও উপরে উঠিতে হাপ হয়। পূযময় শ্লেষ্মা স্রাব। বুক হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালাকর বেদনা, লবণাক্ত শ্লেষ্মা উঠে। উদরাময়।

ইগ্নেশিয়া—৩×, ৬×। হাপ কাশি, কাশিবার পর নিদ্রা আসে, হিষ্টিরিয়া রোগীর কাশি, কাশিলে, গলা খুস্‌ খুস বাড়ে ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

ক্যালিব্রোইক্রম—৬x, কাশির পর মাথা ঘোরা, ও কষ্টে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিলে ও পান বা আহারের পর কাশির বৃদ্ধি হয়। আটার মত শ্লেষ্মা গলায় লাগিয়া থাকে ও তজ্জন্য বমি হইতে থাকে।

পল্‌সেটীলা—৬x। শ্বাস কষ্ট, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, রাত্রিকালে এবং শুইলে কাশির বৃদ্ধি। দিনে হলদে শ্লেষ্মা উঠে। বাহিরে গেলে কাশির উপশম।

নক্সভমিকা—৬x আটা আটা শ্লেষ্মা উঠা, ভোরে বা প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা আহারের পর কাশির বৃদ্ধি হয়।

ড্রসেরা—৬x, রাত্রিকালে ও শয়ন করিলে কাশির বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে বমন ও বমনোদ্বেগ।

কষ্টিকম্—৬x। স্বরভঙ্গ, কাশি, শুষ্ককাশি, কাশিতে কাশিতে মূত্রস্রাব হয়। রাত্রিকালে বিছানার গরমে কাশির বৃদ্ধি আর জলপানে উপশম হয়।

আর্ণিকা—৬x। কাশির সহিত রক্ত উঠা, সর্ব্বদাই শুষ্ক কাশি কাশিতে কাশিতে সর্ব্বশরীর কাঁপে। ব্রাইওনিয়ার মত নড়িলে বৃদ্ধি এবং চাপিয়া ধরিলে উপশম (ব্রাইওনিয়ার মত)। ছেলেরা কাঁদিলেই কাশির উদ্রেক হয়।

হেপার সল্ফার—৬x। স্বরভঙ্গ সহ কাশি, চাপ চাপ শ্লেষ্মা উঠে। ঢোক গিলিতে কষ্ট যেন কিছু গলায় আটকাইয়া আছে। পান বা আহার করিলে কাশির উদ্রেক, শুষ্ক কাশি ও শ্বাস কষ্ট। বক্ষে ঘড় ঘড় ও শোঁ শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

হৃৎপিণ্ড (Heart)

হৃৎপিণ্ডের আকার পদ্ম কুঁড়ির মত হৃৎপিণ্ড বুকের ঠিক মাঝখানে বা মাইয়ের দিকে হেলে অবস্থিতি করে। ইহার দুপাশে দুটী ফুস্ফুস অবস্থিতি করে। ফুসফুস দুটী দুদিককার পাঁজরের ভিতর পুরিয়া থাকে, কেননা উহাদের ভিতর বাতাস পোরা। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস পর্য্যায়ক্রমে (একটীর পর অপরটী) সংকোচন ও প্রসারণ হইতেছে। এতেই রক্ত তৈয়ার হইয়া সমস্ত শরীরে চলাফেরা করিতেছে। নিমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ু মাথার মগজ্ থেকে নেবে গলার ও বুকের ভিতর দিয়া পেটের ভিতর গিয়াছে। ইহার একটী ফেকৃড়ি ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডে গিয়া উহাদিগকে কার্য্য করাইতেছে। কেনন৷ স্নায়ুর কার্য্য শরীরের যন্ত্রগুলিকে কার্য্য করান (৭৩ পাতা দেখ) নিমগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর পক্ষাঘাত হইলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কার্য্য বন্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। উক্ত স্নায়ু দুর্ব্বল হইলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসও দুর্ব্বল হয়। অর্থাৎ রক্ত তৈয়ার হওয়া ও চলা-ফেরা কম হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রদাহকে কার্ডাইটীজ্ বলে আর হৃৎপিণ্ডের পর্দ্দা বা আবরণের প্রদাহকে, এণ্ডোকর্ডাইটীজ্ ও পেরিকার্ডাইটীজ্ বলে। কোনস্থান ফোলে, লাল হয়, গরম হয়, ও বেদনা হয় সেই স্থানের এ রকম অবস্থাকে প্রদাহ বলে (৩০ পাতা দেখ)। হৃৎপিণ্ড ও উহার আব-

রণের প্রদাহ আদত রোগও হইতে পারে আর অন্য রোগের উপসর্গও হইতে পারে।

চিকিৎসা।—একোনাইট ৩x ও স্পাইজিলিয়া ১x, ৩x পর্য্যায়ক্রমে (একটীর পর অপরটী) ব্যবস্থা করিবে। বাতগ্রস্থ রোগীর পক্ষে ব্রাইয়োনিয়া, কলোসিন্থস,এপিস। ঘন ঘন তিসির গরম পুল্‌টিশ্ হৃৎপিণ্ডের (বুকের) উপর ব্যবস্থা করিবে। আর হৃৎপিণ্ডের শূলবেদনাকে এ্যানজাইনা পেক্টোরিস্ বা হৃৎশূল বলে।

চিকিৎসা।—আর্সেনিক ৬x, ডিজিটেলিস্ ১x, ৩x, ভেরেট্রম ভিরিডি ১x, ৩x, ভেরেট্রম এল্বম ৩x, ৬x, ক্যাক্টাস ১x, ন্যাজা ৩x, ৬x; পল্‌সেটিলা ১x ৩x; একোনাইট ১x ৩x, গ্লনয়েন ৩x; স্পাইজিলিয়া ১x ৩x; ৩.৪ ফোঁটা নাইট্রেট্ অব এমিল আঘ্রাণ ও ব্রাণ্ডিপান ব্যবস্থেয়।

একোনাইট—১x, ৩x। হৃৎপিণ্ডের ভয়ানক যন্ত্রণা ও অস্থিরতা; (বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরার মত বেদনা, খোচা বেঁধা ইত্যাদি) মূর্চ্ছা বেশ, মৃত্যুভয়, হৃৎকম্প। শ্বাসরোধ বোধ; একোনাইট রক্ত প্রধান ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (বেলেডোনা ৩২ পাতা দেখ)।

স্পাইজিলিয়া—১x, ৩x—শ্বাসকষ্ট, ভয়ানক আঘাত করার মত যন্ত্রণা। খিল লাগার মত ভয়ানক যন্ত্রণায় হাইড্রোসায়েনিক এসিড ও কিউপ্রম ৬x বিশেষ উপকারী।

ব্রাইয়োনিয়া—১x, ৩x ৩০। চাপবৎ বেদনা, নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে বেদনা।

ডিজিটেলিস—১x। হৃৎশূলে শীঘ্র শীঘ্র রোগের আক্রমণ হইলে ইহা ব্যবস্থা করিবে, বিশেষতঃ রোগ বাড়িয়া গেলে, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডে ছুচ বেধন বোধ, হৃৎপিণ্ডে শোথ। শ্বাস কষ্ট।

ভেরেট্রম ভিরিডি—৩ সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা ও মূর্চ্ছা, শ্বাসকষ্ট ও হৃৎকম্প। হৃৎশূল ও হৃৎকম্প সহ হাত পা ঠাণ্ডা, সূতার মত এবং বেতালা নাড়ী হইলে ভেরেট্রম এল্বম ব্যবস্থা করিবে।

কলসিন্থস—৩x, ৬x। ছিন্নবৎ, কর্ত্তনবৎ বা ছুচ বেধনবৎ বোধ, চাপিলে উপশম বোধ, আক্রমণ স্থান হইতে দূর পর্য্যন্ত বেদনা বিস্তৃত।

পলসেটীলা—৬x হৃৎপিণ্ড স্থানে চাপিয়া ধরার মত বেদনা, হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে আরাম বোধ, আহারের পরে হৃৎকম্প। স্ত্রীলোকের ঋতুর অনিয়ম বা বন্ধ।

আর্সেনিক—৬x, ৩০ ভয়ানক হৃৎকম্প, নাড়ী দুর্ব্বল, সূতার মত সরু পাওয়া যায় না, বুক ধড়াস ধড়াস করে। ক্যাক্‌টাস—হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত বেদনা, খোঁচা বেঁধা বোধ, আকুঞ্চন বোধ, দিবারাত্রি হৃৎকম্প রাত্রিকালে, বাঁ দিকে শুইলে ও বেড়াইলে বৃদ্ধি হয়।

হৃৎকম্প।—বুক চাপিয়া ধরার মত বোধ ও আহারের পর বৃদ্ধি হইলে—ফসফরাস ৩x। নড়াচড়ায় বা কথা কহিলে হৃৎকম্পে ডিজিটেলিস ১x। স্থির ভাবে থাকিলে হৃৎকম্পে রসটক্স ৩x, ৬x ৩০। যাঁহারা আফিং বা মদ্য পান করেন তাঁহাদের পক্ষে নক্সভমি ৩x। রজঃদোষ বা ভয় হেতু হৃৎকম্প আর রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইলে পলসেটীলা ৩ ৩০। মগজে রক্তাধিক্য, বুকে বেদনা, মাথায় দপ্‌দপে বেদনা বেলেডোনা। শোক হেতু হইলে,—ইগনেশিয়া, ৬x। ভয় জন্য—ওপিয়ম ৬x। অজীর্ণ হেতু নক্সভমি ৬x। রাগহেতু ক্যামমিলা, মস্তক পর্য্যন্ত কম্প বেলেডোনা ৬x ৩০।

বুক জ্বালার ঔষধ।—নক্সভমিকা, ৬x কোষ্ঠবদ্ধ সহ। পলসেটিলা পেট নাবা সহ। পুরাতন রোগে ক্যালকেরিয়া ও সলফার। গলা বয়ে খাদ্য উঠা, ব্রাই, ফসফরাস, (অজীর্ণ রোগের চিকিৎসা দেখ)। অম্ল উদ্গার নক্সভমিকা ক্যালকেরিয়া। পিত্তবমন ব্রাই, আর্স। ইপিকাক ৬,।

ঠুন্কার ঔষধ।

ঠুন্কা বা স্তনে দুগ্ধ জমিয়া স্ফীত ও বেদনা হইলে ব্রাইওনিয়া ৩x, ৬x সেবনে আরোগ্য হয়। একন বা বেল সহ (৩০ ও ৩২ পাতা দেখ)।

উদর বা পেট।

বুক ও পেটের মাঝে ঠিক অগ্র কড়ার নীচে একটা বেড়ার মত মাংসের দেওয়াল আছে। এই দেওয়ালকে ডাইয়াফ্রেম বলে। ডাইয়াফ্রেমের প্রদাহকে ডাইয়াফ্রেমাইটিজ্ বলে। কোন স্থান ফোলে, লাল হয়, গরম হয় আর বেদনা হয় সেই স্থানের এ রকম অবস্থাকে প্রদাহ বলে (৩০ পাতা দেখ)। আর ইহার আকুঞ্চনকে ঢেঁকুর উঠা ও হিক্কা বলে (Hiccough)। এই দেওয়াল।

থাকায় পেট বা উদর গহ্বর বক্ষ গহ্বর হইতে পৃথক হইয়াছে। অর্থাৎ মধ্যে পার্টিশন থাকিয়া দুইটী কুটীর হইয়াছে একটী বক্ষঃগহ্বর অপরটি উদরগহ্বর। এই দেওয়ালকে পার্টিশন দেওয়াল বলা যায়।

চিকিৎসা—বেলেডোনা ৩x ৬x। গিলন কষ্ট, ও বমন থাকিলেও বেলেডোনা দিবে। বেলেডোনা দ্বারা উপকার না হইলে নক্সভমিকা ৬x।

ব্রাইয়োনিয়া ৩x গিলিতে কষ্ট, নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে অতিশয় বেদনা বোধ, হাপ বোধ।

নক্স ভমিকা—৬x অজীর্ণ ও বমন, বিশেষতঃ অম্ল বমন সহ হিক্কা।

ওপিয়ম—৬x রোগ এক গুয়ে ভাব ধারণ করিলে।

আহারের পর হিক্কা বৃদ্ধি ফসফরাস ৩x। হিক্কার সহিত বমনেচ্ছা কানে তালা লাগা বা সর্ব্বাঙ্গ কাঁপা বেলেডোনা ৬x। উচ্চ শব্দে হিক্কা সাই-কিউটা ৩x, ৬x। বমনেচ্ছা সহ অনবরত হিক্কা ষ্ট্যাকিসাগ্রিয়া ৬x। পেটে গুড়্গুড় শব্দ সহ হিক্কা ও অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ হাইওসায়েমস ৬x। তামাক খাইয়া হিক্কা—পলসেটিলা ৬x। আহরের পর হিক্কা—ফস-ফরাস ৩x, ৬x। সিকেলি ৬x ও হিক্কার একটি ঔষধ।

পেট দুই ভাগে বিভক্ত (১) উপর পেট (২) নীচ পেট।

উপর পেট—বুক ও পেটের মাঝে ঠিক অগ্র কড়ার নীচে ডাইয়া-ফ্রেম্ নামক মাংসের দেওয়াল থাকায় উদর গহ্বর বক্ষঃগহ্বর হইতে পৃথক হইয়াছে। এই দেওয়ালকে পার্টিশন দেওয়াল বলা যায়। এই দেওয়ালের এক দিকে বক্ষ গহ্বর আর এক দিকে উদর গহ্বর। এই দেওয়াল থেকে ডান দিকে লিভার ঝুলান, মধ্যে পাকস্থলী ঝুলান আর বাঁম দিকে প্লীহা ঝুলান আছে। স্নায়ু, ধমনী ও শিরা যেমন এই দেওয়াল ভেদ করিয়া পেটে নাবিয়াছে তেমনি অন্ন নলী গলা হইতে নাবিয়া বক্ষঃগহ্বর দিয়া উক্ত দেওয়াল ভেদ করতঃ পাকস্থলীতে যুক্ত হইয়াছে। পাকস্থলী ভিস্তির মুষকের মত। ইহার এক মুখে অন্য নলী সংযুক্ত আর অপর মুখে অন্ত্র সংযুক্ত অন্ত্রকে আঁত বা নাড়ী ভূড়ী বলে, ইংরাজিতে ইন্টেস্ টাইন বলে। অন্ত্র মাংসের নল বই আর কিছুই নয়, লম্বা প্রায় ১৭।১৮ হাত। অন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে সরু বা ক্ষুদ্র অন্ত্র বলে (Small Intestine) আর শেষ ভাগকে মোটা বা বৃহৎ অন্ত্র (Large Intestine) বলে। সরু অন্ত্র প্রায় ১৩।১৪ হাত লম্বা, পাকস্থলীর

নীচে গুটাইয়া অবস্থিতি করে আর মোটা বা বৃহৎ অন্ত্র প্রায় হাত লম্বা, সরু অন্ত্রের চতুর্দ্দিক একপাক ঘুরিয়া গিয়া মল দ্বারে শেষ হইয়াছে। মোটা অন্ত্রকে মল ভাণ্ডার বলে এখন একটী লোহার গুলি গিলিয়া ফেলিলে, সেই গুলি অন্ন নলী বহিয়া পাকস্থলীতে যাইবে, পাকস্থলী হইতে সরু অন্ত্র, সরু অন্ত্র হইতে মোটা অন্ত্র, (মল ভাণ্ডার) তথা হইতে মলের সহিত বাহির হইয়া যাইবে। আগে আমরা খাদ্যদ্রব্য দন্ত দ্বারা চিবাইয়া গুঁড়করি, কেন না খাদ্যদ্রব্য গুঁড় না হইলে সহজে হজম হইবে না, এজন্য ঈশ্বর আমাদিগকে দন্ত দিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত দন্ত না উঠে বা দন্তহীন ব্যক্তির দুগ্ধাদি তরল দ্রব্য আহার করা উচিত। এজন্য শিশুদের দুগ্ধই পথ্য। খাদ্যদ্রব্য মুখে করিলেই, এমন কি খাইতে ইচ্ছা হলেও মুখে লালা আসিয়া জমে, লালা বা থুতু কে তৈয়ার করিতেছে? গাল গলার বিচি লাল বা থুতু তৈয়ার করিতেছে। গুঁড় খাদ্যদ্রব্য লালে মিশিয়া নরম হইলে, আমরা জিব দিয়া গলার ভিতর ঠেলিয়া দেই উক্ত লালমাখা গুঁড় খাদ্য অন্য নলী বহিয়া অর্থাৎ অন্য নলীর সংস্কোচন দ্বারা পাকস্থলীতে গিয়া পড়ে। গিলিবার সময় শ্বাস নলীর পথ পর্দ্দা দ্বারা বন্ধ হয়, দৈবাৎ খাদ্যদ্রব্যের অংশ শ্বাস পথে গেলে, কাশি আসিয়া তাহা বাহির করিয় দেয়, ইহাকেই বিষম খাওয়া বলে। আহারীয় দ্রব্য পাকস্থলীতে পড়িবামাত্র, অম্লরস আসিয়া উহাতে মিশিয়া দ্রব হয় বা গলিয়া যায়, এখানে আধহজম হয়, অর্থাৎ লালা ও অম্লরস মিশিয়া দ্রব হইলে, উহার জলীয় সার অংশ শোষক শিরা দ্বারা শোষিয়া লইয়া শিরার চলিত রক্তের সহিত মিশাইয়া দেয়। তারপর যেই পাকস্থলী সঙ্কোচিত হয়, অমনি অবশিষ্ট অংশ পাকস্থলী হইতে সরু অন্ত্রে প্রবেশ করে, সরু অন্ত্রে প্রবেশ করিবামাত্র পিত্তরস আসিয়া উহাতে মিশিয়া উক্ত প্রকারে কতক পরিমাণে হজম হয়, তারপর, সরু অন্ত্র সঙ্কোচিত হইলে, অবশিষ্ট অংশ মোটা অন্ত্রে প্রবেশ করে, এখানেও ঐরূপ প্যাণক্রিজ নামক রসে যত হজম হবার হইল, বাকি শিঠা গুলা মল নাম ধারণ করে ও ঠেলিয়া মল দ্বারে আসিলে বাহ্যে হইয়া যায়। প্রস্রাব বা মূত্র রক্ত থেকে মূত্রগ্রন্থি দ্বারা তৈয়ার হয়, প্রস্রাবের কথা প্রস্রাবের ব্যামর সময় বলিব।

উদরাময় বা অতিসার।

পেটনাবা বা ভেদ হওয়াকে উদরাময় বলে অতিসারও বলে, পেটনাবা

আদত রোগও হইতে পারে আর জ্বরাদি রোগের উপসর্গও হইতে পারে। জ্বরের সহিত পেট নাবা থাকিলে জ্বরাতিসার বলে, আর বিকার জ্বরের সহিত পেটনাবা থাকিলে আতিসারিক বিকার জ্বর বলে।

পিত্তভেদ—লিভারে (যকৃত) রক্ত জমিলে, কখন কখন আপনা আপনি ভেদ হইয়া লিভারের রক্ত জমা সারিয়া যায়। এরকম ভেদে পিত্তযুক্ত বা হরিদ্রাবর্ণের মল নির্গত হইতে থাকে, খাবার দোষে ভেদ হয়, ঠাণ্ডা লেগে ভেদ হয়, শিশুদের দন্ত উঠিবার সময় ভেদ হয়. মাংস বা তৈলাক্ত অথবা ঘৃত পক্ক দ্রব্য আহার জনিত ভেদ হইলে পাল্‌সেটিলা ৬× দিবে। রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি পাল্‌সেটিলার একটি বিশেষ লক্ষণ জানিবে। জলবৎ পিত্ত ভেদ ও সঙ্গে সঙ্গে বমন থাকিলে আইরিস ভার্সিকলার ৩×। বমন বা বমনেচ্ছা সহ ভেদ—ইপিকাক্ ৬x। অতিশয় পেট বেদনা সহ ভেদে ইপিকাক ও কলসিন্থ ৩x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। বৃদ্ধদিগের বমন বমনোদ্বেগ সহ জলবৎ ভেদে এ্যান্টিমণি-ক্রুডম ৬× দিবে। শিশুদিগের বিচ্‌ড়াযুক্ত জলবৎ ভেদে— ক্যামমিলা ১২x। পেট কামড়ানি বা পেট ফাঁপা থাকিলেও ক্যামমিলা দিবে। কখন কোষ্টবদ্ধ কখন ভেদ, ভেদে কোষ্ট সাফ হইল না বোধ নক্সভমিকা ৬×। পেট ফাঁপা বা পেট কামড়ানি থাকিলেও নক্স-ভমিকা দিবে। বেদনা শূন্য হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ মল, সাদা ভস্‌কা বা ঈষৎ লালচে পাত্‌লা মল মলের সঙ্গে অজীর্ণ দ্রব্য থাকে, পেট গড় গড় করা—চায়না ৬×, পেট ফাঁপিয়া ভেদ হইলেও চায়না। প্রাতঃকালে পিত্ত ভেদ হইলে পদফাইলিন ৩x ও সাল্‌ফার। আমযুক্ত ভেদ ও দিবসে বৃদ্ধি মার্কুরিয়স-সল ৬×। পিচ্‌কারী দেওয়ার মত ভেদ ক্রোট টাইগ্লিয়ম্ ৩×। টক বমন বা সর্ব্বদা টক ঢেকুর উঠা, মুখে জল উঠা সহ দমকা ভেদ নক্‌স্‌ভমিকা ৬x। পেট জ্বালা, পিপাসা বমনোদ্রেক বা বমন অস্থিরতা, ফল খাইয়া পেট নাবা—আর্সেনিক ৬, ৩০। কোষ্ঠবদ্ধ সহ পেট ফাঁপা, নক্‌সভমিকা ৩০ ও লাইকোপডিয়ম ৩০, সহজ বাহ্যে বা উদরাময় সহ পেট ফাঁপা—কার্ব্বভেজিটেলিস ৩০।

শিশুদের ভেদ বিশেষতঃ দন্ত উঠিবার সময়—ক্যামমিলা ১২x, ইপিকাক ৬x, মার্কিউরিয়স্ ৬x, এবং ক্যালকেরিয়া ৬x ৩০।

সবুজ বর্ণের মল—ক্যামমিলা, ১২x মার্কুরিয়স, ৬ পলসেটিলা ৬, ৩০।

অধিক পরিমাণে শাদা জলবৎ মল হুড় হুড় করিয়া বাহির হইলে—ভেরেট্রম-এল্বম ১২।

আমযুক্ত মল—মার্কুরিয়স, পলসেটিলা, নক্স-ভমিকা, ফস্ফরাস।

কাল বা সবুজ মল—সিনা, ৩০ সল্ফার ৩০ ইপিকাক ৩০।

রক্তযুক্ত মল—মার্কুরিয়স-সল ৬, ইপিকাক ৬, ৩০, নক্স-ভমিকা ৬, ৩০ পলসেটিলা, ৩০ সলফার ৩০, হ্যামেমেলিস ৩। পেট ডাকা—চায়না ৬, ৩০, পলসেটিলা ৩০, নক্স-ভমিকা ৩০, ভেরেট্রম এল্বম্ ১২। পূর্ব্বলিখিত ঔষধ গুলির লক্ষণ দেখ।

দিনের বেলা বৃদ্ধি হইলে—মার্কুরিয়স সল ৬, সিনা ৩০।

রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইলে—পলসেটিলা ৩০, চায়না ৬, ৩০ আর্সেনিক ৩০, পড়ফাইলম ৬। প্রাতে বৃদ্ধি নক্সভমিকা—৬x ৩০ সল্ফার ৩০, সলফার ৩০, পড্পাইলাম ৩০।

আহারের পর বৃদ্ধি হইলে—চায়না, ক্রোটন, ফস্ফরাস, আর্সেনিক। মলের সহিত অজীর্ণ দ্রব্য বাহির হইলে—চায়না, আর্সেনিক। ভয় পাইয়া অপিয়ম। শোক হেতু—ইগ্নেশিয়া। রাগহেতু ক্যামমিলা।

জলপানের পর বৃদ্ধি হইলে—আর্সেনিক, ফসফরাস, পড্ফাইলম্। আসাড়ে (পোঁদগলা)—পলসেটিলা, সিনা, পদফাইলম, ফসফরাস।

আমাশা, (শাদা ও রক্ত)—আগে বলেছি অন্ত্র মাংসের নল অন্ত্রের শেষ ভাগে মল থাকে, এজন্য ইহাকে মল ভাণ্ডার বলে, আর অন্ত্রের মুখ পাকস্থলীতে সংযুক্ত, অন্ত্র প্রায় ১৭।১৮ হাত লম্বা, তন্মধ্যে মোটা অন্ত্র বা মল ভাণ্ডার ৪ হাত। যেমন নাকের ভিতর গা, চোকের ভিতর গা, গলার ভিতর গা, বায়ু বা শ্বাস নলীর ভিতর গা,ফুসফুসের ভিতর গা,পাতলা পর্দ্দা দিয়া মোড়া তেমনি অন্ত্রের ভিতর গা পাতলা পর্দ্দা দ্বারা মোড়া, এই পর্দ্দাগুলিকে মিউকস মেম্ব্রেন বা শ্লেষ্মা নিবরক ঝিল্লি বলে। এই পর্দ্দার ইরিটেশন বা উদ্দিপন (রাগান) হইলে যে জিনিষ বাহির হয়, তাহাকে মিউকাস বা শ্লেষ্মা বলে ; নাক দিয়া শ্লেষ্মা বাহির হইলে, সর্দ্দি বা সিকিনি বলে কফও বলে, মুখদিয়া শ্লেষ্মা বাহির হইলে, লাল বলে, গলার ভিতর ও ফুসফুস হইতে শ্লেষ্মা বাহির হইলেও কফ বলে, শ্লেষ্মা গাঢ় হইলে গয়ের বলে। অন্ত্র হইতে মিউকস বা শ্লেষ্মা বাহির হইলে আম বলে। অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির বলে হজম হয়, এর

বল কমে গেলে হজম শক্তি কম হইয়াছে বলে। অন্নস্থ আহারীয় দ্রব্যের সার অংশ শোষক শিরা দ্বারা শোষিত হইয়া শিরায় চলিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, শোষক শিরার বল গেলে উহা হইতে রক্ত যন্ত্রমধ্যে গড়াইয়া পড়ে। ভেদের সহিত রক্ত বাহির হইলে রক্ত ভেদ বলে। আমের সহিত রক্ত বাহির হইলে রক্ত আমাশা বলে (Dysentery)। পাকস্থলী হইতে রক্ত বমন হইলে রক্তপিত্ত বলে, (Hematemesis)। বলি হইতে রক্তস্রাব হইলে "অর্শ" বলে (Piles)।

রক্ত আমাশা ও শাদা আমাশার চিকিৎসা—

একনাইট—৩x শাদা বা রক্ত আমাশা—পেট বেদনা, জ্বর, পিপাসা ও অস্থিরতা।

মার্কুরিয়স-সল—৬x। শাদা আমাশা বা সামান্য রক্ত আমাশা, পেট ব্যথা। কোঁথ পাড়া।

মার্কুরিয়স-কর—৩xবা৬x। ইহা রক্ত আমাশার অব্যর্থ ঔষধ। কেবল রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত আম, পেট বেদনা সহ বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা, বাহ্যের পূর্ব্বে ও পরে অতিশয় পেট বেদনা, সঙ্গে সঙ্গে অতিকষ্টে অল্প প্রস্রাব বা প্রস্রাব না হওয়া। অত্যন্ত কোঁথপাড়া। রক্তের ভাগ কম ও আমের ভাগ বেশী হইলে মার্কুরিয়স-সল। রক্তের ভাগ বেশী হইলে মার্কুরিয়স-কর। অসহ্য পেট বেদনা থাকিলে কলসিন্থিস ৩x, পর্য্যায়ক্রমে দিবে, বমনোদ্বেগ বা পেট ফাঁপা থাকিলেও কলসিন্থ দিবে। বেদনার জন্য উপুড় হইয়া পড়ে পেটে বালিস বা হাত দিয়া চাপিয়া ধরে, ইহা কলসিন্থের লক্ষণ।

বেলেডোনা—৬x, ৩০। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট বেদনা বা সর্ব্বদা পেট কন্ কন্ সহ অল্প বাহ্যে, যেন মল ভাণ্ডার ও মূত্রস্থলী নাবিয়া পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর, চোক মুখ লাল বা চক্‌চকে মাথা ব্যথা পেট ফাপা বমনেচ্ছা বা প্রলাপ থাকিলেও বেলেডোনা দিবে।

ইপিকাক—৩x, ৬x। শাদা বা রক্ত আমাশা, পেট ব্যথা, কোঁথ পাড়া, রক্তযুক্ত আম, ফেনাযুক্ত দুর্গন্ধ ভেদ, বমনেচ্ছা বা বমন।

নক্সভমিকা—৬x পাতলা আমযুক্ত বা রক্তযুক্ত মল। সবুজ, জলবৎ, একবার কোষ্ঠবদ্ধ থাকে একবার পেট নাবে, প্রাতে বৃদ্ধি।

সল ফর—৬x, ৩০ শাদা বা রক্ত আমাশা আমের গায়ে রক্তের রেখা।

কিম্বা অন্য ঔষধে উপকার না হইলে সাল্‌ফার ব্যবস্থা করিবে।

সিনা—কৃমিযুক্ত ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কৃমির লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে যথা দাঁত কিড়মিড় করা, শাদা গাঢ় প্রস্রাব, নাক ও মলদ্বার চুলকান বা নিদ্রা হইতে চিৎকার করিয়া উঠা, পোঁদগলা, দিনে বৃদ্ধি।

নক্‌সভমিকা—৬x ৩০। যদি বাহ্যে হইলে মল ত্যাগের ইচ্ছা ও পেট বেদনার উপশম হয়, নক্স-ভমিকা দিবে।

পথ্য—(১১ পাতা দেখ)। অনেক সময় স্বভাব ও রঙ দেখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা যায়। একনাইট—জলবৎ, রক্তময়, আম। বেলেডোনা—পাতলা, সবুজ আম, রক্তময় আম, হলদে আম, সাদা আম, জলবৎ টক্‌গন্ধ যুক্ত, পোঁদগলা আর্সেনিক—মল, ঘোর সবুজ আম, কটা বা রক্তময়, কাল, জলবৎ, হলদে জলবৎ, পুঁজময়, অজীর্ণ, পোঁদগলা। ব্রাইয়নিয়া—মল পাতলা, রক্তময়, অজীর্ণ, কটাবর্ণ। শাদা বা রক্ত আমাশা।

রক্ত বমন বা রক্তপিত্তের ঔষধ।—জ্বর সহ একনাইট ৬×। লাল রক্ত বমনোদ্বেগ সহ বমন ইপিকাক্‌ ৬×, গ্যালিক এসিড ১× রক্ত ঠোঁট দিয়া ঝুলিতে থাকিলে মার্ক-সল ৬। কাল বা ময়লা রক্ত বমন—হ্যামেমেলিস ১×, ৩×। রজস্রাবের পরিবর্ত্তে রক্ত বমন—পলসেটিলা ৬×. ব্রাইওনিয়া ১২। আঘাত জন্য—আর্ণিকা ৬×। মলদ্বারে পিচকারী দ্বারা মাংসের কাথ বা দুগ্ধ আহার দিবে। রিউম ৬× টকগন্ধ যুক্ত মল। সিনা সবুজ, পিত্তযুক্ত শাদা, আম, পোঁদগলা. দিনে বৃদ্ধি। পলসেটিলা সবুজ. পিত্তযুক্ত, জলবৎ, হলদে আম, রক্ত মিশ্রিত, শাদা বা রক্তময় আম, দুর্গন্ধযুক্ত, পোঁদগলা রাত্রিকালে নিদ্রাকালে পোঁদগলা, রাত্রিকালে পেটনাবা বৃদ্ধি। আইরিস্‌—জলবৎ, আমযুক্ত, রক্তময়, আম, হলদে, সবুজ, অজীর্ণ মল। ইপিকাক—সবুজ আম, শাক ছেঁচানির মত, শাদা আম, রক্তময় আম, মার্কুরিয়স-সল—সবুজ, পিত্তযুক্ত, ফেনাযুক্ত, রক্তযুক্ত আম, রক্তময়, টক্‌গন্ধ দিনের বেলা বৃদ্ধি। মার্কু-কর—রক্তময়, আম।

অর্শের ঔষধ।—হ্যামেমেলিস ১x ৩x। রক্তস্রাবী অর্শ, অতিশয় রক্তস্রাব থাকিলে সেবন ও বাহ্য প্রয়োগ করিবে। এক ছটাক জলে ১৫ ফোটা আদত আরক মিশাইয়া তাহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া প্রয়োগ করিবে।

এসকিউলাস—১x, ৩x। কোষ্ঠবদ্ধ ও অতিশয় যন্ত্রণা থাকিলে সেবন ও

বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ১০।১২ ফোঁটা আদত আরক মাখমের সহিত বা জলপাইয়ের তৈলের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ সহ সকলপ্রকার অর্শেই নক্সভমিকা ও সল্‌ফার পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হয়। কলিনসোনিয়া ০ বা ৩x। কোষ্ঠবদ্ধ সহ রক্ত স্রাবী বা রক্তস্রাব বিহীন অর্শে, পেট ফাঁপা পেট বেদনাদি অজীর্ণ রোগ মাথায় দপ্‌দপে বেদনা, আমস্রাব, জরায়ু রোগ প্রভৃতি অর্শ জনিত সকল রোগেই কলিন্‌সোনিয়া ব্যবহারে উপকার হয়।

এলোজ—উদরাময়ের সহিত অর্শ। পডোফাইলম্‌ ৬x—যকৃতে বেদনা ও কাদার মত মল বাহ্যে। সলফার ৬x ৩০—রক্ত মাখা গুটলে মল, মলদ্বার জ্বালা বা কুটকুট্‌ করা, যকৃতে বেদনা, বৃথা মল ত্যাগের চেষ্টা। রোগের পুরাতন অবস্থায় ও অসাধ্য রোগে সলফার মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থেয়।

পথ্য—১১ পাতা দেখ।

উদরশূল (Colic)

পাকস্থলী বা অন্ত্রের মাংসের আক্ষেপ বা আকুঞ্চনকে উদরশূল বা অম্লশূল বলে। অম্লশূলে বেদনার সহিত টক্‌ বমন আর পিত্তশূলে বেদনার সহিত পিত্ত বমন হয়। বেদনার সহিত পেট ফাঁপা থাকিলে বায়ুশূল আধ্মানশূল বলে।

কল্‌সিন্থস—৩x বা ৬x। অসহ্য বেদনা, বেদনার জন্য রোগী ছট্‌ফট করে, বালিস আঁকড়াইয়া ধরে, হাত দিয়া চাপিয়া ধরে, চাপিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ। পেট ফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে লাইকোপডিয়ম ৬x বা ৩০ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে।

ডায়স্কোরিয়া।—১x। বমন সহ হঠাৎ পেট বেদনা নাভিতে বেদনা আরম্ভ হইয়া উদরে ছড়াইয়া পড়ে।

নক্স-ভমিকা—৬ কোষ্ঠবদ্ধ বা অম্ল বমন সহ পেট খেঁচুনি, সঙ্গে সঙ্গে পেট ফাঁপা, অম্ল উদ্গার বা মূত্রস্থলীতে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

আইরিস ভার্স—৩x। পেট জ্বালা, পেট ফাঁপা, মোচড়ানি মত বেদনা ও পিত্ত বমন।

ক্যামমিলা—১২ শিশুদের দন্ত উঠিবার সময় পেট কাম্‌ড়ানি, পেট ফাঁপা জলবৎ বিছড়া বিছড়া মল বাহ্যে।

ভেরেট্রম এল্‌বম—৬x, ১২x—মোচড়ানি মত বেদনা। পেট গড়গড় বা কল কল করা, পেট ফাপা, হাত পা ঠাণ্ডা, মুখ দিয়া জল উঠা।

ইপিকাক—৬x। বমন বা বমনেচ্ছা বা মুখ দিয়া জল উঠা, ক্যাম-মিলার মত নাভির চারিদিকে ছিড়িয়া ফেলার মত বেদনা।

সিনা—কৃমিশূল। কৃমি জনিত শূল বেদনা (৪২ পাতা দেখ)। অন্য ঔষধে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে সলফার ৩০ দিবে।

পথ্য—(১১ পাতা দেখ)।

অপাকের ভেদ।

নক্‌সভমিকা—৩x বা ৬x—ক্ষুধামান্দ্য, অম্ল বা তিক্ত উদ্‌গার উঠা, গা বমি বমি, বুক জ্বালা, মাথাধরা, পেট বেদনা। পলসেটিলা—মুখে জল উঠা রাত্রিকালে ভেদ বা রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইলে বা তৈলাক্ত ঘৃতপক্ক দ্রব্য আহার জনিত পেট নাবা ও পেট বেদনা। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৬x—উদরাময় ও অম্লবমন। লাইকোপডিয়ম—৩০ পেট ফাপা ও কোষ্ঠবদ্ধ। কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস—৩০ পেট ফাপা সহ উদরাময়। আর্সেনিক ৬x—১২x, ৩০—পেটে জ্বালা বোধ, পিপাসা অস্থিরতা, জলপানে বমন, বমনোদ্বেগ বা পেট নাবা বৃদ্ধি।

অপাকের পেট নাবায়—একমাত্রা ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ির তৈল খাওয়াইয়া অজীর্ণ দ্রব্য বাহির করিয়া দিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলে অতি শীঘ্র পেট কামড়ানি ও পেট নাবা সারিয়া যায়।

উদরাময় ও আমাশয়ের কারণ কি ?

খাবার দোষ, উপস করা, ঠাণ্ডা লাগা, বৃষ্টিতে ভেজা, শিশুদের দন্ত উঠা, পেটে ক্রিমি থাকা, লিভারে রক্ত জমা, রোদ লাগা, আগুণ তাত লাগা, ইত্যাদি। কলেরা রোগের আগে প্রায় ডায়ারিয়া বা উদরাময় থাকে।

জলবৎ ভেদকে ওয়াটরি বা সিরস ডায়ারিয়া বলে। ইহাতে রক্তের রস বাহির হইয়া যায়। অধিক পরিমাণে রক্তের রস বাহির হইয়া গেলে রোগী নেতিয়ে পড়ে। আর চোক মুখ বসে যায়।

কলেরা রোগে জলবৎ ভেদ হয়—কলেরা রোগে মল সাদা জলবৎ, সাদা কুমড়া পচা মত, সাদা ফেনের মত বা চালধোয়া জলের মত হয়

এ রকম বাহ্যে হইলে রোগী নেতিয়ে পড়ে। চোক মুখ বসিয়া যায় ছেলেদের কলেরায় প্রায়ই মলের রঙ থাকে। সরল কলেরায় সাদা কুম্‌ড়া পচার মত বাহ্যে হয়। কলেরা রোগে প্রতিক্রিয়া বা আরোগ্য হইবার উপক্রম হইলে জ্বর হইয়া, গাত্র ও নাড়ী গরম হয় এবং ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে।

কলেরা, সরল কলেরা এবং জলবৎ ভেদের চিকিৎসা।

রুবিণীর স্পিরিট ক্যাম্ফর—জলবৎ ভেদ, শীত বোধ, পেট বেদনাদি লক্ষণ দেখিলে ৫ পাঁচ ফোঁটা পরিমাণে চিনির সহিত মিশাইয়া ১০।১৫ মিনিট অন্তর ব্যবস্থা করিবে। শিশুদের পক্ষে ২।১ ফোঁটা, ৪।৫ বার প্রয়োগ করিয়া ভেদ বন্ধ না হইলে অপর ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

সরল কলেরা বা কলেরার পূর্ব্ববর্ত্তি উদরাময়ের ঔষধ।

তৈল বা ঘৃত পক্কাদি গুরুপাক দ্রব্য আহার বশতঃ হইলে পল্‌সেটিলা ৬×। অজীর্ণ দ্রব্য আহার, রাত্রি জাগরণ মদ্যপান বা আফিং ব্যবহার বা অম্লরোগ জনিত হইলে নক্‌স ভমিকা ৩× বা ৬×। ফল খাইয়া বা বেদনাহীন ভেদ হইলে—চায়না ৬×। হঠাৎ জলবৎ ভেদের প্রথমাবস্থায় শীত ও জ্বর, গা গরম পিপাসা অস্থিরতা ও পেট বেদনা থাকিলে—একনাইট ৬× দিবে। কলেরার ভেদ ও বমন বন্ধ হইয়া প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে অর্থাৎ জ্বর, গা ও নাড়ী গরম হইলেও একনাইট ৬× বা ১২ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর প্রবল হইয়া উঠিলে জ্বর চিকিৎসা দেখিয়া বেলেডোনা, ব্রাইয়োনিয়া আদি লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করিবে। হিমাঙ্গ অবস্থায় যখন সর্ব্ব শরীর ঠাণ্ডা, নাড়ী পাওয়া যায় না বা সূতার মত বোধ হয় আর মৃত্যু ভয় থাকিলেও এক-নাইট দিবে, তখন আদত আরক বা প্রথম ক্রম ১৫।২০ মিনিট অন্তর ব্যবস্থা করিবে। ভেদ অপেক্ষা বমন বা বমনোদ্রেক অধিক হইলে আর দুর্গন্ধ সবুজ মল আমাশয়ের মত বেগ দিয়া বাহির হইতে থাকিলে ইপিকাক ৬× দিবে। রঙযুক্ত বাহ্যের সহিত বমন বা বমনেচ্ছা থাকিলেও ইপিকাক দিবে।

ভেরেট্রম এল্‌বম—৬ ১২ ছেলেদের পক্ষে ১২ প্রতি বাহ্যের পর এক এক মাত্রা দিবে। লক্ষণ—অধিক পরিমাণে জলবৎ, শাদা কুমড়া পচার মত, ফেনের মত বা চাল ধোয়া জলের মত বা কেবল শাদা জলের মত বাহ্যে। সঙ্গে সঙ্গে পেটে মোচড়ানি মত বেদনা, হাত পায়ে খিল ধরা, পিপাসা,

একবারে অধিক জল খাওয়া, বমন বা অবসন্নতা থাকিলেও ভেরেট্রম এল্বম দিতে হইবে। ভেরেট্রম দ্বারা উপকার না হইলে আর ভেরেট্রমের মত ভেদই প্রধান হইলে রিসিনাস ৬ ব্যবস্থা করিবে।

আর্সেনিক—৩০, অল্প পরিমাণে ভেদ ও বমন বা ভেদ অপেক্ষা বমন বা মনোদ্বেগ বেশী, অতিশয় পিপাসা কিন্তু অল্প পানেই তৃপ্তি, জলপানের পরেই বমন বা বমনোদ্বেগ সঙ্গে সঙ্গে, অস্থিরতা, অবসন্নতা, অসাড়ে মলত্যাগ, মূত্রবন্ধ পাকস্থলীতে জ্বালা. সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, নাড়ী লুপ্তপ্রায়, হাতপায় অঙ্গুলির আগার মাস কুঞ্চিত। স্বরভঙ্গ, উক্ত প্রকার ভেদ ও বমন দুটাই প্রবল হইলে ভেরেট্রম ও আর্সেনিক পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। ২০।৩০ মিনিট অন্তর। স্পিরিট ক্যাম্ফরের সময় অতীত হইলে কেহ কেহ একবারে আর্সেনিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আশু সাংঘাতিক কলেরার প্রথমেই আর্সেনিক ব্যবহার করা উচিৎ।

সাংঘাতিক কলেরা বা সরল কলেরা সাংঘাতিক হইয়া উঠিলে—আর্সেনিক ৩০, কার্ব্বভেজ ৩০, কিউপ্রম ১২, সিকেল ৩০ একন θ, হাইড্রসাএনিক-এসিড ৬× তাহার ঔষধ।

কিউপ্রম্—মেটালিকম্ ৬, ১২, ৩০ বা কিউপ্রম্এশিটিকম্ ১২ ইহা খিল ধরায় উৎকৃষ্ট ঔষধ। হাত পাব আঙ্গুলে ও পায়ের ডিমে খিল ধরা বা খেঁচনি উপস্থিত হইলে কিউপ্রম ব্যবস্থা করিবে। ইহা ভেরিট্রমএল্বম্ বা আর্সেনিকের সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা যায়। জলবৎ ভেদেব সহিত সামান্য খিল ধরা থাকিলে ভেরেট্রম দ্বারাই আরোগ্য হয়। খিল ধরা বেশী কষ্টকর হইয়া উঠিলে উহার সহিত কিউপ্রম ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিউপ্রম্ প্রয়োগের লক্ষণ—হাত পায়ে খিল ধরা, পেটে (অন্ত্রে) বা বুকে (হৃৎপিণ্ডে) খিল ধরা বা ভয়ানক শুল বেদনা, ছটপটু করা, কর্ণে তালালাগা বা কমশুনা। শীতল জলপানে বমন নিবারণ, মল দ্বারে কৃমিবৎ কুণ্ডয়ণ, সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, স্বরযন্ত্রের আক্ষেপবশতঃ বাকরোধ, শীতল দ্রব্য অপেক্ষা গরম দ্রব্য খাইবার বেশী ইচ্ছা, পানীয় দ্রব্য গিলিবার সময় ঢক্ ঢকাদি শব্দ হওয়া, জল বমনের সঙ্গে চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে জলপড়া, অস্পষ্ট কথা, মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু হয় না। জলবৎ ভেদ ও বমন, নাড়ী সুতার মত বা

লুপ্ত প্রায়, কিউপ্রম দ্বারা উপকার না হইলে আর অঙ্গুলী ও মুখের মাংসের আক্ষেপ (খেঁচনি) শ্লেষ্মা বা কৃমি বমন প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, সিকেলি ব্যবস্থা করিবে।

সিকেলি করনিউম্—৩০। খিল ধরা ও আক্ষেপ (খেঁচনি) আদি কিউপ্রম দ্বারা উপশম না হইলে সেকেলি ব্যবস্থা করিবে। সেকেলি প্রয়োগের লক্ষণ—কাণে কম শুনা, বমন বা বমনোদ্বেগ, গা জ্বালা, হাত পা কাঁপা, জিব কাঁপা, অতিশয় তৃষ্ণা ও ক্ষুধা, পেট জ্বালা, বুকে মোচড়ানি মত বেদনা. অসাড়ে মলত্যাগ, পোঁদগলা, প্রস্রাব বন্ধ, মুখ বেঁকে যায়, দেহ পেচনদিকে বাঁকিয়া পড়ে, মুখ নীলবর্ণ শ্লেষ্মা বা কৃমি বমন, হাত পায়ের আঙ্গুলে খিল ধরে ও বাঁকিয়া যায় নাড়ী সুতার মত সরু বা লুপ্ত প্রায়, মৃত্যু ভয়।

কিউপ্রম আর্সেনিকম্—৬×, (চূর্ণ) হাত পায়ে খিল ধরা, পেটে অসহ্য বেদনার জন্য রোগী চিৎকার করে, অবসন্নতা, নাড়ী লুপ্ত প্রায়, ইত্যাদি কিউপ্রম ও আর্সেনিক উভয় ঔষধের লক্ষণ বর্ত্তমাণ থাকিলে, উভয় ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার না করিয়া কিউপ্রম আর্সেনিক ব্যবস্থা করিবে।

একোনাইট্—θ, ১×। জলবৎ ভেদ ও জলবৎ শাদা সবুজ, কাল বা হল্‌দে বমন আর সঙ্গে সঙ্গে—সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা নীলবর্ণ, শ্বাস কষ্ট, (নাড়ী, পাওয়া যায় না বা সুতার মত সরু। মাথা ঘোরা, প্রস্রাব বন্ধ, পেটে খিল ধরা, মৃত্যু ভয়। ভেদ ও বমন বন্ধ হইয়া জ্বর আসিলে একোনাইট ১২ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর প্রবল হইয়া উঠিলে বা শিরঃপীড়াদি জ্বরের উপসর্গ উপস্থিত হইলে—বেলেডোনা, ব্রাইয়োনিয়া প্রভৃতি জ্বরের ঔষধ ব্যবস্থা করিবে (জ্বর চিকিৎসা দেখিয়া জ্বর চিকিৎসা করিবে) আর বিকার, কি খেঁচনি, কি উদরাময় প্রভৃতি যাহা কলেরাব শেষে উপস্থিত হইবে, তাহা সেই রোগের চিকিৎসা দেখিয়া চিকিৎসা করিবে।

ক্রোটেন টিগ্‌লিয়ম্—৬×। পিচকারী দেওয়ার মত হঠাৎ জলবৎ ভেদ, উপর পেটে যন্ত্রণা, জলীয় দ্রব্য পান করিবামাত্রেই বমন হইয়া উঠিয়া পড়া, পিচকারীর মত বহে ক্রোটনের প্রধান লক্ষণ।

আইরিস্ ভার্সিকলার—৩×। অম্লগন্ধ যুক্ত শাদা বা হল্‌দে ভেদও বমন। নাভীর নিকট বেদনা, অম্ল বা পিত্ত বমন, বমনের পর গা জ্বালা।

মার্কুরিয়স্ করসাইভাস—৩×, (চূর্ণ)। কলেরার লক্ষণের সহিত রক্তমিশ্রিত ও শ্লেষ্মামিশ্রিত ভেদে মার্কুরিয়স্-কর আর কেবল উজ্জ্বল লাল রক্ত ভেদে ইপিকাক ৩× বা ৬× ব্যবস্থা করিবে। ইপিকাক দেখ।

এ্যান্টিমনি-টার্ট—৬। অসাড়ে মলত্যাগ, কষ্টের সহিত বমন, বা বমনোদ্বেষ, বমনের পর মূর্চ্ছা বোধ, নিদ্রাভিভূত বা স্থিরভাবে পড়িয়া থাকা, মধ্যে মধ্যে কাতর উক্তি।

জ্যাট্রোফা—৩×। পেটে কলকল বা গড়্ গড়্ শব্দসহ আটার মত তরল ভেদ, বমনের পর ভেদ, ঠাণ্ডা ঘাম, হাত পায় খেঁচনি।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস—৩০×। ভেরেট্রম্ আর্সেনিক প্রভৃতি উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া ও ক্রমে ক্রমে হিমাঙ্গ অবস্থা (সর্ব্ব শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা) উপস্থিত হইলে, কার্ব্বভেজ সেবনে নাড়ী আসে, গা গরম হইয়া উঠে, এবং ভাঙ্গা স্বর শুধরাইয়া যায়। লক্ষণ—নাড়ী সুতার মত, কথন পাওয়া যায়, কখন পাওয়া যায় না, বা একবারেই পাওয়া যায় না, স্বরভঙ্গ, পেট ফাঁপা ও দুর্গন্ধযুক্ত মল। শীতল ঘর্ম্ম, ১৫।৩০ মিনিট অন্তর। কার্ব্বভেজ দ্বারা উপকার না হইলে অর্থাৎ শেষ অবস্থায় হাইড্রসাএসিক-এসিড ৬×। ১৫।৩০ মিনিট অন্তর ব্যবস্থা করিবে।

হাইড্রসানিক-এসিড্—৬×। আর্সেনিক ও কার্ব্বভেজ দ্বারা উপকার না হইলে—বা শেষ অবস্থায় হাইড্রসাএনিক এসিড ১৫।৩০ মিনিট অন্তর ব্যবস্থা করিবে। লক্ষণ—নাড়ী না থাকা, ঠাণ্ডা ঘাম, অসাড়ে মলত্যাগ বা পৌদগলা, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মধ্যে মধ্যে মৃতবৎ পড়িয়া থাকা, শ্বাস হওয়া, শ্বাস উপস্থিত হইলে হাইড্রসাএনিক-এসিড প্রয়োগ করিতে বিলম্ব করিবে না। উক্ত লক্ষণের সহিত শরীর নীলবর্ণ হইলেও ইহা ব্যবস্থা করিছে। এ অসুদ মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ দেয় বলিয়া অনেক সময় বোধ হয়।

ন্যাজা—৬×। সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ, পেট ফোলা, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম ইত্যাদি।

সিনা—৩০, ২০০। ক্রিমির লক্ষণ থাকিলে, (৪৭ রাতা দেখ) ক্রিমি থাকিলে, বা আহারের দোষে রোগ পুনরাক্রমণ করে, রোগ পাল্টাইলে পূর্ব্বলিখিত ঔষধগুলির দ্বারা পূর্ব্বমত চিকিৎসা করিবে।

প্রস্রাব—মল যতক্ষণ বলবৎ থাকে ততক্ষণ প্রস্রাব হয় না, প্রস্রাব হইল না বলিয়া ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। ভেদ বন্ধ হইলে বা কমিয়া গেলে অথবা কলেরার ভেদ উদরাময়ে পরিবর্ত্তিত হইলে অর্থাৎ রঙ্গযুক্ত, কিঞ্চিৎ গাঢ় বা বহুক্ষণ অন্তর হইলে আর আর্সেনিক ও অন্যান্য উপরুক্ত ঔষধ গুলির দ্বারা প্রস্রাব না হইয়া থাকিলে **ক্যান্থারিস** ৩×, ৬×—ব্যবস্থা করিবে, ইহা দ্বারা প্রস্রাব না হইলে টেরেবিন্থ ৬×, ক্যালিবাই ৩০।

কলেরার আনুসঙ্গিক ও পরবর্ত্তী উপসর্গ।

বমন ওহিক্কা—কেবল বমনেচ্ছা থাকিলে **ইপিকাক** ৬×—অম্ল বা পিত্তবমন ইপিকাক দ্বারা উপকার না হইলে **নক্‌ভমিকা** ৬× দিবে। পানের পর বমন, আর্সেনিক ৬×,—ফস্ফরাস ৬×। নক্স ও ইপিকাক দ্বারা উপকার না হইলে পডফাইলম্ ৬× দ্বারা পিত্তবমন নিবারণ হয়।

হিক্কা—উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট হিক্কা সাইকিউটা ৩×। হিক্কার সহিত বমনেচ্ছা বা কাণে তালালাগা—বেলেডোনা ৩× ৬×। ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়' ৬×। হিক্কার সময় পেট গড় গড় করা ও অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগে হাইও সায়েমস ৬×। আহারের পর হিক্কা—ফসফরাস ৬×। নড়িলেই হিক্কা—কার্ব্বভেজে ৬×। পেটে বেদনা সহ হিক্কা—ইগ্নেশিয়া ৩×।

জ্বর—জ্বর সামান্য হইলে কেবল একোনাইট ১২ দ্বারা আরোগ্য হইবে, জ্বর বেশী হইলে—জ্বর চিকিৎসা দেখিয়া জ্বরের চিকিৎসা করিবে।

ভেদ বমনাদি উপসর্গ নিবৃত্তি হইবার পর অধিকক্ষণ প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে বিকার হয় আর জ্বর খুব বাড়াবাড়ি হইলেও বিকার হয় কিম্বা অন্ত্রে ক্রিমি থাকিলেও বিকার হয়। বিকারের চিকিৎসা দেখিয়া চিকিৎসা করিবে। বেলে-ডোনা, রসটকস্, ষ্ট্যামোনিয়ম ইত্যাদি। অচৈতন্যবৎ নিদ্রায়—অপিয়ম।

(খেঁচনি-দড়কা ও ধনুষ্টংকার)—খেচনির চিকিৎসা দেখিয়া চিকিৎসা করিবে। উদরাময়,—প্রস্রাব হইবার পরে উদরাময় থাকিলে—চায়না ৬× ১২, এসিড ফস্ফারিক ৬×, ১২, এই দুইটী ঔষধ—কলেরার পর দুর্ব্বলতা সারিবার বেশ ঔষধ। হলুদ বর্ণের তরল ভেদ হইলে পডোফাইলম্ ৬×। কিন্তু পেটে গড় গড়াদি শব্দ হইতে থাকেলে চায়না ৩০ বা দুর্গন্ধযুক্ত আম শ্লেষ্মা বাহে

হইলে মার্কুরিয়স-সল ও রক্তআমাশা হইলে—মার্কুকর, কার্ব্ব ভেজ, প্রভৃতি আমাশা চিকিৎসা দেখিয়া চিকিৎসা করিবে।

পেট ফাঁপা—পেট ফাঁপা কলেরার একটী ভয়ানক উপসর্গ। পেটনাবা বা ভেদের সঙ্গে পেট ফাঁপা থাকিলে কার্ব্বভেজ ৩০, কোষ্ঠবদ্ধের সহিত পেট-ফাঁপা লাইকোপাডিয়ম ৩০ ×, নক্সভমিকা ৩০ ×, অচৈতন্যবৎ নিদ্রাসহ পেট-ফাঁপা—ওপিয়ম ৩০, আমযুক্ত মলসহ হইলে মার্কু-সল ৬। ক্রমির লক্ষণ থাকিলে সিনা ৩০।

নিউমনিয়া—নিউমনিয়ার চিকিৎসা দেখ, ফস্ফরাস, ৩০ × ও এ্যাণ্টিমনি টার্ট ৩০ নিউমনিয়ার বেশ ঔষধ।

পথ্য—সরল কলেরা ও সাংঘাতিক কলেরার প্রথমে আহারে ইচ্ছা থাকে না। কেবল পিপাসা থাকে, কাহার কাহার পেট জ্বালা করে, তাহাতে রোগীর বোধ হয় যেন খুধা হইয়াছে, এ জ্বালা সাংঘাতিক কলেরার একটী চিহ্ন। পিপাসা ক্রমে বাড়িতে থাকে, পিপাসা নিবারণার্থ ঘন ঘন পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিবে। জল খাইলেই বমি করিতেছে, বলিয়া জল দেওয়, বন্ধ করিবে না, বমি হইলে উদরে সঞ্চিত গ্যাস বাহির হইয়া যায়, উক্ত গ্যাস যতই কম হইতে থাকে, ততই বমন কম হইয়া ক্রমে বন্ধ হয়, ভেদের সহিত ও গ্যাস বাহির হইতে থাকে, জলবৎ ভেদের মল কেবল রক্তের জলীয় অংশ মাত্র। উদরী রোগে—এরকম ভেদ হইলে—উদরী কমিয়া যয়। কিন্তু এরকম ভেদ পরিমাণে যত বেশী হয়, ততই রোগী নেতিয়ে পড়ে, চোক মুখ বসে যায়, এমন কি একবার বাহ্যেতেই রোগীর নাড়ী দমে যায়। শিরা হইতে এই রস অন্ত্রে আসিয়া সঞ্চিত হয়, এই সঞ্চিত রস ভেদ হইয়া বাহির না হইলে, উহা হইতে গ্যাস সঞ্চিত হইয়া পেট ফাঁপিয়া উঠে, পেট ফাঁপা কলেরার একটী সাংঘাতিক লক্ষণ। কলেরারোগে রক্ত দুষিত হইয়া এরকম ভেদ হয়, কাহারও কাহারও, রক্তের রস ভেদ না হইয়া, কেবল রক্তই ভেদ হয়। রক্তের অধিক রস বাহির হইয়া গেলে বা বাহির হইতে থাকিলে হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, উহার রক্ত চালাইবার ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া আসে, কাযেই রক্তের বেগ বা নূতন রক্ত দূরবর্ত্তি স্থানে পৌছেনা, এজন্য হাতের কব্জিতে নাড়ী সরু তারের মত বোধ হয়, বা একবারেই থাকে না, যে পর্য্যন্ত রক্তের বেগ যায় সে পর্য্যন্ত

গরম থাকে, চর্ম্ম পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে চর্ম্ম বা গা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, ঐরূপ হাত পা ও ঠাণ্ডা হয়। চোকে রক্ত না গেলে চোকে জাল পড়ে যায়,হৃৎপিণ্ডের কার্য্য একবারে বন্ধ হইলেই রোগীর মৃত্যু হয়।

যেমন, হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের ব্যতিক্রম হওয়াতে রক্ত চলা কম হয়, তেমনি, মূত্র যন্ত্র, লিভার প্রভৃতির কার্য্যের ব্যতিক্রম হইয়া, মূত্র ও পিত্ত আদি তয়ার হওয়া বন্ধ হয়, মুত্রযন্ত্র প্রস্রাব তয়ার করে না ও লিভার পিত্ত তয়ার করে না। এজন্য প্রস্রাবও হয় না আর বাহ্যেতে রঙও থাকে না। উদরে সঞ্চিত রস ও গ্যাস বাহির করিয়া দেওয়া চাই, নচেৎ রোগীর বাঁচোয়া নাই, কিন্তু চিকিৎসা দ্বারা উক্ত যন্ত্র গুলিকে কার্য্য করাইয়া দিতে পারিলে, নুতন উপদ্রব কিছুই হইবে না, পুরাণ উপদ্রব ক্রমে কমিয়া যাইবে, কলেরার মল উদরাময়ের মলে পরিণত হইয়া রোগ সহজ হইবে। অর্থাৎ মল—পিত্তযুক্ত ও ক্রমে সহজ হইবে, রক্ত চলাচল হইয়া নাড়ী আসিবে, গা গরম ও প্রস্রাব হইবে। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অর্থাৎ রক্ত চলাচল হইলেই সকল যন্ত্রেরই কার্য্যই স্বাভাবিক হইবে। এবং রোগ সহজ হইয়া ক্রমে আরোগ্য হইবে। রোগীকে পরিস্কার ঠাণ্ডা জলপান করিতে দেওয়া রক্ত চলাচল করাইয়া দিবার বেশ একটী উপায়, রোগ সহজ আকারের হইলে অনেক সময় কেবল জল খাইয়া ও রোগ আরোগ্য হয়। তবে জল পরিস্কার ও ঠাণ্ডা হওয়া চাই, জলপানে রক্ত চলাচল হয়, রক্ত চলাচল হইলে প্রস্রাব হইবে এবং মল পিত্তযুক্ত হইবে, পিত্তযুক্ত মল বেশী হইলে—গোগী নেতয়ে ও পড়ে না, আর ধাতও ছেড়ে যায় না। বরফ অপেক্ষা পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল ভাল কেননা বরফে পেট খরাপ করে, প্রস্রাব হবার পরেও পেট নাবা কমে না। অতএব বরফ ব্যবস্থা করিবে না। তবে হিক্কা বা বমনোদ্বেগ থাকিলে বা উপস্থিত হইলে বরফের কুঁচি গিলিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। সোরথ্রোট বা গলায় ব্যথা আর বমনোদ্বেগ হেতু গলা চিরিয়া রক্ত পড়া বরফের কুঁচি গিলিলে ভাল হয়। জলীয় দ্রব্য গিলিতে রোগীর কষ্ট হইলে, জলের বদলে বরফের কুঁচি দিবে আর জল বার্লি গাঢ় করিয়া খাইতে দিবে। পেট ফাঁপা থাকিলে, এক ভাগ দুগ্ধে তিনভাগ জল মিশ্রিত একবল্কা দুগ্ধে চুনের জল মিশাইয়া বা মাংসের কাথে চুনের জলে মিশাইয়া অল্প অল্প পরিমাণে খাইতে দিবে। রোগীর বল রক্ষার্থও উক্ত প্রকার প্রস্তুত দুগ্ধ বা মাংসের কার্থ অল্প-

পরিমাণে দেওয়া যায় তিন ভাগে দুগ্ধে বা ক্বাথে এক ভাগে চুনের জল দেওয়া যাইতে পারে। শিশুদের কলেরা হইলে—স্তনের দুগ্ধ পানকরা বন্ধ করিয়া দিবে। প্রথমে পিপাসা নিবারণার্থ কেবল জল পরে জলবার্লি, রোগ কিছু উপশম হইলে বল রক্ষার্থ উপরি উক্ত একভাগ দুগ্ধে তিন ভাগ জল মিশ্রিত একবল্কা দুগ্ধ অল্প পরিমাণে খাওয়াইতে বলিবে। পথ্যের ব্যবস্থা দেখ) পেট ফাপা থাকিলে ২।৪ ফোঁটা চুনের জল শিশুর খাইবার দুগ্ধে মিশাইয়া লইতে বলিবে। গ্লবিউল বা মিছরীর গুড়া ঔষধে ভিজাইয়া অল্প পরিমাণে জলের সহিত ব্যবস্থা করিবে। অম্লভেদে ডাবের জল ব্যবস্থা করিবে।

অন্ন নলী, পাকস্থলী ফবং অন্ত্রের প্রদহ, স্পজম্ বা আকুঞ্চন, এবং ঘা।—

কোন স্থান ফুলে, লাল হয়, গরম হয় এবং বেদনা ও যন্ত্রণা হইতে থাকে সেই স্থানের এরকম অবস্থাকে প্রদাহ বলে ; ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর ও বেদনা—**একোনাইট** ৩×। একোনাইট দ্বারা উপকার না হইলে বেলেডোনা ৩×। বেলেডোনা প্রয়োগের লক্ষণ—পেটের বেদনা হঠাৎ আসে ও হঠাৎ যায়, ভয়ে ভয়ে চলিতে হয় পাছে বেদনা বাড়ে, বেদনা দপ্‌দপে বা অগ্নিদাহবৎ জ্বালাকর বেদনা নড়িলে বা চাপিলে, রাত্রে ও শব্দে বা গোল করিলে বৃদ্ধি হয়। গলনলীর আকুঞ্চন বশতঃ গিলন কষ্ট হইলে কি গিলিতে গলায় ব্যথা বোধ হইলেও বেলেডোনা তার ঔষধ। জ্বালা ও অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকিলে আর্সেনিক ৬× দিবে। ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ যুক্ত উদ্গার উঠা ও বমনেচ্ছা থাকিলে এ্যান্টিমনি-টার্ট ৬×। পাকস্থলীতে কি গলনলীতে প্রদাহ বশতঃ বেদনা হইলে বরফের টুকুরা গিলিয়া খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয় অন্ত্র বা পাকস্থলীর প্রদাহে গরম জলের সেক দিতে বলিবে, গরম জলের সেক সহ্য না হইলে ঠাণ্ডা জলের পটি কি বরফ ব্যবস্থা করিবে। পেটের ভিতর কি গলার ভিতর ঘা—জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে আর্সেনিক ৩× বা ৬× ৩০। মুখ দিয়া লাল পড়িতে থাকিলে মার্কু-সল ৬× দিবে। পারা দোষ থাকিলে ক্যালিব্রাই ৬×। বরফ খণ্ড গিলিয়া খাইলে বেদনা, রক্তপাত ও বমনেচ্ছা বন্ধ হয়।

পেটে শূল বেদনা—কলসিন্থ ৩× বা ৬×—অসহ্য বেদনা চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ। বেদনার জন্য রোগী বালিস আঁকড়াইয়া ধরে উপড় হইয়া পড়ে, বা হাত দিয়া চাপিয়া ধরে। আবশ্যক হইলে কলসিন্থের পর নক্স-ভমিকা ৬ ব্যবস্থা করিবে।

নক্সভমিকা—৩০ কলসিন্থের মত বেদনা বা খেঁচনি বেদনা সহ টক বা চোঁয়া ঢেকুর উঠা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ বা অল্প অল্প পেট নাবা, বুক জ্বালা। শিশুদের উদরাময় ও পেট ফাঁপা সহ পেট বেদনায় ক্যামমিলা ৬× বা ১২×, দিবে। পিত্তবমন সহ মোচড়ানি মত বেদনায়—আইরিস ৩×, পেট ফাঁপা থাকিলেও আইরিস দিবে। নাভির নিকট বেদনা আরম্ভ হইয়া সমস্ত উদরে ছড়াইয়া পড়িলে বা পিত্তবমন সহ শূল বেদনায় ডয়েস্কোরিয়া ১× দিবে গড়গড় শব্দ ও পেট ফাঁপা সহ পেটবেদনায়—নক্সভমিকা ৬ ভেরেট্রম-এল্বম ৬। কৃমি জনিত—হইলে সিনা ৩০, ২০০। স্যাণ্টোনাইন ১×। অরুচি থাকিলে পল্‌সেটিলা ৩০ দিবে। বমন বা বমনেচ্ছা সহ অপাক ভেদে—এ্যাণ্টিনি ক্রুডম্‌। কোষ্ঠবদ্ধ সহ—নক্সভমিকা ৬×।

বমন—ইপিকাক ৬× বমনোদ্বেগ ও বমন, শ্লেষ্মা, পিত্ত কি লাল রক্ত বমন। শিরার রক্ত (ময়লা, লাল নহে) বমন হইয়া উঠিলে—হ্যামেমেলিস্‌ ১×। জ্বর থাকিলে একনাইট ৩× সহ পর্য্যায়ক্রমে দিবে। রক্ত বমনের চিকিৎসা দেখ। বরফের টুকরা গিলিয়া খাইলে উপকার হয়।

এ্যাণ্টিমনি-টার্ট—৬×। ভুক্ত দ্রব্য বমন, স্তন পানে বমন, দুগ্ধ পানে বমন। অম্ল জনিত বমন হইলে নক্সভমিকা ৩× ৬×, সেবন ও সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের সহিত চুনের জল ব্যবস্থা দিবে। পেট বেদনা সহ বমন হইলেও নক্স-ভমিকা দিবে। আহারের পর বমন ফস্ফরাস। অতিশয় পিপাসা কিন্তু অল্প পান করিলেই বমন—আর্সেনিক ৬× ৩০।

ভেরেটম-ভিরিডি—৩×, হিক্কা ও ভয়ানক বমন, আর গলায় একটা গোলা উঠিতেছে বোধ হওয়া। কোষ্ঠবদ্ধ ও জ্বর সহ বেলেডোনা ৬×, ভিরেট্রম-ভিরিডি ৩× এ্যাণ্টিমনি-টার্ট। শিশুদের দুগ্ধবমন নক্সভমি, ৩০ ইপি-কাক ৩০ এণ্টিম-টার্ট ৩০। কৃমিজনিত হইলে সিনা ৩০। পিত্তবমন ইপিকাক দ্বারা বন্ধ হইলে পডফাইলম ৬×। পান করিবামাত্র বমন ইউপেটরিয়ম পার্ফ ৬×

---

১২৯ পাতা—বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর কিয়ৎকাল পরে হইলে ফস্‌ফরাস্ ৬×। পিত্তবমন আইরিস ৬ ও ভেরে-ট্রম ৬। পাকস্থলীতে জ্বালাকর বেদনা ও ভার বোধ, সহ হরিদ্রা বর্ণযুক্ত ভুক্ত দ্রব্য বমন হইলে ব্রাইয়োনিয়া ৬× ব্যবস্থা করিবে। পরে আর্সেনিক ৩০।

অজীর্ণ রোগ (Dispepsia)

নূতন রোগে তৈল বা ঘৃত পক্ক দ্রব্য আহারজনিত পল্‌সেটিলা। শিরপীড়া সহ বমন ও পেট নাবা আইরিস-ভার্স ৩×। পেট খোঁচা, বুক জ্বালা, চোঁয়া বা টক ঢেকুর উটা, কাঁপা সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ বা অজীর্ণ ভেদে নক্সভমিকা ৩ বা ৬×। উক্ত লক্ষণ সহ রাত্রিকালীন পাতলা ভেদ পলসেটিলা ৬×। ভোরে উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাহ্যে যাইতে হয় যেন অসামাল বোধ সল্‌ফার ৬×। খাদ্যে অনিচ্ছা এমনকি তাহার গন্ধ পর্য্যন্ত অসহ্য আর মল শুষ্ক ও শক্ত হইলে ব্রাইয়োনিয়া ৬×, ৩০×। পেট জ্বালা ও পিপাসা জলপানে বমনেচ্ছা বমন আর্সেনিক ৩০। উদরাময় ও অম্ল বমন ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৩০. ক্যাল-কেরিয়া দ্বারা উপকার না হইলে এ্যন্টিয়নি ক্রুড ৬× দিবে। পুরাতন অবস্থায় অন্য ঔষধ দ্বারা উপকার না হইলে সল্‌ফার ৬×, ৩০ আর সঙ্গে সঙ্গে অর্শ থাকিলে নক্সভমিকা ৬× ৩০, সল্‌ফার ৩০। লিভারে বেদনা থাকিলে ব্রাইয়োনিয়া ৩০ ও সল্‌ফার ৩০, নক্সফমিকা ৩০।

লাইকোপডিয়ম—৩০। পেট ফাঁপে ও বাহ্যে পরিষ্কার হয় না, আহা-রের পর ঘুম আসা। কোষ্ঠ বদ্ধের সহিত পেট ফাঁপায় **লাইকোপডিয়ম** ৩০ আর সহজ বাহ্যে বা উদরাময় সহ পেটফাঁপায় **কার্ব্ব-ভেজ** ৩০ ব্যবস্থা করিবে। **নক্স-ভমিকা**—৩০ কোষ্ঠবদ্ধ বা অল্প অল্প পাতলা বাহ্যে, বাহ্যে সাফ হয় না, পেট ফাঁপা, টক ঢেকুর উঠা, বুক জ্বালা, মুখ দিয়া জল উঠা। কোষ্ঠবদ্ধ সহ পেট ফাঁপা ও মুখ দিয়া জলউঠা **লাইকোপডিয়ম** ৩০ দ্বারা উপকার না হইলে **নক্স-ভমিকা** ৬, ৬০। অপাকভেদ সহ পাল্‌সেটিলা, ব্রাইওনিয়া ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ও সিনা দ্বারাও উপকার হয়। সর্ব্বদা থুতু ফেলা উচিৎ নয়, কেননা থুতু আমাদের হজমের সাহায্য করে। থুতু ফেলিয়া দিলে হজম কম হইবে। মুখদিয়া জল উঠার প্রাধান ঔষধ নক্সভমিকা, লাই-কোপডিয়ম ও ব্রাইয়োনিয়া।

।

নক্স-ভমিকা—৬×, ৩০। বাহ্যের চেষ্টা কিন্তু হয় না, বা খোলসা হয় না। সাইলিসিয়া ৬, ৩০—গুটলা মল ঠেলিয়া মলদ্বারে আসে কিন্তু পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া যায়। ব্রাইয়োনিয়া—মোটেই বাহ্যের চেষ্টা না থাকা ও শিরঃপীড়া বা বড় বড় কাল গুটলা কষ্টে বাহির হয়।

অপিয়ম—মোটেই বাহ্যের চেষ্টা না থাকা ও নিদ্রালুতা।

প্লম্বম্—ছাগল লাদির মত মল। লাইকোপডিয়ম—পেট ফাঁপা সহ কোষ্ঠবদ্ধ।

এলুমম্—৩০ শুষ্ক হল্‌দে বর্ণ মল। কোলিন ১× অর্শ সহ। এস্‌কিউলাস্ অর্শের যন্ত্রণা সহ। সলফার ৬×, ৩০—অর্শ সহ বা অপর ঔষধে উপকার না হইলে, এ ছাড়া একন, বেল, ভেরেট্রম, মার্ক ইত্যাদি জ্বর চিকিৎসা দেখ।

মলদ্বারে ঘা বা ভগন্দর (Fistula in Ano.)

হেপার সলফ ৩০ ও সাকলিসিয়া ৩০ দ্বারা আমরা অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছি। সল্‌ফার, ৩, ১২ ও ক্যাল্‌কেরিয়া ৬×, ৩০। দ্বারা ও আরোগ্য হয়। গ্লিসারিণ ও হেমেমেলিস θ মিশাইয়া বহ্যে দ্বারে প্রয়োগ করা যায়।

লিভার বা যকৃতের ব্যাম ও উহার প্রদাহ

চিকিৎসা—জ্বর ও বেদনা থাকিলে বিশেষতঃ প্রথমাবস্থার—একনাইট ৩×, ৬×, বা ১২। একনাইটের পর বা একনাইটের সময় অতিত হইয়া গেলে ব্রাইয়োনিয়া ৩×, ৬×, বা ১২। ব্রাইয়োনিয়ার লক্ষণ—ছুঁচ ফোঁটা বা খোঁচা বেঁধামত, বা টাটানি মত কিম্বা জ্বালাকর বেদনা, যাহা চাপিলে বৃদ্ধি হয়, চোক্ ও গা হল্‌দেবর্ণ, ডান কাঁদে ব্যথা, বাহ্যের ইচ্ছা থাকে না আর ক্ষুধা মান্দ, সঙ্গে সঙ্গে কাশি থাকিলে ব্রায়োনিয়া আরো ভাল। মার্কুরিয়স-সল ৬× বা ৩০× ব্রাইয়োনিয়া সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়, মার্কুরিয়সের লক্ষণ যকৃতে বেদনা, চোক হলদে, শ্বাস কষ্ট, মল—শক্ত বা পাতলা আমযুক্ত। পিত্তবমন বা পিত্তযুক্ত মল বাহ্যে বইলে পডোফাইলম্ ৬× ও ৩০। বাহ্যের বেগের সহিত গোগোল বাহির হইয়া পড়া পডোফাইলমের একটী বিশেষ লক্ষণ। অজীর্ণ রোগ বা কোষ্ঠবদ্ধ সহ যকৃৎ প্রদাহ থাকিলে

নক্সভমিকা ৩০ × । কোষ্টবদ্ধ সহ পেট ফাঁপা থাকিলে লাইকোপডিয়ম ৩০। অপাক পাতলা ভেদ সহ পলসেটীলা ৩০ × । ছেলেদের বিছড়াযুক্ত জলবৎ মল বাহ্যে হইলে ক্যামমিলা ১২ × । পুরাতন জ্বরের পরে যকৃত বড় ও শক্ত হইলে চায়না ১২ সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় ও পেট ফাঁপা ও গড় গড় করা বা শোথ ও উদরী থাকিলে ও চায়না ব্যবস্থা করিবে। প্লিহা বা যকৃত বড় হওয়া সঙ্গে সঙ্গে শোথ, উদরী, গাত্রদাহ, পিপাসা ও অতিশার থাকিলে আর্সেনিক ৩০। চেলিডোনিয়ম ৩০। ডান কাঁদে বেদনা, যকৃত বেদনা, প্রস্রাব হল্‌দে, বাহ্যে হলদে বা শাদা পাতলা বা শক্ত। নেট্রম্-মিউর ৩০—পুরাতন জ্বর সহ যকৃত প্রদাহ বা যকৃত বাড়া ছুঁচ ফোটা বা চেপে ধরার মত বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, পেট ডাকা। নেট্রম্-সলফ ৩০, বেদনা নড়া চড়ায় বৃদ্ধি, (ব্রাইওনিয়ার মত) খালি পেটে বেদনা কিছু খাইলে বেদনার উপশম ল্যাকেসিস ৩০। লেপট্যাণ্ডা ৩ × বা ৬ ×—আল্‌কাতারা বা কাঁনার মত মল সঙ্গে সঙ্গে জ্বর, শোথ উদরী আমাশা, পিত্তবমন। পুরাতন পীড়ায় বা রোগ অসাধ্য হইলে সল্‌ফার ব্যবস্থাকরিবে। লিভার বড় হইয়া ক্রমে স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট হইয়া পড়িলে আর সঙ্গে সঙ্গে উদরী উপস্থিত হইলে ফস্‌ফরাস ৩০ ×, ব্যবস্থা করিবে। বেদনাযুক্ত লিভারের উপর গরম চোনার সেকদিলে বিশেষ উপকার হয়। চোনা গরম করিয়া, তাহাতে ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া ও নিগড়াইয়া সহ্যমত গরম গরম সেক দিতে হয়। *

বৃবৃদ্ধ লিভায় বা প্লিহা সিএনোথাস এম্যারিকানস্ θ ১ ৫ ফোটা মাত্রার প্লীহা বা লিভার যত বড় তত শীঘ্র ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। লিভারে ও ডান কাঁদে বেদনা ব্রাইয়োনিয়া ১২ ও মার্কসল ৬ × । নেট্রম-মিউর পুরাতন জ্বর সহ কোষ্ঠবদ্ধ। উদরাময় সহ পল্‌সেটিলা, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ব্রাই, নক্সভমিকা, সল্‌ফার। পিত্তশূলে আইরিস। জ্বালা থাকিলি আর্সেনিক। ফোড়া হইলে মার্ক, হেপার, সাইলিসিয়া।

ন্যাবা—ব্রাইয়োনিয়া, মার্ক-সল, ক্যামমিলা, নক্সভমিকা, পুরাতন হইলে চেলিডোনিয়ম ৬ × । আনারস খাইলে ন্যাবার উপকার হয়।

শোথ ও উদরি—মূত্র কম ও পিপাসা না থাকিলে এপিস ৩ × ৬ × ।

এপোসাইনম্—θ বা ১ × নিদ্রালুতা, অসাড়ে মূত্রত্যাগ, কোষ্ঠবদ্ধ, বুকে কষ্ট বোধ।

ডিজিটেলিস—১× ৩× । নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ও চিত হইয়া শুইতে না পারা।

আর্সেনিক—৬, ৩০, উদর হস্তপদ সকল স্থানের শোথেই উপকারী। প্লীহা বা যকৃত (লিভার) বৃদ্ধি বশতঃ শোথ, পিপাসা, শয়নকালে শ্বাস কষ্ট। দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে আর্সেনিক বিশেষ উপযোগী।

ম্যালেরিয়া জ্বর জনিত ইউক্যালিপ টাস, চায়না, আর্সেনিক।

ব্রাইয়োনিয়া—লিভার, কোষ্ঠবদ্ধ, কাসি, শ্বাসকষ্ট। গাঁটের শোথও ইহা দ্বরা আরোগ্য হয়।

পথ্য কেবল দুগ্ধ যে পর্যন্ত শোখ আরোগ্য না হয়। অজীর্ণ দোষ থাকিলে দুগ্ধের সহিত চুনের জল মিশাইয়া ব্যবস্থা করিবে।

উদরেরর শেথ বা উদরী—এপোসাইনম্, আর্সেনিক, চয়না ক্রোটন। সর্ব্বস্থানের শোথে ব্রাই এপিস, ডিজি, সেনেগা, হৃৎপিণ্ডের শোথ ডিজি, আর্সেনিক, স্প্যাইজি।

মূত্রযন্ত্র (Kidney)

কঁ্যাকালের দুদিকে শির দাঁড়ার গায়ে দুটী শিম বিচির মত দুটী বিচি বা গ্রন্থি আছে ইহাদিগকে কিডনি বা মূত্রযন্ত্র বলে। ইহারা রক্ত হইতে মূত্র তয়ার করিতেছে। যেমন লিভার থেকে পিত্ত তয়ার হইয়া একটী থলিতে জমা হয় সেই থলিকে গল ব্ল্যাডার বা পিত্তকোষ বলে, তেমনি মূত্রযন্ত্র হইতে মূত্র তয়ার হইয়া নলী দিয়া গড়াইয়া গিয়া তলপেটে নাভির নীচে একটী থলীর মধ্যে জমা হয়, ইহাকে ব্ল্যাডার বা মূত্রস্থলী বলে। উক্ত নলীকে ইউরেটার বলে। মূত্রস্থলী হইতে আর একটী নলী দিয়া মূত্র বাহির হয় ইহাকে প্রস্রাব হওয়া বলে। এ নলীকে ইউরিথ্রা বলে।

মূত্রযন্ত্রের, মূত্রস্থলীর ও মূত্রনলীর প্রদাহের চিকিৎসা।

কোনস্থান ফুলে লাল হয়, গরম হয় ও বেদনা বা যন্ত্রণা হইতে থাকে ইহাকে প্রদাহ বলে। প্রধান ঔষধ একনাইট, বেলেডোনা, ক্যান্থারিস্, নক্সভমিকা, পলসেটিলা, আর্সেনিক।

একনাইট—১× হইতে ৩× পর্য্যন্ত। প্রথম অবস্থায়, অসহ্য যন্ত্রণা, সহ প্রস্রাব, মূত্র লাল, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্র ফোঁটা ফোঁটা বা প্রস্রাব বন্ধ, বালক দিগের ঠাণ্ডা লাগিয়া মূত্র বন্ধ।

বেলেডোনা—১× ৩×। মূত্রবন্ধ বা সর্ব্বদা একটু একটু পড়ে, অতি কষ্টে একটু প্রস্রাব বাহির হয়। একনাইট দ্বারা যন্ত্রণা নিবারণ না হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করিবে। তলপেটে সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন গরমজলের সেক ব্যবস্থা করিবে। লিঙ্গ মধ্যে যন্ত্রণা হইলে লিঙ্গটী সহ্যমত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিতে বা সেক দিতে বলিবে।

ক্যান্থারিস—৬ জ্বালাসহ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব। কষ্টে ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব, মূত্রস্থলীতে মূত্রবেগসহ কর্ত্তন বা ছেদনবৎ বেদনা। পলসেটিলা ৬× মূত্রস্থলীতে কোথপড়া, জ্বালা, হাত দিলে বেদনা, রাত্রিকালে কাশিলে বা বায়ু সরিলে মূত্রত্যাগ।

নক্সভমিকা—৩×, ৬×, মূত্রযন্ত্র বেদনাযুক্ত। ক্যান্থারিসের লক্ষণের মত বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা বাহির হয়। মূত্র নলীতে জ্বালা ও ছিড়িয়া ফেলার মত বেদনা। মদ্য বা আফিঙের মন্দ ফল।

আর্সেনিক—৬×, প্রস্রাব বন্ধ বা প্রস্রাব করিতে জ্বালা, অতিকষ্টে অল্প মূত্র বাহির হয়।

গণোরিয়া বা প্রমেহ পীড়া—ক্যান্থারিস্ ৩×।

প্রস্রাবে জ্বালা হলদে পূয পড়া, বার বার প্রস্রাবের ইচ্ছা, লিঙ্গ শক্ত হওয়া। অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে একোনাইট ৩×, ৬× সহ পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

ক্যানাবিস-স্যাটাইভা—১×, ৩×। প্রস্রাবে কষ্ট, মূত্রনলীতে বেদনা, পূযপড়া। প্রস্রাবের পরে বেশী জ্বালা বা যন্ত্রণা না থাকিয়া পূযপড়া।

মার্কু-সল—৩×, ৬×। হলদে পূঁয গাঢ় হইলে মার্কু-সল দিবে। লিঙ্গত্বক ফুলিয়া মুদ্রা হইলেও মার্কু-সল ব্যবস্থা করিবে।

ক্যাপ্সিকম্—৬× গাঢ় হলদে পূঁযপড়া ও প্রস্রাব দ্বার জ্বালা ও গরম বোধ।

সঙ্গে সঙ্গে ৫।৭ রতি সলফেট অবজিঙ্ক এক ছটাক জলে মিলাইয়া ভিতর পর্য্যন্ত পিচকারী দিলে শীঘ্র পূযপড়া বন্ধ হইয়া রোগ আরোগ্য হইবে। হিপারসলফার পূয সাদা ও জ্বালা কম হইলে হেপার ব্যবস্থা করিবে।

পুরাতন প্রমেহ—সিপিয়া ৩০ × । এবং সলফার ৩০ × ।

রক্ত প্রস্রাবে—প্রস্রাবে জ্বালা ও কষ্ট সহ রক্তস্রাব হইলে ক্যান্থারিস ৩× বা ৬× । রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা প্রস্রাবের পর ফোঁটা ফোঁটা রক্তপড়া ক্যান্থারিস্ দ্বারা আরোগ্য না হইলে মোজরিয়ম ১×, ৩× দিবে। আফিং বা মদ্য ব্যবহার জন্য হইলে নক্সভমিকা ৩× বা ৬× । কষ্টকর রক্ত যুক্ত মূত্র টেরিবিন্থিনা ৩× ৬× । আঘাত জনিত হইলে আর্ণিকা ৬× । এছাড়া— মর্কুরিয়স,পলস্, নক্সভমিকা, আর্সেনিক, ইপিকাক, ও সলফার ।

অণ্ডকোষে প্রদাহ বা ফুলিয়া যন্ত্রণা—হটাৎ প্রমেহর পুষ বন্ধ হইয়া বা কম হইয়া অণ্ডকোষ প্রদাহ হইলে পলসেটিলা ৩×, ৬× ব্যবস্থা করিবে। পলসেটিলা দ্বারা উপকার না হইলে মার্ক-সল ৩×, ৬× ও ক্লিমেটিজ ৩× দিবে। জ্বর থাকিলে একোনাইট ১× বা জ্বর না থাকিয়া কেবল কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্সভমিকা ৩× ব্যবস্থা করিবে। গরম জলের সেক বা ঘন ঘন গরম পুলটিস্ বিশেষ উপকারী। প্রদাহ স্থান লাল হইলে—বেলেডোনা ১ ব্যবস্থা করিবে। অণ্ডকোষ একটী কোপিন দ্বারা এর কম করিয়া আটিয়া রাখিবে যেন উহা ঝুলিতে না পারে। লিঙ্গ শক্ত হইয়া যন্ত্রণা হইলে—একন ১ জেলস্ ১ সেবন ও ঠাণ্ডা জল উচ্চ করিয়া ঢালিবে।

প্রস্রাব সহ ধাতপড়া—ফস্ফরাস্। স্মরণশক্তি ক্ষীণ হইলে ফস্ফরিক এসিড, ৩০, ও নক্সভমিকা ৩০ ব্যবস্থা করিবে।

অধিক প্রস্রাব—এসিড-ফস ৬, ৩০, **শয্যামূত্র**—এসিড-ফস ; সিনা ২০ (ক্রিমিজনিত)।

বহুমূত্র—ইউরেনিয়ম নাইট্রিকম্ ৬, ৩০ ইহা বহু মূত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দ্বারা প্রস্রাব পরিমাণে কম হয়, পিপাসা ও গা জ্বালা নিবারণ হইয়া রোগ আরোগ্য হয়, ইহা দ্বারা উপকার না পাইলে আর্সেনিক ও পরে ফসফরিক এসিড ব্যবস্থা করিবে।

গর্ম্মির ঘা—ক্ষতস্থান আদত নাইট্রিকএসিড তুলি করিয়া লাগাইয়া দিয়া পুড়াইয়া দিবে। তারপর ঔষধ সেবন করাইলে রোগ শীঘ্র আরোগ্য হইবে। মার্কুরিয়স-সল ২ চূর্ণ ১ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেবন ও ক্ষত স্থানে ছড়াইয়া দিবে। সুইট অয়েলের সহিত ক্যালেনডিউলা, অর্দ্ধ ছটাক তৈলে ৩০ ফোঁটা মিশাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। গর্ম্মির পীড়ার সহিত গণোরিয়া বা

প্রমেহ বর্ত্তমান থাকিলে ও মার্কুরিয়স সেবনে তাহা আরোগ্য হয়। গণোরিয়া বা প্রমেহ রোগ—মূত্রত্যাগকালে যন্ত্রণা, প্রথমে জলবৎ, পরে ঘন হলদে পুঁষ বা রক্তময় স্রাব আর যখন লিঙ্গত্বক ফুলিয়া উহার ওষ্ঠদ্বয় জুড়িয়া যায় এই সকল লক্ষণে মার্কু-সল ৩× বিশেষ উপযোগী, অসহ্য যন্ত্রণা বা প্রবল জ্বর থাকিলে একনাইট ৩× সহ পর্য্যায়ক্রমে মার্কুরিয়স ব্যবস্থা করিবে। মার্কু-সল উপদংশ বা গর্ম্মির সর্ব্বপ্রধান ঔষধ, এজন্য গর্ম্মির আনুসঙ্গিক রোগ ও ইহাদ্বারা আরোগ্য হয় যথা—গণোরিয়া, চক্ষু রোগ লিঙ্গত্বকে গুটি, বাগী, চর্ম্ম রোগ অণ্ডকোষ প্রদাহ ইত্যাদি। ছেলেদের কৌলিক উপদংশ মার্ক-সল দ্বারা আরোগ্য হয়। ক্ষত হইতে ঘন পুঁজস্রাব হইলে মার্কু-সল ও পাতলা পুঁজস্রাবে মার্ক কর ৩× বা ৬× দিবে। আনুসঙ্গিক রোগে মার্ক-সল দ্বারা উপকার না হইলে মার্কু কর দিবে। গলার বিচি আউরাইলে বা গলায় ঘা হইলেও মার্কুরিয়স দিবে! অতিরিক্ত পারা ব্যবহার হইয়া থাকিলে নাইট্রিক এসিড ৬× ও সলফার ৬×, দিবে। এ অবস্থায় পটাশ আইওডাইড θ, ২ গ্রেন মাত্রায় বিশেষ উপকারী। (জ্বর থাকিলে) জ্বর চিকিৎসা দেখ।

বাগী—বাগী হইলে ঘন ঘন পুলটিশ ব্যবস্থা করিবে। প্রদাহের স্থান লাল ও দপ দপে বেদনা থাকিলে—বেলেডোনা ১× দিবে। তারপর মার্ক-সল দ্বারা উপকার না হইলে হেপার সলফার ৬×, ব্যবস্থা করিবে। মার্ক-সল ও হেপার সেবনে বসিয়া বা ফাটিয়া যায়। অস্ত্রকর লম্বাভাবে অস্ত্র করিয়া উহার মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া ঘুরাইয়া লইবে। ঘা শুকাইবার জন্য ক্ষতস্থান ধুইয়া কেলেণ্ডিউলা ১৬ ফোঁটা রেড়ির তৈল বা নারিকেল তৈলে মিশাইয়া তুলা করিয়া ক্ষতস্থানে দিবে, এবং সাইলিসিয়া ৬×, পরে ৩০× সেবন ব্যবস্থা করিবে। শোষ ঘায়েরও বেশ ঔষধ সাইলিসিয়া। পচা ঘায়ের ঔষধ আর্সেনিক ১২×, ৩০।

অণ্ডকোষ প্রদাহ—গরম জলের শেক বা ঘন ঘন পুলটিশ, ব্যবস্থা করিবে। একনাইট ৩× ও বেলেডোনা ৩× ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে উপকার না হইলে পলসেটিলা ৬× দিবে। ক্লিমেটিস্ ৩× ও হেমেমিলিস্ ৩× ও ব্যবহার হয়। প্রমেহ (গণোরিয়া) জ্বর ও অসহ্য কেটেদেওয়ার মত বেদনা থাকিলে একোনাথট ৩×। বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, রক্ত বা পুঁজ পড়া, ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা ইত্যাদিতে ক্যান্থারিস্ ৩× বা

৬×। পুঁজস্রাব ও জ্বালা বিশেষতঃ প্রস্রাবের শেষে অথবা জ্বালা না থাকিয়া পুঁজস্রাব হইলে ক্যানাবিস-স্যাটইভা ১× ৩× বা ৬×। ঘন পুঁজস্রাব জ্বালা করা কুট কুট করা ও সরুধারে প্রস্রাব—মার্ক-সল ৬×। যন্ত্রণাসহ শ্বেতবর্ণ পুঁজস্রাব হইলে জেলসেমিয়ম ১× ৩×। রক্তস্রাব ও প্রস্রাব হইলে—পলসেটিলা, ৩×। ক্যান্থারিস ৬×। মেজিরিয়ম ৬×। সেবন ও সঙ্গে সঙ্গে তিষির জল চায়ের মত তয়ার করিয়া খাইতে বলিবে। ২।১ বার খাইলে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয় ও রক্তস্রাব থাকিলে তাহাও বন্ধ হয়। গণোরিয়ার চিকিৎসা—৫।৭ গ্রেণ সলফেট-অব জিঙ্ক অর্দ্ধছটাক আন্দাজ জলে মিলাইয়া পিচকারি দিলে শীঘ্র পুঁজস্রাব বন্ধ হয়।

বাত (রিউমটিজম্)।

একনাইট—৩, প্রবল জ্বর, অসহ্য কন্‌কনানি বা ছিড়িয়া যাওয়ার মত বেদনা, স্পর্শে ও রাত্রিকালে বৃদ্ধি। পীড়িত স্থান অতিশয় স্ফীত ও লাল হইলে একনও বেলেডোরা ৩, পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। রাত্রে ঘুম না হইলে বেলেডোনা ঘন ঘন ব্যবহার করিলে ঘুম হয়। অধিক লাল ও দপদপে বেদনা বেলেডোনার একটী লক্ষণ।

ব্রাইয়োনিয়া—১ বা ৩ বর্ত্তনবৎ বা খোঁচা বেঁধার মত বেদনা, নড়া চড়ায় বেদনার বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে বুকে পীঠে বেদনা ও ঘাম। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে—স্পাইজিলিয়া ১×, ৩×, ব্যবস্থা করিবে, ইহাদ্বারা উপকার না হইলে ক্যাক্টস্ ১, ব্যবস্থা করিবে। পলসেটিলা—বেদনা এক স্থান এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যাইলে—পলস ৬×। ও রাত্রিকালে বেদনার বৃদ্ধি হইলে এবং নড়াচড়ায় ও তাপ দিলে উপশম বোধ হইলে রসটক্স দিবে। হাড়ের বাতে— কর্ম্মুরিয়স্-অইয়ড ৩× চুর্ণ—হাড়ের ভিতর কন কন করা রাত্রিকালে বৃদ্ধি। (লম্বেগো কোমরের বাত, পেশী বা মাংসের বাত প্রথম নড়িবার সময় ও বিশ্রামে বেদনার বৃদ্ধি হইলে রসটক্স ১, ৩×। উত্তম বা আঘাত জন্য হইলে আর্ণিকা ৬×, প্রথম অবস্থায় অসহ্য যন্ত্রণা হইলে একনাইট ১× ৩×। ডাক্তার বেয়র বলেন প্রথমে এন্টিম্-টার্ট ২× বা ৩×, চুর্ণ ব্যবহার করিলে অন্য ঔষধ আবশ্যক হয় না। সঙ্গে সঙ্গে গরম জলের সেক ও যে ঔষধ ব্যবহার করা যাইবে তাহার আরক মালিশ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ফাইটে-লেক্কা θ আদত আরক মালিশ করিলে বেদনার উপশম হয়।

গাউট্ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঁইটের বাত—প্রবল জ্বরের সহিত হঠাৎ উপস্থিত হইলে একনাইট ৩x দিবে। শ্রম জন্য আনীত হইলে আর্ণিকা ৬x। বেদনা শীঘ্র শীঘ্র স্থান পরিবর্ত্তন করিলে আর বেদনার সভাব ফোঁড়ন ও টেনে ধরার মত হইলে পলসেটিলা ৬x। বেদনা শীঘ্র শীঘ্র স্থান পরিবর্ত্তন করিলে বিশেষতঃ পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলি হইতে হস্তে গেলে স্যাবাইনা ১x ৩x। রোগ অধিককাল স্থায়ী হইলে বিশেষত কাঁদের সন্ধি আক্রান্ত হইলে লিড়ম্ প্যালেষ্টার, ৩x। পীড়ার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া অধিককাল স্থায়ী হইলে ডিজিটেলিস ১x দিবে। আর মধ্যে মধ্যে সলফার ব্যব্যস্থা করিবে।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।

যোনিমুখ (Vulva) হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা ছিদ্রকে ভ্যাজাইনা (Vagina) বলে। জরায়ুকে (Uterus) মেয়েরা পোনাড়ী বলে ইহার মধ্যে সন্তান জন্মায়। জরায়ু মাংসের থোলে, আকার পেয়ারা ফলের মত, ইহার মুখকে (গলা) অস্ বলে। ভ্যাজাইনার সামনে মূত্রস্থলী (Blader) ও পেছনে মলভাণ্ডার (Rectum) (মোটা অন্ত্রের শেষ অংশ)। ভ্যাজাইনা বা যোনিগহ্বর শ্লেষ্মার পর্দ্দা (Mucus Membrane) দ্বারা মোড়া এই পর্দ্দা হইতে নিয়তই রস বাহির হইয়া যোনি গহ্বরকে সতত ভিজেরাখে। উক্ত রস স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হইয়া গড়াইয়া বাহিরে আসিয়া কাপড়ে লাগিলে উহাকে লিউকোরিয়া বা শ্বেতপ্রদর বলে, উক্ত রস ক্রমে গাঢ় হইয়া পূঁয বা মাখনের মত হয়। আর যদি উক্ত রসের সহিত রক্তস্রাব হইলে রক্ত প্রদর বলে। স্ত্রীলোকের গণরিয়া বা প্রমেহ ও হয়। মূত্রনলীর ভিতর গা শ্লেষ্মার পর্দ্দা দ্বারা মোড়া, প্রদাহ হইলে—এই পর্দ্দা হইতে রস বা শ্লেষ্মা (Mucus) জ্বালা যন্ত্রণার সহিত বাহির হইতে থাকে, কখন কখন উক্ত পর্দ্দা হইতে রক্তও বাহির হয়। ইহাকে গণোরিয়া বলে। জরায়ু একটা মাংসের থোলে, আকার পেয়ারার মত, ইহার গলা যোনি গহ্বরেরদিকে, অঙ্গুলি ঢুকাইয়া দিলে, উহাতে ঠেকে, স্পেকুলম দিয়া দেখিলে, জরায়ুর গলা বা মুখ দেখা যায়, জরায়ুর আশেপাশে বন্ধনি (Ligament) দ্বারা ঢিলাভাবে আটকান, এজন্য সহজেই উহাকে সরাইয়া এপাশ ওপাশ করান যাইতে পারে। গর্ভাবস্থায় জারয়ু ক্রমে বাড়িয়া বড় হয়, বড় হইলে অপর যন্ত্রের উপর চাপিয়া পড়ে, এজন্য চাপিত

যন্ত্রের ব্যাম হয়, যেমন পাক যন্ত্রের উপর চাপিয়া পড়িলে, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, মূত্রস্থলীও মল ভাণ্ডারের উপর চাপ পড়িলে ঘন ঘন প্রস্রাব ও বাহ্যের চেষ্টা হয়, এ ছাড়া অপর যন্ত্রে ঠেলা লাগিলে সেই যন্ত্রের অসুখ হয় যেমন ফুস্‌ফুস্ বা শ্বাসযন্ত্রে ঠেলা লাগিলে কাশি হয়। নিমপ্র্যাষ্ট্রীক স্নায়ুর উপর অল্পমাত্র চাপ পড়িলেও গা বমি বমি করে বা বমি হয়। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় উক্ত স্নায়ুর উপর চাপ পড়িয়া উহাকে উত্তেজিত করিলে (খেপিয়া দিলে) প্রসব বেদনা আসিয়া গর্ভস্থ স্নান ও ফুল বাহির করিয়া দেয়, আর্থৎ জরায়ুর সংকোচন দ্বারা উহার ভিতর যাহাকিছু থাকে তাহা তাড়াইয়া দেয়, এজন্য সন্তান বেকায়দায় থাকিলে উহার মাথা জরায়ুর মুখের দিকে ঘুরাইয়া আনিতে হইলে সাবধানে হস্ত প্রবেশ করাইবে ও সাবধানে বাহির করিবে, যখন বেদনা আসিবে তখন হাতকে স্থিরভাবে রাখিতে হইবে, বেদনার সময় জোরাজোরি করিলে হাত ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। জরায়ুর মুখের ছিদ্রকে অস্ বলে প্রসব সময়ে অস্ ক্রমে প্রসারিত হইয়া বড় হয়। জরায়ুর আবরণ বা পর্দ্দাকে পোরিটনিয়ম্ বলে। জরায়ুর প্রদাহকে মেট্রাইটিজ ও উহার আবরণের প্রদাহকে পেরিটোনাইটিজ বলে। প্রদাহ কাহাকে বলে কোন স্থানে ফুলে, লাল হয়, গরম হয় ও বেদনা হয়—সেই স্থানের এরকম অবস্থাকে প্রদাহ বলে (৩৫ পাতা দেখ) জরায়ু তলপেটের মাঝে থাকে মূত্রস্থলী ও শিরদাঁড়াদি স্থানে বাঁধা, জরায়ুর দুই পাশে কুঁচ্‌কির একটু উপরে দুইটী ডিম্বকোষ আছে, ডিম্বকোষকে ইংরাজিতে ওভারি বলে, ওভারির প্রদাহকে ওভারাইটিজ বলে কখন একটী কখন বা দুইটী ওভারিতেই প্রদাহ হয়, ওভারি আবার বাড়ে, ইহাদের আকার ডিম্বের ন্যায়, ডিম্বকোষে ফলিকেলস নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে, ঋতুকালে ঐ পদার্থ হইতে ডিম্বাকার স্ত্রীবীর্য্য বহির হয়। ফ্যালোপিয়ান টিউব নামক দুইটী নল দুদিকে জরায়ুর গা থেকে বাহির হইয়া দুইটী ডিম্বকোষে গিয়াছে, ডিম্বকোষে ডিম্বাকার স্ত্রীবীর্য্য থাকে, ঋতুকালে উক্ত স্ত্রীবীর্য্য ফ্যালোপিয়ান নলের ভিতর দিয়া জরায়ুতে যায়, তথায়গিয়া পুংবীর্য্য বীজাঙ্কু ধারণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, ইহাতেই গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভাবস্থায় রজোলোপ হইয়া সেই রক্ত সঞ্চিত হইয়া ফুল (Placenta) রূপে পরিণত হয়। এই ফুলের সহিত শিশুর নাভী নাড়ী সংযুক্ত থাকে। গর্ভস্থ সন্তান কিছু খায়না এবং উহার ফুস্‌ফুস ও হৃৎপিণ্ড ও কার্য্য করে না, কেবল লিভার রক্ত পরিস্কার করে

শিশুর ভূমিষ্ট হওয়া থেকে ২।৩ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত উহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ভালরূপ করিতে পারে না। লিভার উহাদের শ্বাস যন্ত্রের সাহার্য্য করে অর্থাৎ ফুস্ফুস্ রক্ত পরিস্কার করে ও লিভার রক্ত পরিস্কার করার সাহার্য্য করে এজন্য ছেলেদের লিভার এত দরকার এদের লিভারের অসুখ হলে কি বাঁচাও আছে, এতেই ছেলেদের লিভার হলে এত ভয়। গর্ভবস্থায় সন্তানের লিভার রক্ত পরিস্কার করে, গর্ভস্থ সন্তান কিছুই খায়না তবে রক্ত কোথাথেকে আসে, লিভার রক্ত কোথায় পায়, মাঁয়ের রক্ত নাভী নাড়ী দিয়া যাতায়াত করে।

নাড়ী কাটা—শিশু ভূমিষ্ট হইলে যে পর্য্যন্ত নাড়ী কাটা না হয় সে পর্য্যন্ত শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার আবশ্যক নাই, নাড়ী কাটা হইলে শিশুকে গরম জলে সাবান গুলিয়া ধুয়াইয়া পুঁছাইয়া গরম দুগ্ধ খাওয়াইবে, মধু ও জীবে দেওয়া যায়। নাভী হইতে চারি অঙ্গুলী ছাড়িয়া অর্থাৎ চার অঙুল রাখিয়া নাড়ী কাটিবে, চেচাড়ী বা কাঁচি করিয়া কাটা যায়। চারি অঙ্গুলি অন্তর দুইটী বন্ধনী দিয়া (সুতা দ্বারা) মধ্যে—কাটীবে, কেননা—যদি জরায়ু মধ্যে আর একটী সন্তান থাকে সেটী রক্তস্রাব হইয়া মারা যাইবে। ফুল পড়িতে দেরি হইলে—নাড়ী ধরিয়া টানাটানি করিবে না কেননা ছিড়িয়া আসিলে পোয়াতীর পক্ষে বিপদ। নাড়ী কাটিয়া একখণ্ড ন্যাকড়া নারিকেল তৈলে ভিজাইয়া নাভির চারিদিকে জড়াইয়া রাখিবে। প্রত্যহ উক্ত ন্যাকড়া বদলাইয়া দিবে, যে পর্য্যন্ত না নাড়ী শুকায়। ফুল পড়িয়া গেলে, প্রসুতির পেট ফ্ল্যানেল দ্বারা বাঁধিয়া দিবে, ও আটদিন শুয়াইয়া রাখিবে। পেট বাঁধায়—নাড়ী শুকায় অর্থাৎ জরায়ুর গা থেকে ফুল খশিয়া আসাতে ও সেই স্থানে যে ঘা হয় তাহা শীঘ্র শুকাইয়া যায়, আর তথা হইতে অধিক রক্তস্রাব ও হয় না, প্রসুতিকে ফুল পড়িয়া গেলে গরম চা ও দুগ্ধ খাইতে দিবে, অবসন্ন হইয়া পড়িলে, দুগ্ধ ও অল্প মাত্রায় ব্রাণ্ডি ও দেওয়া যাইতে পারে। প্রসবের পর অতিরিক্ত বেদনা অর্থাৎ ফুল হেঁতেল ব্যথা থাকিলে পলসেটিলা ৬×, ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে। পড়িতে দেরি হইলেও পলসেটিলা দিবে। প্রসব হইতে দেরী হইলে ৩ ঘণ্টা অন্তর পলসেটিলা ৩০×, ব্যবস্থা করিবে। ফলস্ বা অপ্রকৃত প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে সিকেলি ৩০× ব্যবস্থা করিবে। জরায়ুর মুখ প্রসস্ত হইলেও শিশুর মাথা বাহির হইয়া আসিতে পারে এরকম রাস্তা দেখিতে পাইলে আর কেবল বেদনা অভাবে সন্তান বাহির হইতে পারিতেছে না জানিতে পারিলে

আর্গট বা সিকেল θ আদত আরক ব্যবস্থা করিবে। সন্তান বাহির হইতে পারে এরকম প্রশস্ত রাস্তা না হইলে আর্গট বা সিকেল θ ব্যবস্থা করিবে না। সন্দেহ স্থলে কলোফাইলম্ θ ব্যবস্থা করিবে, ইহাতে কোন ভয় নাই। পল্‌সেটিলা ৩০× দ্বারা ও সুপ্রসব হয়। পেট দলে দেওয়া ও প্রশবের সাহার্য্য করে, ইহাতে বেদনা জোরে আসে। হেঁতেল ব্যথা থাকিলে ও ফুল পড়িতে দেরী হইলে পল্‌সেটিলা ৬× ব্যবস্থা করিবে। প্রসব হইলে সন্তানকে পূর্ব্বোক্ত মত গরম জলে ধোয়াইয়া পুঁচাইয়া লইবে এবং প্রসূতির পেট বাঁধিয়া দিবে। পূর্ব্বোক্ত মত নাড়ী কাটিবার পূর্ব্বে শিশুর মুখের ভিতর হইতে শ্লেষ্মাদি লাল মুছাইয়া লইবে। প্রসবের পর ২।১ দিন গরম চা ও আর্ণিকা ৬×, সেবন ব্যবস্থা করিবে। ফুল না পড়িলেও হেঁতল ব্যথা থাকিলে অর্থাৎ প্রসবের পর অত্যন্ত পেট বেদনা থাকিলে পল্‌সেটিলা ব্যবস্থা করিবে। প্রসব কালে খেঁচনি হইলে প্রত্যেক খেঁচনির সময় পিঠ ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়, মুখ হাঁ করিয়া থাকা ও বমন। বর্ত্তমান থাকিলে কিউপ্রম ৬x। বুকে কষ্ট বোধ, চিৎকার করা, হাত পা বাঁকিয়া যাওয়া, দেহ বিছ্‌না হইতে উচ্চ হইয়া উঠা, নীলবর্ণ মুখ অজ্ঞান ও প্রলাপ—হাইয়োসায়েমস্ ৬x।

অপিয়ম—নিদ্রাবেশ, গলা ঘড় ঘড় করা, শরীর শক্ত, ভয় পাইয়া খেঁচনি। ষ্ট্র্যামনিয় ৬x—তোত্‌লাম বা বাক্‌শক্তিহীন, জল বা চক্‌চকে দ্রব্য দেখিলেই খেঁচনি (খেঁচনি রোগের চিকিৎসা দেখ)। গর্ভাবস্থায় যে সকল রোগ হইবে—সেই সকল রোগের চিকিৎসা দেখিয়া মধ্য ও উচ্চ ক্রমের ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। যথা—কোষ্ঠবদ্ধ ও অজীর্ণ নক্সভমিকা ৩০x। উদরাময় ক্যামমিলা ১২x, পলস্‌টিলা ১২x, নক্সভমিকা ৩০x, চায়না ১২x। চোক উঠা—বেলেডোনা ৬×, ইউফেশিয়া ৬x, মার্ক্-সল্ ৬x ৩০× ইত্যাদি—পথ্য (১৫ পাতা দেখ) গর্ভস্রাব নিবারণ—তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে লাল রক্তস্রাব সহ প্রসব বেদনা—স্যাবাইনা। রক্তস্রাব হীন প্রসব বেদনা বা কাল রক্তস্রাব সহ বেদনা—সিকেলি-কর ৩০×। জ্বর ও মৃত্যু ভয় সহ বেদনা—একনাইট। পতন ও আঘাত জনিত—আর্ণিকা, বেদনা না থাকিয়া রক্তস্রাব হইলে—হ্যামেমেলিস, অধিক পরিমাণে মলিন ড্যালা ড্যালা রক্তস্রাবে ক্রোফাস বমনেচ্ছা ও মূর্চ্ছা প্রবনতা সহ উজ্জ্বল রক্তস্রাব ইপিকাক—রাগ ক্যামমিলা। প্রসবের পর রক্তস্রাবে—সিকেল, ইপিকাক, স্যাবাইনা, হেমেমিলিস,

ক্রোফাস। শীতল জল সিক্ত হস্ত দ্বারা তলপেট চাপিয়া ধরিবে অর্থাৎ জরায়ু ধারণ করিবে। ন্যাকড়া ভিজাইয়া যোনি মুখে দিবে। মূত্রবন্ধে—বেলেডোনা—ফোঁটা, ফোঁটা প্রস্রাব, ঘন ঘন বেগ বা প্রস্রাবের চেষ্টা নাই। টাটানি। ক্যান্থারস—অত্যন্ত বেগ কর্ত্তনবৎ ও জ্বালা জনক বেদনা, ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়িতে থাকে।

লোকিয়া বা প্রসবের পর ক্লেদস্রাব।—প্রসবের পর প্রায় এক-মাস এই ক্লেদস্রাব হয়, ক্লেদ প্রথমে লাল থাকে, ক্রমে শাদা হইয়া বন্ধ হয়। এই ক্লেদকে লোকিয়া বলে। প্রসবের পর ক্লেদস্রাব হঠাৎ বন্ধ বা অতিরিক্ত স্রাব হইয়া অসুখ হইলে তাহার ঔষধ—একনাইট ৬×, পিপাসা সহ জ্বর। পল্সেটিলা-পিপাসাহীন জ্বর, অল্পস্রাব বা স্রাব হঠাৎ বন্ধ। ব্রাইয়োনিয়া, ও বেলেডোনাদি আবশ্যক হইতে পারে (জ্বর চিকিৎসা দেখ) শাদা স্রাব অধিক দিন থাকিলে ক্যালকেরিয়া ৩০। কাল ও দুর্গন্ধ স্রাব হইলে সিকেল-কর ৩০। উদরাময় হইলে ক্যামমিলা ইত্যাদি (উদরাময় চিকিৎসা দেখ)। দুগ্ধ জমে স্তন ফুলিয়া বেদনা হইলে ব্রাইওনিয়া ৬x দিবে। দুগ্ধ জমে বা অন্য কোন কারণে জ্বর হইলে জ্বর চিকিৎসা দেখিয়া চিকিৎসা করিবে।

শিশুর নাড়ীতে ঘা থাকিলে নারিকেল তৈলের সহিত গাঁদা পাতার রস মিশাইয়া, তাহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া নাভীর উপর দিলে শীঘ্র নাড়ীর ঘা শুকাইয়া যাইবে। নারিকেল তৈলে নাড়ী শুকায়।

শিশুকে পেঁচো পাওয়া।

ইহাতে চোয়াল বন্ধ হয়। হাঁ করিয়া কাঁদিতে পারে না, স্তনপান করিতেও পারে না, থাকিয়া থাকিয়া খেঁচে বা শক্ত হইয়া উঠে, কখন কখন নীলবর্ণ হইয়া যায়—এ রোগ ধনুষ্টংকার বই আর কিছুই নয়। ইহার চিকিৎসা—বেলেডোনা ৩০x, অপিয়ম ৩০ × হাইয়োসায়েমস ১২ x। সাইকিউঠা ১২x, নক্সভমিকা ৩০ × । ক্যামমিলা ১২x, ইত্যাদি খেচনি রোগের চিকিৎসা দেখ।

জরায়ুর প্রদাহ (Metrites) জরায়ুর আবরণ ঝিল্লির প্রদাহ (Peritonitis) এবং ডিম্ব কোষের প্রদাহ (Overitis) হইলে একোনাইট ৩x, ও বেলেডোনা ৩x পর্য্যায়ক্রমে ও সঙ্গে সঙ্গে গরম জলের সেক ব্যবস্থা করিবে। বেলেডোনা ৩x ৩x,—তলপেটে গরম ও টাটানি বেদনা, হুলফুটান বা দপ্ দপে বেদনা

(৩৭ পাতা দেখ)। ব্রাইয়োনিয়া ৩x, ৬x নিশ্বাসে, হুলবেঁধা বোধ, (রজবন্ধ ও নাসিকা বা মুখ দিয়া রক্তস্রাব (৩৯ পাতা দেখ) আর্সেনিক ৬x—১২ জ্বালাকর বা বেঁধার মত বেদনা, অস্থিরতা এপিস হুলফুটার মত বেদনা। ক্যান্থারিস ৩x, ৬x হুলফোঁটা ও জ্বালা বোধ, বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও ফোঁটা ফোঁটা মূত্রত্যাগ।

ল্যাকেসিস্—৬x, ফোঁড়া হওয়া, পুঁয হওয়া, দপ্‌দপে্ বেদনা, পুঁয হওয়া ডানপার্শ্বে শুইতে না পারা। কোনায়ম ৬, ৩০ কর্ত্তনবৎ বেদনা, ডিম্বকোষ ফোলা, বমন বা বমনোদ্বেগ।

যৌবনাবস্থায় স্ত্রীলোকের যোনি হইতে মাসে মাসে যে রক্ত নির্গত হয়, সেই রক্তকে ঋতু বা রজঃ বলে (Menses) প্রায় ১১।১২ বৎসর হইতে ১৬।১৭ বৎসর বয়ক্রমের মধ্যে স্ত্রীলোক প্রথম রজঃস্বলা হয়। জরায়ুর সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে এই রক্ত নিঃসৃত হয়। তিন দিন হইতে ছয় দিন পর্য্যন্ত স্থায়ীকাল, ৪৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়ক্রমের মধ্যে স্বভাবত রজঃস্র্াব বন্ধ হয়। তিনদিনে প্রায় ২।৩ ছটাক রক্ত ভাঙ্গিয়া যায়। উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই ব্যাম জানিবে, ঋতুর ব্যতিক্রম হইলে নানারকম রোগ আসিয়া জুটিতে পারে।

রজবন্ধ, স্বল্পরজ, অতিরজ, বা রক্তস্রাব, রজ অনিয়ম হেতু অসুখ, প্রদর, ঋতুশূল প্রভৃতির ঔষধ নিম্নে দেওয়া গেল।

চিকিৎসা।—রজঃ দর্শনে, বিলম্ব হইলে পল্‌সেটিলা ৩০x, সেবন ও গৃহকর্ম্মে শ্রম প্রভৃতি ব্যায়াম কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে বলিবে। ঋতু বন্ধ থাকিলেও পল্‌সেটিলা ৩০x দিবে। ঋতু বিলম্বে বা অল্প পরিমাণে হইলেও পল্‌সেটিলা। ঋতু অধিক দিন থাকিলে নক্সভমিকা ৩০x, ব্যবস্থা করিবে। পেটে ও মজায় বেদনা, কান ভোঁ ভোঁ করা, কম শুনা, মাথা ঘোরা, বমনেচ্ছা বুক ধড়পড় করা, রাত্রে অসুখ বৃদ্ধি, মাথা জ্বালা, মুখে অম্ল আস্বাদ, শ্বেত প্রদরের স্রাব মাখমের মত ঘন এই সকল লক্ষণে পল্‌সেটিলা ১২ বা ৩০ দিবে।

পলসেটিলা—২০০, শ্বেত প্রদরের বেশ ঔষধ, কোষ্ঠবদ্ধ ধাতুর পক্ষে গ্রাফাইটিজ ২০০।

সিপিয়া ৩০।—পুরাতন প্রমেহ ও শ্বেত প্রদরের বেশ ঔষধ। মাথা

ধরা আদকপালে, ঋতুকলে দন্তশূল, ঋতু অল্পদিন বা অধিকদিন স্থায়ী, কখন অল্প কখন বেশী রক্ত।

ব্রাইয়োনিয়া—রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাক দিয়া রক্তপড়া, কাশীর সহিত রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া। একবার শীত বোধ একবার গা জ্বালা, বুক চাপিয়া ধরা, কি নিশ্বাসে বা কাশীতে খোঁচা বেঁধার মত বেদনা। কপালে ভাব বোধ হেঁট হইলে বৃদ্ধি, তলপেটে শেঁটে ধরা, কোষ্ঠবদ্ধ, তিক্ত ঢেকুর উঠা।

চায়না।—১x ৩০x। মুখ হল্‌দে, মুখ ফুলা, অত্যন্ত দুর্ব্বল, যোনি মুখে ছাপ পড়া, অপাক, পেট ঠোশমারা, অল্প উদ্গার উঠা।

নক্সভমিকা।—৬x ৩০x। ক্ষুধামান্দ, অজীর্ণ, টক ঢেকুর উঠা, কোষ্ঠবদ্ধ বা কখন কখন জলবৎ ভেদ। খিট্‌খিটে, ঘন রজস্রাব, মাথা ঘোরা, বমনদ্বেগ, পেট বেদনা।

আর্সেনিক।—৬x ৩০x,—বারম্বার পিপাসা কিন্তু অল্প পানে তৃপ্তি। অবসন্নতা দুর্ব্বলতা।

ঋতুশূলে গরম জলের সেকও গরম জলপানে অনেক সময় বিশেষ উপকার হয়।

রজশূল।—পল্‌সেটিলা ৬x, রজবন্ধ, বেদনার জন্য চিৎকার করে ছট্‌ফট করে, সর্ব্বদা শীত বোধ। কলসিন্থ ৩x, অসহ্য বেদনা, চাপিলে আরাম বোধ, উপুড় হইয়া পড়ে।

কিউপ্রম।—৬x। খেঁচনি ও হাত পায়ে খিলধরা, বমনেচ্ছা বা বমন।

ককিউলাস।—তলপেটে শেটেধরা ও চিম্‌টিকাটা মত বা কর্ত্তনবৎ বেদনা গোঁ গোঁ করা, বমনেচ্ছা, পেটফাঁপা, বক্ষে কষ্ট বোধ, বেদনা, ঋতুবন্ধ হেতু খেঁচনি, কাল জমাট রক্ত বাহির হয় ঋতুর, পর অর্শ।

প্লাটিনা।—৩x, ৬x তলপেটে টেনেধরা, সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া ফেলার মত বেদনা, খিলধরা, স্পর্শ অসহ্য বোধ। কতক কাল, কতক লাল, কতক পাতলা আর কতক জমাট বাঁধা অধিক রক্তস্রাব, রজঃকালে খেঁচনি ও চিৎকার করা।

ক্যামমিলা।—৬x, ১২x। পেটে শূল বেদনা, স্পর্শ অসহ্য, প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, চাপ চাপ মলিন রক্ত।

কলোসিন্থ।—৩, বেদনার জন্য উপুড় হইয়া পড়া, হাতদিয়া চাপিয়া ধরা।

ক্রোকস্।—১x ৩x। চাপ্ চাপ্ মলিন রক্তস্রাব, নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি (বুক ধড়ধড় করা)।

সিকেলি কর্ণিউটম।—১x ৬x। জলবৎ কাল যে রক্তস্রাব অধিক দিন থাকে ও অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

স্যাবাইনা—১x ৬x। পিট হইতে যোনি পর্য্যন্ত ছিড়িয়া ফেলার মত বেদনা, গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, তল পেটে প্রসববৎ বেদনা। অধিক পরিমাণ উজ্জল লোহিত বর্ণ তরল রক্তস্রাবে স্যাবাইনা ও মলিন ড্যালা ড্যালা রক্তস্রাবে ক্রোকাস্ ১x ব্যবহৃত হয়। প্ল্যাটিনা—জরায়ুর ক্রিয়া বিশৃঙ্খল সহ শূল বেদনা, হৃৎশূল, মৃত্যু ভয়। শিরশূল, উদর শূল, ডিম্বকোষের শূল, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, হিষ্টিরিয়া, খেঁচনি। পলসেটিলা—প্রচুর রক্তস্রাব ও তলপেটে বেদনা। থাকিয়া থাকিয়া রজস্রাব পেটের ভিতর পাথর চাপা বোধ।

সিমিসিফিউগা ৩x—চাপ্চাপ্ মলিন রক্ত কুঁচকি ও উরুতে বা পীঠে বেদনা, মাথা ও চক্ষে বেদনা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হাত পায়ে খিল ধরার বেলেডোনা ১০x ৩x—লাল রক্তস্রাব, তলপেটে বেদনা, মাথা বেদনা। ইপিকাক, লাল লাল রক্তস্রাব, সর্ব্বদা বমনেচ্ছা। ফস্ফরাস—অনেক দিন রক্তস্রাব, তলপেটে দেবনা, আহারের পর ঢেকুর উঠা। নিদ্রা বেশ, কঠিন মল। ব্রাইয়োনিয়া থুতুর সঙ্গে রক্ত উঠা, বুকে বেদনা ও শুষ্ক কাশী। ইপিকাক গা বমি বমি করা ও রক্ত বমন। হ্যামেমেলিস—কাল্চে রক্ত বমন। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—ইপিকাক ব্রাইয়োনিয়া বেলেডোনা হ্যামেমেলিস্ রক্ত প্রদরে নাইকোপডিয়ম ৩০x ও চায়না ৩০x। দুগ্ধবৎ প্রদর স্রাবে—ক্যালকেরিয়া ৩০x। পল্সেটিলা ৩০x। জলবৎ স্রাবে স্যাবাইনা ৬x, ও পলসেটিলা। শাদা বা হল্দে স্রাবে মার্কু-সল ৩০x ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ৩০x, চায়না ৩০x। শদা ডিম্বের ন্যায়—বভিষ্টা ১২। হরিদ্রাবর্ণের স্রাব হুলফুটনেবৎ জ্বালা ও চুলকানি ক্রিযেজোটম ৬x। শিরঃপীড়া, শীর ঘুর্ণন, পেট ফাঁপা বমনেচ্ছা ও সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা ককিউলাস্ ৬x। তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা ও তলপেটে অল্প অল্প বেদনা থাকিলে স্যবাইনা দিবে। রজোস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেত প্রদর, মূত্রবন্ধ, প্রসবান্তে অধিক উজ্জল রক্তস্রাব, জরায়ুর ক্রিয়া বিক্রিতি হেতু বাত ও স্নায়ুশূলে স্যাবাইনা ব্যবহার হয়। হলদে প্রদর, দাড়াইলে বা

বায়ু নিঃসরণ হইলে নির্গত হইলে—আর্সেনিক ৬x। রক্ত বা পুঁজময় চাপ্ চাপ্ প্রদর, ঋতুর পূর্ব্বে বা পরে হইলে চায়না ১x ১২x। প্রদর স্রাবের সহিত জ্বালা ও চিড়িক্ মারা দুগ্ধবৎ প্রদরস্রাব, কোমর অসাড় বোধ কোনায়ম ৩০ x। রজ-লোপের পর শ্বেত প্রদর জ্বালাকর, চট্‌চটে স্রাব, শুকাইলে সবুজবর্ণ ল্যাকেসিস্ ৬x ৩০ x। মোচ্ড়াইয়া ধরার মত বেদনা কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যের বেগ হয় কিন্তু হয় না, হল্‌দে দুর্গন্ধ অনিয়মে ঋতুস্রাব—নক্সভমিকা। হল্‌দে ঘন পুঁজের মত প্রদর ও যোনি চুলাকান, সর্ব্বদা সর্দ্দি, বা আমযুক্ত মল—মার্কু-সল ৩x ৬x, ৩০। ঋতুর সঙ্গে প্রদর কুঁচকিতে বেদনা, মলত্যাগে জ্বালা, অর্শের রক্তস্রাব হেমেমিলাস্ ৩x। প্রদরস্রাব যোনি হাজিয়া যাওয়া, হল্‌দে বা সবুজ দুর্গন্ধ স্রাব, প্রসববৎ বেদনা—সিপিয়া ৩০।

প্রস্রাব ত্যাগে জ্বালা পোড়া যন্ত্রণা শাদা বা হল্‌দে স্রাব আর রোগ একগুয়ে ভাব ধারণ করিলে—সলফার ৩০ দিবে। ১৫।২০ গ্রেণ সলফেট অব জিঙ্ক সের-খানেক জলে মিলাইয়া যোনির ভিতর ধৌত ও ঔষধ সেবন করিলে শীঘ্র স্রাব বন্ধ হইয়া রোগ আরোগ্য হইবে। প্রমেহ বা গণেরিয়া থাকিলে (প্রমেহের চিকিৎসা দেখ)। পুরুষের অণ্ডকোষে পুংবীর্য্য তৈয়ার করে, ইহার প্রদাহ হইলে ইহার চিকিৎসা প্রমেহ চিকিৎসায় দেখিতে পাইবে। কোষ বৃদ্ধি হইলে বা ক্বোরণ্ড হইলে তাহার ঔষধ হাইড্রকোটাইল (Hydrocotail) ৩ বা ৬ সেবনে আরোগ্য হয়।

গর্ভসঞ্চারের চিহ্ন।—ঋতুবন্ধ, স্তনে দুগ্ধ হওয়া, আর কালশিরা পড়া, কাটবমি, বমন, ক্রমে ক্রমে পেট উচ্চ হওয়া, অরুচি হওয়া।

দৈব ঘটনা।

বিছা কামড়াইলে।—লিডম-প্ল্যাষ্টার ১—৩ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে। গ্যাঁদা পাতার রস দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়। এই প্রকারে বোল্‌তাদি দংশনের জ্বালাও ভাল হয়।

পুড়িয়া গেলে বা সিদ্ধ হইয়া গেলে—ক্যান্থারিস θ জলের সহিত বাহ্য প্রয়োগে জ্বালা নিবারণ হয়। আর্টিকা উরেন্স বাহ্য প্রয়োগ দ্বারাও বেশ উপকার হয়। আফিং অল্প জলে গুলিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলেও জ্বালা নিবারণ হয়। কুকুশিমা পাতার রস লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়। কুকশিমা

পাতার রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অব্যর্থ ঔষধ। ঘা শুকাইবার জন্য—সুইট অইল অভাবে নারিকেল তৈলের সহিত চুনের জল মিলাইয়া কয়েক দিন লাগাইলে পোড়া ঘা আরোগ্য হয়।

সর্পে দংশন করিলে—দংশন স্থানের উপরিভাগে দংশন মাত্র শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দংশন স্থান কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে এবং ষ্ট্রং নাইট্রিক এসিড তুলি করিয়া লাগাইয়া পোড়াইয়া দিবে।

পেঁচড়াদি সকল রকম চর্ম্মরোগের ঔষধ।

জ্বরসহ চুলকানি প্রকাশ পাইলে।—একোনাইট ৩×—৬×। হুল ফোটানবৎ জ্বালা করা অথবা কুট্‌কুট্ করা বর্ত্তমানে এপিস্ ৩× দিবে। কণ্ডু হঠাৎ বসিয়া গিয়া অসুখ হইলে ব্রাইয়োনিয়া ১২। সলফর ১২, বমন, অতিশার ও প্রলাপ থাকিলে আর্টিকা ইউরেন্স ৩x, উদরাময় হইলে পলসেটিলা ৬x, এণ্টিমণি-ক্রুড ৬x। কণ্ডুতে জ্বালা থাকিলে—আর্সেনিক ৬x, ৩০। জ্বালা সহ কুণ্ডয়ন বর্ত্তমানে—সলফার ৬—৩০,২০০। হেপার সলফার, ৩০ মার্কিয়ুরিয়স, ৩০ ক্রোটন-টিগ্লয়ম, ৬ নক্স-ভমিকা ৩০, সিপিয়া ৩০, গ্রাফাইটিজ ৩০, চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকারী। কুণ্ডস্থান রক্তবর্ণ হইলে বেলেডোনা ৬। ফুলা থাকিলে এপিস্ ৩x—৩০। কোষ্ঠবদ্ধসহ—নক্স ৬, ৩০ সলফার ৩০। শয্যায় শয়ন করিলে চুলকানি বৃদ্ধি—সলফার ৩০। জ্বালাকর কুণ্ডয়ন—আর্সেনিক ও সলফার ৩০। বমন বা বমনেচ্ছা সহ—ক্রোটন। উপদংশ বা পারদ জনিত হইলে—হেপার, নাইট্রিক এসিড, সলফার, সার্জ্জা। রস বা পূঁজ পূর্ণ বা রস স্রাব হইলে—রসটক্স ও রস-ভেন। গণ্ডমালা ধাতু হইলে ক্যালকেরিয়া গন্ধকের মলম খোসের বেশ ঔষধ। চর্ম্মরোগ দুরারোগ্য হইলে আর্সেনিক আইও ৬, ৩x দিবে।

ফোঁড়া।—প্রদাহ অবস্থায় বা পূজ হইবার পূর্ব্বে বেলেডোনা ১x। শিশুর পক্ষে ৬ পূজ হইবার সময় বা বেলেডোনা দ্বারা উপকার না হইলে মার্কিউরিয়স সল ৬x। শেষে হেপার সল ৬x, মার্ক ও হেপার পাকিবার পূর্ব্বে ব্যবহার করিলে বসিয়া যায় আর পরে ব্যবহার করিলে ফাটিয়া যায়। পচিয়া গেলেও জ্বালা থাকিলে—আর্সেনিক ৬—৩০। বার বার ফোড়া হইতে থাকিলে সলফার ৩০, ২০০ ঘা বা শোথ শুকাইবার ঔষধ সাইলিসিয়া ৬—৩০। গরম জলে কেলেণ্ডিউলা

৩ মিশাইয়া ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া রেড়ির তৈলে কেলেণ্ডিউলা মিশাইয়া তুলা ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে ঘা শীঘ্র ভাল হয়। (১০ পাতা দেখ)।

আঙ্গুল হাড়া।—সাইলিসিয়া আঙ্গুল হাড়ার বেশ ঔষধ। জ্বর থাকিলে বেলেডোনা সহ দিবে। অতিশয় যন্ত্রণা থাকিলে—বেলেডোনা ও মার্ক-সল ৬, ইহাতে উপকার না হইলে ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৬ দিবে, পূয হইলে হেপার ও সাইলিসিয়া। ঘন ঘন গরম পুল্‌টিস ও গরম জলে অঙ্গুলি ডুবান যন্ত্রণা নিবারণের বেশ উপায়। শীঘ্র না ফাটিলে একটু চিরিয়া দিলে আরোগ্য হয়।

পতন বা আঘাত।—আদত আর্ণিকা ১ ভাগে ৯ ভাগ জল মিশাইয়া লোশন ৩ তৈয়ার করিবে। এই লোশনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আহত স্থানে প্রয়োগ করিবে ও আর্ণিকা ৬x সেবন করিতে দিবে। জ্বর হইলে আর্ণিকার সহিত একনাইট ৩ বা ৬x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। বাড়াবাড়ি হইলে জ্বর চিকিৎসা দেখিয়া চিকিৎসা করিবে। হাড় সরিয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে জোরে টানিয়া সমান করিয়া একখণ্ড প্লিণ্ট বা চ্যাপ্টা কাঠ ও ন্যাকড়ার ফালি দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া বা বাঁধিয়া রাখিবে। আহত স্থানকে বিশ্রামে রাখিবে। হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে সেই অঙ্গ বাঁকিয়া বা ছোট হইয়া যায় আর নাড়াইলে হাড়ে হাড়ে এক প্রকার ঘর্ষণ শব্দ হয়। রক্ত স্রাব হইলে ক্যালেনডিউলা আদত আরক ১ ভাগে ৯ ভাগ জল মিশাইয়া লোশন করিবে। এই লোশন জল অনবরত প্রয়োগ করিতে থাকিবে যে পর্য্যন্ত না রক্ত বন্ধ হয়। তারপর উক্ত লোশনে ন্যাকড়া ভিজাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। কোন স্থান হঠাৎ মচকাইয়া ফুলিয়া বেদনা হইলে—গরম জলের সেক ব্যবস্থা করিবে। আর্ণিকা খাইতে দিবে। বেদনা স্থানে চুন ও হলুদ গরম করিয়া দেওয়াও মন্দ নয়। বেদনা বাতের মত হইয়া পড়িলে—রস্‌টক্স ৬x ব্যবস্থা করিবে। (বাতের চিকিৎসা দেখ)। আহত স্থানে ঘা হইলে নারিকেল তৈল ও গাঁদা পাতার রস দিবে। মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে মস্তকে শীতল জল দিবে। আর রোগিকে আর্ণিকা ৬x সেবন করিতে দিবে, জ্বর থাকিলে আর্ণিকার সহিত একনাইট ব্যবহার করিবে। চোক মুখ লাল ও মাথা ব্যথা থাকিলে বেলেডোনা ৬x। প্রলাপ থাকিলেও বেলেডোনা ব্যবস্থা করিবে। অজ্ঞান ও ভুলবকা থাকিলে হাইয়োসায়েমস ৬x দিবে। (জ্বর চিকিৎসা দেখ)। মূর্চ্ছা হইলে—চোকে, মুখে মস্তকে ও বুকে জলের ঝাপ্‌টা

দিবে। আর কর্পূরের আরকের আঘ্রাণ করাইবে। ইহাতে জ্ঞান না হইলে—মৃগনাভি বা ক্লোরোফরম ১৩ পাতার ব্যবস্থা মত ব্যবহার করিবে। মূর্চ্ছিত ব্যক্তির গা— কাপড় বা জামা খুলিয়া বা ঢিলা করিয়া দিয়া বাতাস করিবে। বাহিরের ব স গায়ে লাগে এ রকমও ব্যবস্থা করিবে। (মূর্চ্ছা রোগের চিকিৎসা দেখ)। পতন জনিত খেচনি—আর্ণিকা ও একনাইট (খেচনি রোগের চিকিৎসা দেখ)।

বিষ ভক্ষণ।—বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছে জানিতে পারিলে বমন-করাইয়া দিবে। গলায় আঙ্গুল দিলে বমি হয়। খানিকটা লবণ গরম জলে মিশাইয়া খাওয়াইলেও বমন হয়, ইপিকাক ২০।২৫ গ্রেণ, বা সলফেট অব জিঙ্ক ২ গ্রেণ অথবা তুঁতে ৪ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলেও বমন হয়। ছেলেদের পক্ষে এক ড্রাম আন্দাজ লবণ বা ১০ গ্রেণ মাত্রায় ইপিকাক খাওয়াইয়া বমন করান ভাল। ষ্টোম্যাক পম্প দ্বারা পাকস্থলী পরিষ্কার করা ভাল।

আফিঙের প্রতিষেধক।—বেলেডোনা, চা, কাফি আর আর্সেনিকের চূণের জল, ইক্ষুরস। নক্সভমিকার-কর্পূর পল্‌সেটিলা।

কাণের ভিতর পোকা ঢুকিলে।—গরম তৈল কর্ণ মধ্যে ঢালিয়া দিলে সেই পোকা মরিয়া যাইবে।

সমাপ্ত।

প্রিন্টার—বি, এন, ঘোষ
'আইডিয়াল প্রেস'
৮২।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।